আবদুস শহীদ নাসিম

গুনাহ্ তাওবা ক্ষমা

গুনাহ্ তাওবা ক্ষমা

আবদুস শহীদ নাসিম

©Author

ISBN: 984-645-029-8
BBCP: 16

প্রকাশক
বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
দোকান- ১০, মাদরাসা মার্কেট
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল
চতুর্থ মুদ্রণ: মার্চ ২০২০ ঈসায়ি
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০০৫ ঈসায়ি

Gunah Tawba Khoma

Abdus Shaheed Naseem

Publisher
Bornali Book Center-BBC
Mobile: 01745282386, 01753422296.

Print time
4th Print: March 2020
First Print: March 2005

দাম: ২০০.০০ টাকা মাত্র
Price: Tk. 200.00 Only

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে ক'টি কথা

নিজের গুনাহ্-খাতার পরিণাম ভেবে চিন্তিত হয়না - এমন কে আছে?

আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেন-এমন ব্যক্তিরা তো পরকালের হিসাবের ভয়ে কেঁপে ওঠেন।

স্বয়ং আল্লাহ্র রসূল সা. পরকালের মুক্তির চিন্তায় পেরেশান থাকতেন, অথচ দয়াময় আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সব গুনাহ-খাতা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি পরকালের ভয়ে প্রতিদিন শতবার তাওবা করতেন, শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক দয়া ও ক্ষমা না করলে কোনো ব্যক্তিই শুধুমাত্র নিজের আমলের দ্বারা মুক্তি লাভ করতে পারবেনা।

সেদিন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউই কোনো কাজে আসবেনা। এমনকি স্বয়ং নবীও নিজের প্রিয়তম কন্যাকে পার করে নিতে পারবেননা। কারণ, সেদিনকার মুক্তি নির্ভর করবে শুধুমাত্র নিজের একনিষ্ঠ ঈমান ও আমলের উপর। এমন ঈমান ও আমলের উপর, যদ্বারা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, করুণা ও ক্ষমা লাভ করা সম্ভব হবে।

সেদিনের মুক্তির চিন্তা ভাবিয়ে রেখেছে আমাদের। আর সেই ভাবনারই একটি নগণ্য ফসল এ বইটি।

পাপের পরিচয় এবং পাপ থেকে বাঁচার ও মুক্তির উপায় আলোচিত হয়েছে এ বইতে।

যে এ বই লেখার কলম ধরেছে, বইটি তাকে সারাজীবন পরকালীন মুক্তির চিন্তায় দয়াময়ের ক্ষমা ও করুণা লাভের পথে তাড়িত করুক। বিচারের দিন দয়াময়ের ক্ষমা ও করুণা লাভের অনির্বাণ আকাংখা তিনি পূর্ণ করুন। আমীন!

আবদুস শহীদ নাসিম
জানুয়ারি ২৬, ২০০৫ ঈসায়ী

আবদুস শহীদ নাসিম-এর লেখা কয়েকটি বই

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসীর
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদ্সী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
আসুন আমরা মুসলিম হই
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
গুনাহ্ তাওবা ক্ষমা
আল কুরআনের দু'আ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
নির্বাচনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

লেখকের রচিত কিশোর সিরিজ

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো নামায পড়ি
এসো চলি আল্লাহর পথে
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)

লেখকের অনূদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিকহ্ ১ম খণ্ড
মহিলা ফিক্হ্ ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থার উপায়
এন্তেখাবে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহ্র বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'য়ী ইলাল্লাহ্

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	**পাপ কী ও কতো প্রকার**	৯
	১. পাপ ও পূণ্য কী	৯
	২. পাপের প্রকারভেদ	১০
	৩. সগিরা গুনাহ্ কখনো কখনো কবিরাতে পরিণত হয়	১১
	৪. প্রকাশ্য পাপ ও গোপন পাপ	১৩
	৫. কোন্ ধরনের পাপ সগিরা গুনাহ	১৫
২.	**কবিরা গুনাহ্বের পরিচয়**	১৭
	১. কবিরা গুনাহ্	১৭
	২. কোন্ ধরনের পাপ কবিরা গুনাহ্	১৭
	৩. কবিরা গুনাহ্ কতোটি?	২০
	৪. আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের কবিরা গুনাহ্	২১
৩.	**আমাদের সমাজে বিরাজমান কবিরা গুনাহ্সমূহ**	৩৬
৪.	**পাপের ভয়াবহ পরিণতি**	৪৩
	১. পাপ হলো আল্লাহ্র চরম অবাধ্যতা	৪৩
	২. পাপের সামাজিক বিপর্যয়	৪৩
	৩. পাপী সর্বনাশ করে নিজেরও	৪৬
	৪. পাপীর পরকালীন সর্বনাশ	৪৮
৫.	**পাপের খোলা দরজা**	৫৫
	১. সিরাতুল মুস্তাকিম এবং পাপের খোলা দরজা	৫৫
	২. পাপ সম্রাজ্যের দালাল বাহিনী	৫৬
৬.	**পাপের খিড়কিতে কব্জা লাগান**	৬১
	১. প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ উত্তম	৬১
	২. পাপ প্রতিরোধের উপায় কী?	৬২
	৩. আসুন পাপ প্রতিরোধ করি	৬৪
৭.	**পাপ থেকে মুক্ত হবার উপায় 'তাওবা'**	৬৬
	১. পাপ থেকে মুক্তির উপায়	৬৬
	২. তাওবার অর্থ	৬৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
	৩. গুনাহ্‌র শাস্তি অনিবার্য নয়, তাওবাকারীর জন্যে রয়েছে ক্ষমা	৬৮
	৪. পাপ অন্তরে জং ধরায়, তাওবা তা পরিষ্কার করে	৭০
	৫. কাফিরদের মুক্তির উপায় ঈমান আনা	৭১
	৬. তাওবাকারীরা পাপ মুক্ত হয়, সফল হয়	৭৪
	৭. আম্বিয়ায়ে কিরাম তাওবা করার দাওয়াত দিয়েছেন	৭৬
	৮. পাপ প্রকাশ করার চাইতে তাওবা করে সংশোধন হওয়া উত্তম	৭৯
	৯. তাওবা দ্বারা রাষ্ট্রীয় দণ্ড মাফ হয়না	৮০
৮.	**তাওবার প্রকারভেদ ও নিষ্কলুষ তাওবা**	৮২
	১. বিভিন্ন প্রকার তাওবা	৮২
	২. শিরক্ মিশ্রিত তাওবা	৮২
	৩. মুনাফিকী তাওবা	৮৩
	৪. বেবুঝ তাওবা	৮৩
	৫. মৃত্যুকালীন তাওবা	৮৪
	৬. তাওবাতান্-নাসূহা নিষ্কলুষ তাওবা	৮৬
৯.	**ক্ষমা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ এবং গুনাহ্‌গারের মাঝখানে কোনো মাধ্যম নেই**	৯০
	১. উসিলার ভ্রান্ত ধারণা	৯০
	২. আল্লাহ্‌কে পাওয়ার এবং পাপ মোচনের ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি	৯১
	৩. প্রচলিত আরো কতিপয় ভ্রান্ত পদ্ধতি	৯২
	৪. মাধ্যম বা উসিলা নয়, সরাসরি আল্লাহ্‌কে ডাকতে হবে	৯৩
	৫. অলি তো দূরের কথা, নবীও কোনো পাপীকে পার করতে পারবেননা	৯৫
	৬. আল্লাহ্ বান্দার অতি নিকটে, তাঁর কাছেই ধরণা দিন	৯৭
১০.	**তাওবা করবেন কিভাবে?**	৯৯
	১. তাওবার পদ্ধতি	৯৯
	২. অনুতপ্ত হওয়া তাওবার মূল শর্ত	৯৯
	৩. নিজেকে সংশোধন করে নেয়া তাওবা কবুল হবার শর্ত	১০২
	৪. গুনাহ্ করে ফেলার সাথে সাথে তাওবা করতে হবে	১০৫
	৫. তাওবার সাথে সাথে দান সাদ্‌কাও করা উচিত	১০৭
	৬. হকদারের হক ফেরত দেয়া তাওবার শর্ত	১১০
	৭. বারবার তাওবা করা মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য	১১১

বিষয়	পৃষ্ঠা

১১. তাওবাকারীদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমা	**১১৫**
১. আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী পরম দয়াবান ক্ষমাশীল	১১৫
২. গজব অনিবার্য হলেও তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন	১১৭
৩. তাওবাকারীদের প্রতি দয়া করা আল্লাহ নিজের জন্য লিখে নিয়েছেন	১১৭
৪. তাওবাকারীদের জন্যে নিকটবর্তী ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে	১১৮
৫. ক্ষমা প্রার্থীর প্রতি আল্লাহ্ দয়াময় বন্ধুসুলভ	১১৯
৬. নিষ্কলুষ তাওবাকারীর প্রতি আল্লাহ্ দরিয়া দিল	১২১
৭. সংকল্প করেও পাপ না করলে আল্লাহ্ নেকী দান করেন	১২৬
৮. আল্লাহ্ চোরের তাওবাও কবুল করেন	১২৮
৯. আল্লাহ্ মুনাফিকদের তাওবাও কবুল করেন যদি তারা...	১২৯
১০. 'শাহাদাহ' গোপনকারীদের তাওবাও আল্লাহ কবুল করেন	১৩১
১২. আম্বিয়ায়ে কিরামের তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা	**১৩৩**
১. আম্বিয়ায়ে কিরামও তাওবা করেছেন	১৩৩
২. আদম আলাইহিস্ সালামের তাওবা	১৩৩
৩. মূসা আলাইহিস্ সালামের তাওবা	১৩৪
৪. ইউনুস আলাইহিস্ সালামের তাওবা	১৩৬
৫. মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সা. প্রতিদিন শতবার তাওবা করতেন	১৩৭
১৩. সাহাবায়ে কিরামের তাওবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম	**১৩৯**
১. হযরত মায়িয-এর তাওবা	১৩৯
২. গামেদিয়ার তাওবা	১৪০
৩. কা'ব ইবনে মালেকের তাওবা	১৪১
১৪. আল্লাহ্‌র ভয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা	**১৫০**
১. আল্লাহ্ভীরুরাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী	১৫০
২. আল্লাহ্ভীরুরাই হবে জান্নাতের অধিকারী	১৫০
৩. আল্লাহ্কে ভয় করার শুভ পরিণতি	১৫১
৪. আল্লাহ্ভীরু মানুষেরা দিনরাত ক্ষমা প্রার্থনা করে	১৫২
৫. অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী ক্ষমা লাভ করে	১৫৩
৬. আল্লাহ্‌র রসূল কী বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন	১৫৬
১৫. গ্রন্থপঞ্জি	**১৬০**

بسم الله الرحمن الرحيم

১

পরম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

পাপ কী ও কতো প্রকার?

১. পাপ ও পুণ্য কী?

পৃথিবীর সব ধর্মের এবং সব জাতির মানুষের কাছেই তাদের ভাষায় পুণ্য যেমন পরিচিত, ঠিক তেমনি পুণ্যের বিপরীত কাজ হিসেবে পাপও পরিচিত।

পৃথিবীর সব মানুষের কাছে সত্য এবং মিথ্যা, ন্যায় এবং অন্যায়, ভালো এবং মন্দ, দিন এবং রাত, আলো এবং অন্ধকার, সাদা এবং কালো যেমন পরিচিত, তাদের কাছে ঠিক তেমনি পরিচিত পুণ্য এবং পাপ।

সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, দিন-রাত, আলো-অন্ধকার এবং সাদা-কালোর একটির মোকাবেলায় আরেকটির পরিচয় এবং প্রকাশ যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি পুণ্যের বিপরীতে পাপের এবং পাপের বিপরীতে পুণ্যের পরিচয় প্রভাতের মতো পরিষ্কার ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা বিপরীত জিনিস সৃষ্টি করে যেমন সত্যকে, ন্যায়কে, ভালোকে, আলোকে, সাদাকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন, ঠিক তেমনি পাপের অবস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পুণ্যের পরিচয়কেও স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে দিয়েছেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ـ

অর্থ : "সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া সেই মহান আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশ মণ্ডল সৃষ্টি করার সাথে সাথে পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন, আর অন্ধকাররাশি বানাবার সাথে সাথে আলোও তৈরি করেছেন।" (সূরা : আল আন্'আম : আয়াত ১)

আল্লাহ্‌র অনুগত ও বাধ্যগত ব্যক্তিই মুসলিম। আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জীবন যাপন ও কার্য সম্পাদনের জন্যে যে শরীয়া ও সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, একজন মুসলিম সেই শরীয়া ও সীমানার মধ্যে অবস্থান করেই জীবন যাপন ও কার্য সম্পাদন করেন। তিনি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শরীয়া ও সীমানা লংঘন করেননা।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা, তাঁর বাধ্যগত

হয়ে জীবন যাপন করা এবং তাঁর নির্ধারিত শরীয়া ও সীমানা লংঘন না করা পুণ্য বা সওয়াবের কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতের জীবনে তাঁর বান্দাদের যেসব নি'আমত ও পুরস্কার প্রদান করবেন, সেগুলোকেই বলা হয় - সওয়াব। সওয়াব মানে - পুরস্কার। পারিভাষিক অর্থে পুরস্কারযোগ্য কাজ বা আমলকে 'সওয়াব' বলা হয়। সওয়াবের কাজকে পুণ্যের কাজও বলা হয়।

যে সংকল্প ও কার্যক্রমের দ্বারা সওয়াব লাভ করা যায়, তার বিপরীত ও ব্যতিক্রম নীতি এবং কার্যক্রমই পাপের কাজ।

আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, বিদ্রোহ করা, মুনাফেকি করা, আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা, আল্লাহ্র নিষেধ করা ও হারাম কাজ করা, আল্লাহ্র আখেরি রসূল মুহাম্মদ সা.-এর আনুগত্য ও অনুসরণ না করা, আল্লাহ্র নির্ধারিত শরীয়া ও সীমানা লংঘন করা, অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে জীবন-যাপন না করাই পাপ। পাপের কাজ করলে মানুষ আল্লাহ্র আযাব পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়ে।

মোটকথা, আল্লাহ্র বাধ্যতা ও সন্তুষ্টির কাজ হলো পুণ্য এবং তাঁর অবাধ্যতা ও অসন্তুষ্টির কাজ হলো পাপ।

২. পাপের প্রকারভেদ

কুরআন মজিদে পাপকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. কাবায়ির ও ফাওয়াহিশ এবং

২. সগিরা, সাইয়্যিয়াত ও লামাম।

'কবির' বা 'কবিরা' থেকে বহুবচনে কাবায়ির। কবির বা কবিরা মানে - বড় বা গুরুতর। 'কবিরা গুনাহ্' মানে গুরুতর পাপ। 'ফহশ্' বা 'ফাহিশা' থেকে বহুবচনে ফাওয়াহিশ। ফহশ্ বা ফাহিশা মানে - অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। কাবায়ির ও ফাওয়াহিশ দুটোই সাধারণত 'কবিরা গুনাহ' বা 'গুরুতর পাপ' হিসেবে পরিচিত।

দ্বিতীয় প্রকারের পাপকে বলা হয়েছে 'সগিরা', 'সাইয়্যিয়াত' এবং 'লামাম'। সাইয়্যিউন বা সাইয়্যিয়াতুন-এর বহুবচন সাইয়্যিয়াত। এর অর্থ- মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপছন্দনীয়। 'লামাম' মানে- হালকা কলুষতা, আবিলতা ও অনির্মলতা। সাইয়্যিয়াত এবং লামাম সাধারণত 'সগিরা গুনাহ্' বা 'লঘু পাপ' হিসেবে পরিচিত। তবে 'সায়্যিয়াত' কুরআন মজিদে যেমন সগিরা গুনাহ্ বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি কবিরা গুনাহ্ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং কুরআন মজিদে বর্ণিত দুই প্রকারের পাপ আমাদের সমাজে -

১. কবিরা গুনাহ এবং

২. সগিরা গুনাহ হিসেবে পরিচিত।

এই দুই প্রকারের পাপ সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ.

অর্থ : ‘তাদের প্রতিটি কৃতকর্ম আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিটি সগিরা এবং কবিরাই করা হয়েছে লিপিবদ্ধ।’ (সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ৫২-৫৩)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ -النجم : ٣٢

অর্থ : যারা কাবায়ির (গুরুতর পাপ) এবং ফাওয়াহিশ (অশ্লীল কাজ) থেকে বিরত থাকে, যদিও ছোট খাটো অপরাধ হয়ে থাকে; তোমার প্রভু (এদের ব্যাপারে) উদার ক্ষমাশীল।’ (সূরা ৫৩ আন্ নাজম : আয়াত ৩২)

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا - النساء : ٣١

অর্থ : ‘তোমরা যদি কাবায়ির (গুরুতর পাপ) থেকে বিরত থাকো, যা করতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে; তবে তোমাদের সাইয়্যিয়াত (লঘুপাপ ও ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ) আমি মুছে দেবো, আর তোমাদের প্রবেশ করাবো সম্মানজনক স্থানে।’ (সূরা ৪ আন্ নিসা : আয়াত ৩১)

৩. সগিরা গুনাহ্ কখনো কখনো কবিরাতে পরিণত হয়

সগিরা গুনাহ্ কখনো কখনো কবিরা গুনাহের মতো ধ্বংসকর হয়ে থাকে। কখনো কখনো সগিরা গুনাহ্ পরিণত হয় কবিরা গুনাহ্তে। দুই অবস্থাতে এমনটি হয়। সে অবস্থা দুটি হলো :

১. সগিরা গুনাহ্ জমতে জমতে তা কবিরা গুনাহের রূপ ধারণ করে।

২. সগিরা গুনাহ্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বেপরোয়াভাবে তা করতে থাকলে।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

وَاِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتّٰى يُهْلِكْنَهٗ (مسند احمد)

অর্থ : 'তোমরা ছোটখাটো তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থাকো। কারণ ছোট পাপগুলো কোনো ব্যক্তির ঘাড়ে জমতে জমতে শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।' (মুসনাদে আহমদ)

এ প্রসংগে রসূল সা.-এর আরেকটি হাদিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসটি হলো :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَاِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتّٰى يُهْلِكْنَهُ، وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلاً كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا اَرضِ فَلاَةٍ، فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيْئُ بِالعُوْدِ، وَالرَّجُلُ يَجِيْئُ بِالْعُوْدِ حَتّٰى جَمَعُوْا سَوَادًا، وَاَجَّجُوْا نَارًا، وَانْضَجُوْا مَاقَذَفُوْا فِيْهَا۔ (طبرانى، بيهقى)

অর্থ ঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সেসব গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো, যেগুলোকে হালকা ও সাধারণ মনে করা হয়ে থাকে। কারণ মানুষ হালকা গুনাহ্ করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তা তাকে ধ্বংস করে দেয়।

এর উদাহরণ দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেমন ধরো, কিছু লোক কোনো জঙ্গলে গেলো। তারপর যখন রান্না করার সমস্যা সামনে আসে, তখন কাঠ সংগ্রহের জন্যে প্রত্যেকেই জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। প্রত্যেকে যখন নিজের সাথে এক একটি কাঠ নিয়ে ফিরে আসে, তখন প্রচুর কাঠ জমা হয়ে যায়। তারপর আগুন জ্বালানো হয়, যার দ্বারা তারা খাবার রান্না করে নেয়।" (আহমদ, তাবরানি, বায়হাকি)

যেমনিভাবে ছোট ছোট কাঠের টুকরো একসঙ্গে জমা হয়ে পরিমাণে রান্নার কাজের জন্য যথেষ্ট হয়, তেমনিভাবে যখন মানুষ কোনো গুনাহ্ করে এবং তা করতে থাকে, তখন তা একত্রিত হতে হতে তাকে ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়।

এ হাদিসটির ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, ছোট ছোট পাপ ব্যক্তিকে বড় পাপের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকে এবং তখন এই ছোট পাপগুলোই ব্যক্তির জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ছোট পাপ জমা হতে হতে তা বড় পাপে রূপান্তরিত হয়।

এ প্রসংগে এক ছত্র আরবি কবিতার কথা মনে পড়ে গেলো। কবির নাম

এখন আর মনে নেই। তবে ছত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো :

ذَرَّةٌ اِلى ذَرَّةٍ اِذَاجْتَمَعْتَ حَجَرُ
وَقَطْرَةَ اِلى قَطْرَةٍ اِذَاجْتَمَعْتَ بَحَرُ

'অনু কণা জমে জমে বনে যায় পাথর,
ফোটা ফোটা পানি জমে বনে যায় সাগর।'

৪. প্রকাশ্য পাপ ও গোপন পাপ

মানুষ প্রকাশ্যেও পাপ করে, গোপনেও পাপ করে। সাধারণত কয়েকটি কারণে মানুষ গোপনে পাপ করে। সেগুলো হলো :

১. লোক লজ্জা বা চক্ষু লজ্জার কারণে।
২. সামাজিক নিন্দার ভয়ে।
৩. সামাজিক শাসনের ভয়ে।
৪. রাষ্ট্রীয় বিচার ও দণ্ডের ভয়ে।
৫. সমাজে মানহানির ভয়ে।

তবে পাপ গোপনে করা হোক কিংবা প্রকাশ্যে, পাপ পাপই। গোপন এবং প্রকাশ্য সর্বপ্রকার পাপই আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন :

قُل اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ وَاَلبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَن تُشْرِكُوْا بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ- الاعراف : ٣٣

অর্থ : 'হে নবী! তাদের বলে দাও : আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য ও গোপন ফাওয়াহিশ (অশ্লীলতা), সর্বপ্রকার পাপ, অন্যায্য বিরোধিতা-বিদ্রোহ এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকেও শরীক করাকে - যার শরীক হবার ব্যাপারে তিনি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, তাছাড়া অজ্ঞতা নিয়ে আল্লাহ্র ব্যাপারে কিছু বলাকেও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন।' (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৩৩)

অপর একটি আয়াতে এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الاِثْمِ وَبَاطِنَه ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ- الانعام : ١٢٠

অর্থ : 'তোমরা পাপ বর্জন করো, প্রকাশ্য পাপ এবং গোপন পাপ। জেনে রাখো, যারা পাপ উপার্জন করে, অচিরেই তাদের ভোগ করতে হবে সে পাপের শাস্তি।' (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১২০)

কেউ তার পাপ প্রকাশ করুক আর গোপন রাখুক, কারো পাপ প্রকাশ হয়ে পড়ুক আর না পড়ুক - সর্বাবস্থায়ই সর্বদর্শী মহান আল্লাহ্ গোপন ও প্রকাশ্য সব পাপেরই হিসাব গ্রহণ করবেন :

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ وَاِن تُبْدُوْا مَا فِى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - (البقرة : ٢٨٤)

অর্থ : 'মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো, কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের থেকে সেটার হিসাব অবশ্যি গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন, আর যাকে ইচ্ছা প্রদান করবেন শাস্তি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৮৪)

এ প্রসংগে নিজ পুত্রের প্রতি লোকমান হাকিমের উপদেশ কুরআন মজিদে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে :

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الاَرْضِ يَأتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰه لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ- (لقمان : ١٦)

অর্থ : 'হে আমার পুত্র! তা (পাপ) যদি সরিষার বীজ পরিমাণও হয়, আর তা যদি পাথরের ভেতরেও লুক্কায়িত থাকে, কিংবা থাকে যদি মহাবিশ্বের অন্য কোথাও, অথবা থাকে যদি মাটির নিচে - তাও আল্লাহ্ বের করে এনে হাযির করবেন। আল্লাহ্ অতীব সুক্ষদর্শী এবং সর্বজ্ঞাত।' (সূরা ৩১ লুকমান : আয়াত ১৬)

আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, মানুষ প্রকাশ্যেও পাপ করে, আবার গোপনেও করে। আর গোপন ও প্রকাশ্য সব পাপেরই বিচার হবে। তাই, প্রকাশ্য কিংবা গোপন সব পাপ ত্যাগ করার এবং সব ধরনের পাপ থেকেই দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা। কারণ তাঁর দৃষ্টি থেকে বড় কিংবা ক্ষুদ্র, প্রকাশ্য কিংবা গোপন, সদরের কিংবা অন্দরের কোনো কিছুই লুকাবার কোনো সুযোগ কারো নেই।

৫. কোন্ ধরনের পাপ সগিরা গুনাহ্

কবিরা গুনাহের পরিচয় স্পষ্ট থাকলে সগিরা গুনাহের পরিচয় জানা সহজ। কোন্ ধরনের পাপ কবিরা গুনাহ্ সেটা আমরা সামনেই উল্লেখ করবো। সগিরা গুনাহের পরিচয় সহজ করে বললে এভাবে বলা যায়, কবিরা গুনাহের বাইরে বাকি সবই সগিরা গুনাহ্। অর্থাৎ গুরুত্বর পাপের বাইরে সবই লঘু পাপ। ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে আমরা সগিরা গুনাহের পরিচয় এভাবে দিতে পারি :

১. মকরূহ বিষয়গুলোতে লিপ্ত হওয়া সগিরা গুনাহ্।
২. বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করা সগিরা গুনাহ্।
৩. সন্দেহজনক বিষয়সমূহ সগিরা গুনাহ্।
৪. যেসব বিষয়ে মনে খটকা লাগে সেগুলো করা সগিরা গুনাহ্।
৫. ফরয ছাড়াও আল্লাহ্র রসূল সা. ইসলামের মধ্যে যেসব নিয়ম-কানুন চালু করেছেন, সেগুলো নিয়ম করে ত্যাগ করা সগিরা গুনাহ্।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

الاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يُّطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -
مسند احمد

অর্থ : 'তোমার যে কাজ তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে, আর তোমার যে কাজ তুমি মানুষের কাছে প্রকাশ হওয়াকে অপছন্দ করো, তা-ই (সগিরা) গুনাহ্।' (মুসনাদে আহমদ)

অপর একটি হাদিসে আল্লাহ্র রসূল সা. বলেন :

اَلاِثْمُ مَالَمْ تَسْكُنْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ تَطْمَئِنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاِنْ اَفْتَاكَ الْمُفْتِيُّوْنَ - مسند احمد

অর্থ : 'পাপ হলো সে কাজ যা তোমার অন্তরকে আশ্বস্ত করেনা এবং তোমার হৃদয়কে প্রশান্তি দেয়না - যদিও মুফতিরা (সেটার পক্ষে) ফতোয়া দিয়ে থাকে।' (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ্র রসূল সা. আরো বলেছেন :

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلى مَالاَ يُرِيْبُكَ - نسائ

অর্থ : 'যে বিষয় বা যে কাজে সন্দেহ-সংশয় আছে তা ত্যাগ করো এবং যাতে সন্দেহ-সংশয় নেই তাই অবলম্বন করো।' (সুনানে নাসায়ী)

এই হাদিসগুলোতে 'পাপ' বলতে 'সগিরা গুনাহ্' বুঝানো হয়েছে। কারণ কবিরা গুনাহ্ তো বলা হয় সেসব গুনাহ্কে যেগুলো কুরআন হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য বেপরোয়াভাবে সগিরা গুনাহ্ করতে থাকলে এবং সগিরা গুনাহের প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে থাকলে সগিরা গুনাহ্ কবিরা গুনাহ্তে পরিণত হয়ে যায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কবিরা গুনাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করবো। কী কী ধরনের পাপকে কবিরা গুনাহ্ বলা হয় এবং আমাদের সমাজে কী কী ধরনের কবিরা গুনাহ্ প্রচলিত হয়ে পড়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা থেকে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, সগিরা গুনাহ্ কোন্গুলো? কারণ, কবিরা গুনাহ্ ছাড়া বাকিগুলোই সগিরা গুনাহ্।

যেটি কবিরা গুনাহ্ নয়, সেটি সগিরা গুনাহ্।

❖❖❖

২

কবিরা গুনাহ্‌র পরিচয়

১. কবিরা গুনাহ্

সাধারণ অর্থে কবিরা গুনাহ্ মানে- বড় পাপ, আর সগিরা গুনাহ্ মানে- ছোট পাপ।

সগিরা গুনাহ্ ছাড়া বাকি সবই কবিরা গুনাহ্।

যারা কাফির– আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনেনি, তারা তো ক্ষমাহীন অপরাধে নিমজ্জিত। তাদের পূর্ণাংগ জীবনই পাপী ও অপরাধীর জীবন। তারা কিছু ভালো কাজ করলেও সেগুলো পুন্য হিসাবে ধর্তব্য নয়।

যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেও তাঁর সাথে শিরক করে, তারা আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী। শিরক করার কারণে তারাও মূলত কাফির এবং তাদের পাপও ক্ষমাহীন।

ঈমান ও কুফরের উভয় নৌকায় পা রাখা লোকদের বলা হয় মুনাফিক। কুফরের নৌকা থেকে নিষ্কলুষ তাওবা করে নিষ্ঠার সাথে ঈমানের নৌকায় ফিরে না এলে তাদের পাপও ক্ষমাহীন।

এই তিন দলের ক্ষমাহীন অপরাধের কথা বাদ দিলে বাকি থাকে ঈমানদার মুসলমানদের পাপ।

একজন ঈমানদার মুসলিম যখন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অর্থাৎ তাঁর আদেশ বা নিষেধ লঙ্ঘন করে, সেটাই তার 'কবিরা গুনাহ্।' এটা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবার অপরাধ, তাই এটা কবিরা গুনাহ্ বা গুরুতর পাপ।

আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ সা. যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন, কুরআনে বর্তমান না থাকলেও সহীহ্ সুন্নাহ্ (হাদিস) দ্বারা প্রমাণিত হলে– সেগুলো লঙ্ঘন করাও কবিরা গুনাহ্।

২. কোন্ ধরণের পাপ কবিরা গুনাহ্?

কোন্ ধরনের পাপ কবিরা গুনাহ্ বা গুরুতর পাপ? এ প্রসংগে কুরআন সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ফকিহ্‌গণ নিম্নরূপ মতামত পেশ করেছেন :

১. যেসব কাজ করতে আল্লাহ্ তা'আলা অকাট্যভাবে নিষেধ করেছেন, সেগুলো করাই কবিরা গুনাহ্।

২. কুরআনে যেসব কাজকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো করা কবিরা গুনাহ্।

৪. যেসব অপরাধের জন্যে পরকালীন আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো কবিরা গুনাহ্।

৫. যেসব অপরাধের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করেছেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেগুলো কবিরা গুনাহ্।

৬. যেসব অপরাধের জন্যে লোকদের ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেগুলো কবিরা গুনাহ্।

৭. যেসব অপরাধের জন্যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল হদ (দণ্ড) ঘোষণা করেছেন, সেগুলো কবিরা গুনাহ্।

৮. আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়গুলোকে মানার এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো না মানা এবং না করা কবিরা গুনাহ্।

৯. ইতিবাচক হোক, নেতিবাচক হোক, আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করাই কবিরা গুনাহ্।

কোন্ ধরনের পাপ কবিরা গুনাহ্ - সে সম্পর্কে আমরা ফকীহ্ ও মুফাস্সিরগণের মতামত তুলে ধরলাম। এ প্রসংগে আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের মুফাস্সির মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ্.-এর বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

"এ প্রসংগে কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে আমি যতোটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ ও চিন্তাভাবনা করতে পেরেছি, তাতে আমি একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে (তবে প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ই অধিক জানেন), কোনো কাজ তিনটি কারণে কবিরা গুনাহ্-তে পরিণত হয় :

১. কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহ্র, বাপ-মার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যতো বেশি হবে, তার অধিকার হরণ ঠিক ততো বেশি বড় গুনাহ্ হবে। এ কারণেই গুনাহকে 'যুলুম'ও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শির্ককে যুলুম বলা হয়েছে।

২. আল্লাহ্কে ভয় না করা এবং আল্লাহ্র মোকাবিলায় অহংকার,

হঠকারিতা ও আত্মম্ভরিতা করা, যার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করেনা। তাঁর অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই সে এমন কাজ করে, যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আবার সে জেনে বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে, যা করার তিনি হুকুম করেছেন। এই অবাধ্যতা যে পরিমাণ নির্লজ্জতা, অহমিকা, দুঃসাহস ও আল্লাহ্‌দ্রোহীতার মনোভাবসহ করবে, গুনাহ্‌টিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গুনাহের জন্য 'ফিস্‌ক' ও 'ইস্‌ইয়ান' বা 'মা'সিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. যেসব সম্পর্কের সুস্থতা ও মজবুতির উপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে, সেগুলো বিকৃত ও ছিন্ন করা। এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিন্ন করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যতো বেশি ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যতো বেশি নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গুনাহ্‌ ততো বেশি বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি কবিরা গুনাহ্‌। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গুনাহের ক্ষেত্রে একটি অন্যটির চাইতে বেশি মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক কঠিন গুনাহ্‌। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিত মেয়ের সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশি দুষণীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশি নিকৃষ্ট। মাহরাম মহিলা যেমন মা, মেয়ে, বোনের সাথে যিনা করা অন্য অনাত্মীয় মহিলার সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশি পাপ। অন্য কোনো জায়গায় যিনা করার তুলনায় মসজিদে যিনা করা কঠিন গুনাহ্‌।

উপরে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে এই দৃষ্টান্তগুলোতে একই কাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গুনাহ্‌ হবার দিক দিয়ে জঘন্যতার স্তরগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যেখানে নিরাপত্তার আশা যতো বেশি, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যতো বেশি সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা যতো বেশি বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে যিনা করা ততো বেশি বড় গুনাহ। এই অর্থের প্রেক্ষিতে গুনাহের জন্য 'ফুজুর' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।"[১]

---

১. আবুল আ'লা মওদূদী; তাফহীমুল কুরআন সূরা ৪ আন নিসা, টীকা ৫৩।

৩. কবিরা গুনাহ্ কতোটি?

কবিরা গুনাহ্ কতোটি? - সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্তে এ প্রশ্নের জবাব বলে দেয়া হয়নি। কুরআনে সংখ্যার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। বরং বিভিন্ন ধরনের গুনাহ্র কথা উল্লেখ করে সেগুলোকে কঠিন পাপ, বড় গুনাহ্, যুল্ম, বিদ্রোহ, সীমালংঘন, অবাধ্যতা, হঠকারিতা, অশ্লীলতা এবং অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা সেগুলোর অশুভ পরিণতি এবং শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে গুনাহের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. সাতটি ধ্বংসকর গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ - قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ- وَاَكْلِ الرِّبَا وَاَكْلِ مَالَ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ - بخارى ومسلم

অর্থ : 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকর পাপ থেকে আত্মরক্ষা করো।' সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহ্র রসূল! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, সেগুলো হলো : ১. আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, ২. যাদু করা, ৩. মানুষ হত্যা করা - যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, তবে ন্যায়সংগত কারণে ও উপায়ে হলে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হলে ভিন্নকথা), ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং ৭. সাদাসিধা পবিত্র চরিত্রের মুমিন নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা।' (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

রসূলুল্লাহ্ সা. কবিরা গুনাহের সংখ্যা নির্ধারণের জন্যে এই সাতটি পাপের কথা উল্লেখ করেননি। কারণ, এ ছাড়াও বহু কবিরা গুনাহ্র কথা তিনি তাঁর বিভিন্ন বাণী ও বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হিসেব করলে কবিরা গুনাহের সংখ্যা আরো অনেক বেশিতে দাঁড়ায়।

এতো গেলো হাদিসের কথা। আর হাদিসের কথা তো কুরআনের পরেই আসবে। স্বয়ং কুরআন মজিদে বহু সংখ্যক মহাপাপ, কঠিন পাপ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধের কথা উল্লেখ হয়েছে। গুণে গুণে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

কবিরা গুনাহের মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। কবিরা গুনাহেরও বড়

থেকে বৃহত্তম এবং কঠিন থেকে কঠোরতম স্তর রয়েছে। মানুষ হত্যা কবিরা গুনাহ্। কিন্তু কোনো মুমিনকে হত্যা করা কঠোরতম কবিরা গুনাহ্। ব্যভিচার করা কবিরা গুনাহ্। কিন্তু মায়ের সাথে, মাহরাম নারীদের সাথে এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা জঘন্যতম কবিরা গুনাহ্। এভাবেই বেড়ে যায় কবিরা গুনাহের জঘন্যতা।

আবার অপরাধীর হঠকারী মানসিকতার কারণে সগিরা গুনাহ্ও কবিরা গুনাহ্তে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

যদিও কেউ কেউ বলেছেন কবিরা গুনাহ্ সত্তরটি, আবার কেউ বলেছেন নব্বইটি, কেউবা বলেছেন সাতশটি; কিন্তু এর কোনো সংখ্যাই যথার্থ সংখ্যা নয়।

মূলত কবিরা গুনাহ্ সংঘটিত হয় ব্যক্তির বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি, ধ্যান ধারনা, মানসিকতা, কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি এবং বাস্তব কর্ম ও আচরণের প্রেক্ষিতে।

৪. আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরণের কবিরা গুনাহ্

যেসব নীতি, আচরণ ও কর্মকান্ড দ্বারা কবিরা গুনাহ্ বা শাস্তিযোগ্য পাপ হয়ে থাকে, কুরআন মজিদে সেগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ :

১. শিরক (شِـرْك): শিরক মানে - আল্লাহ্‌র অংশীদার বানানো। আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কোনো অংশীদার আছে বলে ধারণা করা এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে কোনো কাজ করাই শিরক। শির্ক যারা করে - তারা মুশরিক। শির্ক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا - النساء : ٤٨، ١١٦

অর্থ : 'আল্লাহ্ ক্ষমা করবেননা তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি ক্ষমা করবেন, যাকে চাইবেন।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৪৮ এবং ১১৬)

২. কুফর (كُفْرٌ) : কুফর মানে - আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি। ঈমান ও ইসলামের বিপরীত হচ্ছে কুফর। ঈমান না আনা এবং আল্লাহ্‌র হুকুম পালন না করাই কুফর। যারা কুফর করে তারা কাফির। কুফর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .(يونس : ٤)

অর্থ : 'যারা কুফর করে তাদের জন্যে রয়েছে প্রচণ্ড গরম পানি আর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৪)

৩. তুগইয়ান (طُغْيَانٌ) : তুগইয়ান মানে - সীমা লংঘন এবং বিদ্রোহ। নিজে ঈমান না আনা এবং আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা হলো কুফর। আর অন্যদেরকে ঈমান আনতে এবং আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে বাধা দেয়া হলো তুগইয়ান। অন্যদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে নিজের প্রভুত্বের দিকে আহবান করা এবং নিজের প্রভুত্ব মান্তে বাধ্য করার নাম তুগইয়ান। যারা তুগইয়ান করে - তারা তাগুত। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى. وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى.

অর্থ : 'আর যারা সীমা লংঘন (তুগইয়ান) করে এবং দুনিয়ার জীবনকে (পরকালের উপর) অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তাদের আবাস।' (সূরা ৭৯ আন নাযিআত : আয়াত ৩৭-৩৯)

৪. নিফাক (نِفَاقٌ) : নিফাক মানে - দ্বিমুখী আচরণ। যারা নিফাক করে তাদের বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হলো - তারা মুখে নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু কার্যত সখ্যতা রাখে কুফর এবং কাফিরদের সাথে। এরা নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইসলামের কিছু কিছু কাজ করলেও তা করে বাধ্য হয়ে, কিংবা লোক দেখানোর জন্যে। মুসলিম সমাজের সুযোগ সুবিধা ভোগের জন্যে এরা নিজেদের মুসলিম বলে যাহির করে। কিন্তু চিন্তা-বিশ্বাস এবং মন-মানসিকতা ও জীবন ধারার দিক থেকে এরা কাফির। কুরআন মজিদে সূরা আল বাকারার দ্বিতীয় রুকু পুরোটাই এদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ - يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ط فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ لا قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ - اَلا

اِنَّهُم هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَ يَشْعُرُوْنَ - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا
كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ ط اَلاَ اِنَّهُم هُمُ
السُّفَهَاءُ وَلٰكِن لاَ يَعْلَمُوْنَ - وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا
ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ - اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْن - اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ
تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ - البقرة : ١٦ - ٨

অর্থ : 'একদল লোক এমনও আছে যারা মুখে বলে : 'আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি।' অথচ কার্যত তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহ্ এবং (প্রকৃত) মুমিনদের প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে কেবল নিজেদেরই প্রতারিত করছে - তা তারা বুঝেনা। তাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছে (কপটতার) ব্যাধি। অতপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী। তাদের যখন বলা হয় : 'দেশে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।' তখন তারা বলে : 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।' সতর্ক থেকো, এরাই কিন্তু অশান্তি সৃষ্টিকারী, অথচ তারা তা বুঝেনা। এদের যখন বলা হয় : 'লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো।' তখন এরা বলে : 'নির্বোধ লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, আমরাও কি সেভাবে ঈমান আনবো? সতর্ক থেকো, প্রকৃত নির্বোধ কিন্তু এরাই, অথচ তারা তা জানেনা। মুমিনদের সংস্পর্শে এলে এরা বলে : 'আমরাও ঈমানদার লোক।' আবার যখন নিভৃতে তাদের বিভ্রান্ত নেতাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে : 'আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। ওদের কাছে গিয়েছি তো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্যে।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করেন। তিনি বিদ্রোহ ও সীমা লংঘনের কাজে বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ তাদের দিয়ে রেখেছেন। তারা ক্রয় করে নিয়েছে হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী। আর তাদের এই ব্যবসা তাদেরকে (লোকসান ব্যাতিরেকে) লাভের মুখ দেখাতে পারেনি। কারণ, তারা তো সঠিক পথ অবলম্বন করেনি।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৮-১৬)

কুরআন মজিদে মুনাফিকদের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা

এসেছে। এমনকি আল কুরআনের একটি সূরারও নামকরণ করা হয়েছে 'মুনাফিকুন'। এদের সম্পর্কে সূরা নিসায় আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো :

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ـ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ صلے لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ـ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ـ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ـ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ـ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ـ (النساء : ١٤٢-١٤٧)

অর্থ : 'মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করে। অথচ আল্লাহ্ তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন নামাযের জন্যে উঠে, তখন উঠে আলস্য আর শৈথিল্য নিয়ে, লোক দেখানোর জন্যে, আল্লাহ্‌কে তারা কদাচিৎই স্মরণ করে। তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে। আল্লাহ্ যাদের সঠিক পথ দেখাননা, তুমি তাদের (মুক্তির) জন্যে কোনো পথ খুঁজে পাবেনা। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করোনা। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র জন্যে স্পষ্ট প্রমাণ দাঁড় করাতে চাও? জেনে রেখো, মুনাফিকদের নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন ও নিকৃষ্ট স্তরে। কোনো সাহায্যকারী তারা পাবেনা। তবে যারা তওবা করে (অর্থাৎ মুনাফিকী ত্যাগ করে ফিরে আসে), নিজেদের সংশোধন করে নেয়, শক্তভাবে আল্লাহ্‌কে অবলম্বন করে এবং নিজেদের দীন ও আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র জন্যে একনিষ্ঠ করে নেয়, তারা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ্ অবশ্যি মুমিনদের মহাপুরস্কার প্রদান করবেন। তোমরা যদি

আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র কি কাজ? তিনি তো পুরস্কারদাতা এবং সর্বজ্ঞানী।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৪২-১৪৭)

৫. ফিতনা (فِتْنَةٌ) : 'ফিতনা' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআন মজিদে বিভিন্ন অর্পরাধ বুঝাবার জন্যে 'ফিতনা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল কুরআনে যেসব অর্থে 'ফিতনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো হলো : পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃংখলা, গৃহযুদ্ধ, শির্‌ক, কুফর, দীনের কাজ করার কারণে নির্যাতন করা ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা ফিতনাকে মানুষ হত্যা করার চাইতেও গুরুতর অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন :

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ـ (البقرة : ١٩١)

অর্থ : 'ফিতনা (মানুষ) হত্যার চাইতেও গুরুতর।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৯১)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ ـ

অর্থ : 'তাদের বিরুদ্ধে লড়ে চলো, যতোদিন না ফিতনা বিলীন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র দীন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।' (সূরা ৮ : আয়াত ৩৯, সূরা ২ আয়াত : ১৯৩)

৬. ফাসাদ (فَسَادٌ) : ফাসাদের অর্থ অনেকটা ফিতনার অনুরূপ। ফাসাদ অর্থ - অশান্তি সৃষ্টি করা, বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ظَهَرَ الفَسَادُ فِى الْبَرِّوَالبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ–

অর্থ : 'মানুষের কৃতকর্মের দরুণ পৃথিবীর স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে।' (সূরা ৩০ আররূম: আয়াত ৪১)

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَن يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ ج اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ– الرعد : ٢٥

অর্থ : 'যারা আল্লাহ্‌র সাথে অটুট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পরও তা ভঙ্গ করে, যেসব সম্পর্ক অটুট-অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে এবং বিশ্বে ফাসাদ (অশান্তি ও বিশৃংখলা) সৃষ্টি করে, তাদের জন্যে রয়েছে অভিশাপ আর নিকৃষ্ট অধিবাস।' (সূরা ১৩ আররা'দ : আয়াত ২৫)

৭. বাগি (بَغِي) : বাগি বা বাগাওয়াত মানে– বিদ্রোহ, বিরোধিতা, অবাধ্যতা, নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অপরের সীমায় হস্তক্ষেপ করা।

৮. ইস্ম (اِثْم) : ইস্ম মানে– পাপ, অপরাধ, গুনাহ ও অবৈধ কাজ।

৯. ফাওয়াহিশ (فَوَاحِش) : ফাহিশা শব্দের বহুবচন ফাওয়াহিশ। এর অর্থ– সব রকমের কদর্য, অশালীন ও নির্লজ্জ কাজ। এমন প্রতিটি নোংরা কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। যেমন– ব্যভিচার, সমকামিতা, উলঙ্গতা, মাহরাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, মদ্য পান করা, গালাগালি করা, জনসমক্ষে নির্লজ্জ কাজ করা, মিথ্যা প্রচারণা, কারো গোপন অপরাধ জনসমক্ষে প্রচার করে বেড়ানো, অসৎ কাজের প্ররোচনা দেয়া, কৃপণতা, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি।

১০. মুনকার (مُنْكَر) : মুনকার মানে – এমনসব অন্যায় অসৎ কাজ যেগুলো মানুষ সাধারণভাবেই অন্যায়, অসৎ ও মন্দ কাজ বলে জানে এবং যেগুলোকে আল্লাহ্র শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বাগি, ইস্ম, ফাওয়াহিশ ও মুনকার সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ –

অর্থ: 'আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন সুবিচার, পরোপকার ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার এবং নিষেধ করছেন ফাহ্শা, মুনকার ও বাগি থেকে। তিনি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন যাতে করে তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করো।' (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৯০)

اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ– (سورة الاعراف : ٣٣)

অর্থ: '(হে মুহাম্মদ!) তাদের বলে দাও : আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন গোপন ও প্রকাশ্য ফাওয়াহিশ, ইস্ম এবং অন্যায্য বাগি।' (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৩৩)

১১. যুল্ম (ظُلْم) : যুল্ম মানে– অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অধিকার হরণ এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ। আল্লাহ্র বেঁধে দেয়া সীমা লংঘন করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه - (سورة الطلاق : ١)

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বেঁধে দেয়া সীমা লংঘন করে, সে মূলত নিজের প্রতি যুল্ম করে।' (সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ১)

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - (سورة لقمن : ١٣)

অর্থ: 'আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা এক মহা যুল্ম।' (সূরা ৩১ লোকমান : আয়াত ১৩)

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِايٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ـ

অর্থ : 'ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?' (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৫৭)

وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ - (سورة الشورى : ٤٤)

অর্থ : 'প্রতিফল পাওয়ার দিন তুমি দেখতে পাবে– যালিমরা তখন আযাব দেখে বলতে থাকবে : এখান থেকে বাঁচার কোনো পথ আছে কি?' (সূরা ৪২ আশ্ শূরা : আয়াত ৪৪)

১২. উতু (عُتُوٌّ) : উতু মানে ঔদ্ধত্য, সীমালংঘন এবং সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, বিরুদ্ধাচরণ করা। কুরআন বলে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِه فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا. (سورة الطلاق : ٨)

অর্থ : এমন কতো জনপদ ছিলো যারা তাদের প্রভু ও তাঁর রসূলদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ফলে আমি তাদের থেকে গ্রহণ করেছি কঠোর হিসাব আর তাদের প্রদান করেছি অবমাননাকর আযাব।' (সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ৮)

১৩. ফিস্ক (فِسْقٌ) : ফিস্ক মানে– সীমালংঘন করা, আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা, হালাল ত্যাগ করে হারাম গ্রহণ করা, বৈধ পন্থা ত্যাগ করে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা। ফিস্ক-এর বহুবচন ফসূক (فُسُوْق)। যে ফিস্ক করে তাকে বলা হয় 'ফাসিক'। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِاللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالاَزْلاَمِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ. (سورة المائدة : ٣)

অর্থ : 'তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হলো মৃত প্রাণী, রক্ত, শুয়োরের গোশ্‌ত, আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা পশু, আঘাতে নিহত পশু, উপর থেকে পড়ে মরে যাওয়া পশু, শিংয়ের আঘাতে নিহত পশু, হিংস্র জন্তু কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন করে খাওয়া প্রাণী। তবে এ ধরনের পশুর মধ্যে যেগুলোকে তোমরা যবেহ্ করার সুযোগ পাও, সেগুলোর কথা ভিন্ন। এছাড়া আরো হারাম করে দেয়া হলো আস্তানায় যবাই করা পশু এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা। কারণ, এগুলো সবই ফিস্‌ক।' (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩)

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاَ شَهِيْدٌ، وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ. (سورة البقرة : ٢٨٢)

অর্থ : 'তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে ব্যবসায়িক চুক্তি করবে, তখন সাক্ষী রাখবে। আর কোনো লেখক এবং সাক্ষী যেনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তোমাদের জন্যে এমনটি করাটা হবে ফুসূক।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৮২)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ-

অর্থ : 'যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মুতাবিক হুকুম-ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক।' (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৪৭)

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُم تَفْسُقُوْنَ. الاحقاف : ٢٠

অর্থ : 'সেদিন পৃথিবীর বুকে তোমরা যে অন্যায় অহংকার এবং ফাসেকী করেছিলে, তার প্রতিদান দেয়া হবে অপমানকর আযাব।' (সূরা ৪৬ আল আহকাফ : আয়াত ২০)

১৪. ইস্‌ইয়ান বা মা'সিয়াত (عِصْيَانٌ وَمَعْصِيَةٌ) : ইসইয়ান ও মা'সিয়াত মানে- নির্দেশ অমান্য করা, অবাধ্য হওয়া, আনুগত্য না করা। এ সম্পর্কে কুরআন বলে :

وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ - (الحجرات : ٧)

অর্থ : 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন (আল্লাহ্‌ও তাঁর রসূলের প্রতি) কুফর, ফুসূক ও ইসইয়ান।' (সূরা ৪৯ আল হুজুরাত : আয়াত ৭)

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا -

অর্থ : 'যারা 'অবাধ্য' হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের, তাদের জন্যে রয়েছে অনন্তকাল থাকার জাহান্নাম।' (সূরা ৭২ জিন : আয়াত ২৩)

১৫. খাত্আ, খাতি'আ (خَطَأٌ-خَطِئَةٌ) : খাত'আ বা খাতিআ মানে- পাপ বা ইচ্ছাকৃত পাপ।

১৬. সাইয়্যিয়া (سَيِّئَةٌ) : সাইয়্যিয়া মানে- অপরাধ, মন্দ কাজ, নিকৃষ্ট কাজ, গর্হিত কাজ। সাইয়্যিয়া শব্দটি সগিরা এবং কবিরা উভয় গুনাহের জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এ দু'টি বিষয়ে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - (البقره : ٨١)

অর্থ: 'যেসব লোক সংগ্রহ করে নিয়েছে সাইয়্যিয়া এবং তাদের পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে তাদের খাতি'আ, তারা হবে জাহান্নামী, চিরদিন থাকবে তারা সেখানে।' (সূরা ২ আল বাকারা আয়াত ৮১)

১৭. যান্‌ব (ذَنْبٌ) : যান্‌ব মানে - গুনাহ, পাপ, অন্যায় ও অবাধ্যতা। যান্‌ব-এর বহু বচন যুনূব। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا. (بنى اسرائيل : ١٧)

অর্থ : 'নিজ বান্দাদের পাপের খবর জেনে এবং দেখে রাখার জন্যে তোমার প্রভুই যথেষ্ট।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ১৭)

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

অর্থ : 'তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (তওবাকারীদের) সব গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।' (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৫৩)

১৮. জুরম (جُرْمٌ) : জুরম মানে – অপরাধ, পাপ। যে জুরম করে, তাকে বলা হয় মুজরিম। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

اِنَّه مَنْ يَّأْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيٰى-(سورة الطور : ٧٤)

অর্থ : 'কিয়ামতের দিন যে তার প্রভুর সামনে মুজরিম হিসেবে উপস্থিত হবে, তার জন্যে নির্ধারিত থাকবে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।' (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৭৪)

১৯. ফুজুর (فُجُوْر) : ফুজুর মানে– আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করা, হঠকারিতা ও দু:সাহসের সাথে সীমা লংঘন করা। এ ধরনের সীমা লংঘনকারীদের বলা হয় 'ফাজির', বহু বচনে 'ফুজ্জার'। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে:

وَنَفْسٍ وَّمَاسَوّٰهَا – فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا – (الشمس : ٨-٧)

অর্থ : 'শপথ মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস করেছেন। অতপর তার মধ্যে অন্তর্গত করে দিয়েছেন তাকওয়ার (সীমার মধ্যে অবস্থানের) প্রবণতা এবং ফুজুর (সীমা লংঘনের) প্রবণতা'। (সূরা ৯১ আশ শামস্ : আয়াত ৭-৮)

اِنَّ الاَبْرَارَ لَفِى نَعِيْمٍ – وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ

অর্থ : 'অবশ্যি সীমার মধ্যে অবস্থানকারী পুণ্যবান লোকেরা থাকবে পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। পক্ষান্তরে ফুজ্জাররা (সীমালংঘনকারীরা) থাকবে জাহীমে (দোযখে)।' (সূরা ৮২ ইনফিতার : আয়াত ১৩-১৪)

২০. কিত্‌মানুশ্ শাহাদাহ্ (كِتْمَانُ الشَّهَادَة) 'কিত্‌মান' মানে-গোপন করা। 'শাহাদাহ্' মানে- সাক্ষ্য, দলিল-প্রমাণ, বিধি-বিধান, লিপিবদ্ধ বিধান, আইন-কানুন, হুকুম-আহ্‌কাম, আদেশ-নিষেধ।

'কিত্‌মানুশ্ শাহাদাহ্' একটি পরিভাষা। এর অর্থ- আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বা আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, বিধি-বিধান, জীবন-পদ্ধতি, ম্যান্ডেট, ডিক্রি ও তথ্য গোপন করা। কুরআন মজিদে এ কথাটি কয়েক স্থানে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। সেই সাথে যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত

'শাহাদাহ্' গোপন করে, তাদের কঠিন শাস্তির কথাও উল্লেখ হয়েছে। দেখুন আল্লাহ্‌র বাণী:

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ (البقره/١٤٠)

অর্থ: ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম (অপরাধী ও অন্যায়কারী) আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা 'শাহাদাহ' বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে তা গোপন করে? জেনে রেখো, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গাফিল নন। (সূরা-২ আল বাকারা: আয়াত ১৪০)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ـ (البقره/١٥٩)

অর্থ: আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন এবং জীবন-বিধান অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্যে তা আল কিতাবে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন করে রাখে, তাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন আল্লাহ্ এবং অভিশাপ প্রদান করে অভিশাপ প্রদানকারীরা। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৫৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً لا اُولٰئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ج فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ـ (البقر/١٧٥-١٧٤)

অর্থ: আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং যারা তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ছাড়া আর কিছু ভক্ষণ করে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ, তারা ক্রয় করেছে হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি এবং ক্ষমার বিনিময়ে আযাব। আগুনের আযাব গ্রহণ করার

ব্যাপারে কী দৃঢ়তা তাদের! (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৭৪-১৭৫)

এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ্ শাহাদাহ্-র কয়েকটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। সেগুলো হলো:

شَهَادَة : সাক্ষ্য, প্রমাণ, দলিল, ডিক্রি, ম্যান্ডেট, আইন, বিধান।

اَلْبَيِّنَاتِ : স্পষ্ট প্রমাণ, স্পষ্ট নিদর্শন, স্পষ্ট বিধানসমূহ।

اَلْهُدى : পথ নির্দেশ, জীবন-বিধান, জীবন ব্যবস্থা, জীবন যাপন পদ্ধতি, সঠিক পথ, প্রদর্শিত পথ, অনুসরণীয় পথ, দীনও শরীয়া।

اَلْكِتَابُ : আল্লাহ্‌র কিতাব।

মূলত, এই সবগুলো শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'শাহাদাহ' শব্দটি (شَهَادَة) এই সবগুলো শব্দের অর্থ বহন করে। 'কিতাব' শব্দটিও সবগুলো শব্দের অর্থ বহন করে।

এখন প্রশ্ন হলো, শাহাদাহ, বাইয়্যেনাত, হুদা এবং কিতাব গোপন করার অর্থ কী? হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কিতাব বা শাহাদাহ্ তথা উপরোক্ত বিষয়গুলো গোপন করার অর্থ হলো :

১. আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ না করা। কারণ, যারা কিতাব পড়ে না, তারা তো কিতাব গোপনই করে।

২. কিতাবের অর্থ, মর্ম ও নাযিলের উদ্দেশ্য না জানা। যারা কিতাবের অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্য জানেনা, বুঝেনা এবং শিখেনা, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে নিজেদের থেকেই গোপন করে রাখে।

৩. আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি, বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামের অনুসরণ না করা। যারা আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করে না, কিতাবের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম মেনে চলেনা, তারাও আল্লাহ্‌র কিতাব বা আল্লাহ্ প্রদত্ত শাহাদাহ্ গোপন করে।

৪. আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র বিধান, আল্লাহ্‌র আইন ও আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন পদ্ধতি মানুষের কাছে না পৌঁছানো, মানুষের কাছে প্রচার না করা এবং মানুষকে শিক্ষা না দেয়া। এ কাজ যারা করে না তারা মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ত শাহাদাহ্ গোপন করে।

৫. যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন, কিতাবকে সে উদ্দেশ্যে প্রয়োগ না করে, তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করা। এ কাজ যারা করে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করে।

তারা নিজেদের স্বার্থ ক্রয় এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কিতাবকে ব্যবহার করে।

৬. যারা বলে, কুরআন বুঝা এবং বুঝানো অমুক শ্রেণীর কাজ, কিংবা বলে এটা আমাদের কাজ নয়, অথবা এটা বুঝা সাধারণ মানুষের কাজ নয়, তারা সাধারণ মানুষ থেকে আল্লাহ্‌র কিতাবকে গোপন করে।

৭. যারা আল্লাহ্‌র বিধান সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার কাজ করে না, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত শাহাদাহ্ গোপন করে। কারণ, আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী না হলে তা মূর্ত ও প্রকাশিত হয় না, বরং বিমূর্ত ও গোপনই থেকে যায়।

৮. যারা আল্লাহ্‌র আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা দেয়, তারা আল্লাহ্‌র বিধান জোরপূর্বক কিংবা ষড়যন্ত্র করে গোপন রাখতে চায়।

এভাবে অতীতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ইহুদি খৃষ্টানরা আল্লাহ্‌র দেয়া কিতাব, শাহাদাহ্, হুদা ও বাইয়্যেনা গোপন করেছিল।

অতপর আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআন আকারে মুসলমানদের এই জিনিসগুলো প্রদান করেছেন। কিন্তু তারাও উপরোক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, শাহাদাহ্, হুদা ও বাইয়্যেনা গোপন করছে। গোপন করছে আল্লাহ্ প্রদত্ত এইসব মহাসত্যের সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র কিতাব এবং কিতাবে প্রদত্ত শাহাদাহ্, হুদা ও বাইয়্যেনা তথা আল্লাহ্‌র বিধান গোপন করা 'আকবারুল কাবায়ির' অর্থাৎ সবচেয়ে' বড় কবিরা গুনাহ্‌সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্‌র কিতাবের বিনিময়ে 'তুচ্ছ মূল্য' অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থ ক্রয় করাও অতিবড় কবিরা গুনাহ্।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে বড় বড় এই কবিরা গুনাহগুলোর ভয়াবহ পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই অপরাধ যারা করবে :

১. তারা সবচে' বড় যালিম।
২. তাদের এই অপরাধী কর্মকান্ডের ব্যাপারে আল্লাহ্ গাফিল নন।
৩. তাদের প্রতি বর্ষিত হয় আল্লাহ্‌র অভিশাপ।
৪. তাদের প্রতি বর্ষিত হয় আল্লাহ্‌র বিধানের সুফল থেকে বঞ্চিতদের অভিশাপ, বিশ্ববাসীর অভিশাপ।
৫. তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে।
৬. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না। সম্ভবত তিনি

তাদের হিসাব নেবেন না এবং বিনা হিসেবেই তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[১]

৭. তিনি তাদের পবিত্র করবেন না। অর্থাৎ তাদের গুনাহ্ মাফ করবেন না।

৮. তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

তাদের জন্যে এ ধরনের কঠিন শাস্তির কারণ হলো, দুনিয়ার জীবনে তারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি এবং আল্লাহ্র ক্ষমা লাভের বিনিময়ে আযাব লাভের সওদা করেছে।

এতোক্ষণ আমরা আল কুরআনের আলোকে কবিরা গুনাহ্সমূহের ধরণ আলোচনা করলাম। অর্থাৎ- উক্ত ধরনের অপরাধসমূহ কবিরা গুনাহ্। সেগুলো এক নযরে এখানে সাজিয়ে দেয়া হলো ঃ

১. **শিরক :** আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ বা অংশীদার বানানো।

২. **কুফর :** আল্লাহ্র প্রতি অস্বীকৃতি। নবীর প্রতি অস্বীকৃতি। ঈমান না আনা। আল্লাহ্র হুকুম ও বিধান মতো জীবন যাপন না করা।

৩. **তুগইয়ান:** সীমালংঙ্ঘন, বিদ্রোহ।

৪. **নিফাক :** দ্বিমুখী নীতি ও আচরণ।

৫. **ফিতনা :** প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃংখলা, গৃহযুদ্ধ।

৬. **ফাসাদ :** অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

৭. বাগি : বিদ্রোহ, অবাধ্যতা ও সীমাতিক্রম করা।

৮. **ইস্‌ম :** পাপ, অপরাধ, গুনাহ্।

৯. **ফাওয়াহিশ :** অশ্লীল, কদর্য, অশালীন ও নোংরা কাজ।

১০. **মুনকার :** অন্যায়, অসৎ ও মন্দ কাজ। নেতিবাচক কাজ।

১১. **যুল্‌ম :** অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও অধিকার হরণ।

১২. **উতু :** ঔদ্ধত্য, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ।

১৩. **ফিস্‌ক :** সীমালংঘন করা, হুকুম অমান্য করা।

১৪. **ইস্‌ইয়ান বা মা'সিয়াত :** হুকুম অমান্য করা, অবাধ্য হওয়া, না ফরমানি করা।

১৫. **খাতি'আ :** পাপ, ইচ্ছাকৃত পাপ।

১. যারা পৃথিবীর জীবনে নিজেদের সমস্ত ভালো আমল বিনষ্ট করে ফেলে এবং বদ আমল ছাড়া কোনো নেক আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে না, তাদের হিসাব নেয়ার এবং আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজন হবে না। দেখুন সূরা আল কাহাফ, আয়াত ১০৫।

১৬. **সাইয়্যিয়া :** অপরাধ, মন্দ কাজ, গর্হিত কাজ।
১৭. **যান্‌ব্‌ :** গুনাহ্‌, পাপ, অপরাধ।
১৮. **জুর্‌ম্‌ :** অপরাধ।
১৯. **ফুজুর :** সীমালঙ্ঘন, হঠকারিতা।
২০. **কিত্‌মানুশ্‌ শাহাদাহ্‌ :** আল্লাহ্‌র বিধান গোপন করা।

এ ধরনের পাপই কবিরা গুনাহ্‌।

এগুলো হচ্ছে মানুষের সেইসব মানসিকতা, প্রবণতা এবং নীতি, আচরণ, জীবন-পদ্ধতি ও কর্মকান্ড, যেগুলো দ্বারা কবিরা গুনাহ্‌ বা গুরুতর পাপ সংঘটিত হয়। এই জিনিসগুলোই মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি, অকল্যাণ ও ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাওবা না করলে অর্থাৎ- এগুলো বর্জন করে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ও তাঁর রসূল সা. প্রদর্শিত সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে ফিরে না এলে এগুলোই তাকে নিক্ষেপ করবে জাহান্নামে। মানব জীবনের সবচে' বড় ক্ষতি ও ব্যর্থতার উপকরণ মূলত এগুলোই।

মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে এসব পাপ থেকে দূরে থাকতে নসিহত করেছেন। এগুলোর ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন। এগুলোর মন্দ পরিনতির ভয় দেখিয়েছেন। এগুলোর রাষ্ট্রীয় দণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং পরকালীন আযাবের ঘোষণা দিয়েছেন।

❖❖❖

৩

আমাদের সমাজে বিরাজমান কবিরা গুনাহ্‌সমূহ

বর্তমানে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে পাপাচার প্রচলিত রয়েছে। প্রচলিত রয়েছে প্রকাশ্য পাপ, গোপন পাপ, অশ্লীল পাপ, শিরকের পাপ, বড় পাপ, ছোট পাপ। সব ধরনের পাপই আমাদের সমাজে চালু রয়েছে।

এমন অনেক মুসলমান রয়েছেন, যারা হাজী, নামাযী, রোযাদার। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কাজসমূহ থেকে বিরত থাকেন না। তারা আল্লাহ্‌র অনেক আদেশই পালন করেন বটে, তবে নিষেধ করা, হারাম করা কাজও করেন। যেমন নামায পড়েন, রোজা রাখেন, হয়তো হজ্জও পালন করেছেন, আবার সেইসাথে সুদের সাথেও জড়িত রয়েছেন, ঘুষ লেনদেন করেন, মিথ্যা বলেন, ওয়াদা খেলাফ করেন, প্রতারণা-ঠকবাজি করেন, যুল্‌ম করেন, মানুষের অধিকার হরণ করেন। হয়তোবা ঠিকমতো হিসাব করে যাকাতও প্রদান করেন না। অনেকে নামায পড়া সত্ত্বেও মাপে হেরফের করেন, দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশান। অনেকে হারাম খান। এভাবে মুসলিম হয়েও লোকেরা আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কাজসমূহ করেই চলেছে।

অপরদিকে মুসলমান হয়েও লোকেরা ব্যাপকহারে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে চলেছে। অনেকে নামাযই পড়েনা, কেউ মোটেই পড়ে না, কেউবা নিয়মিত পড়ে না। অনেকে রোযা রাখেনা, অনেকে যাকাত দেয়না। অনেকে কুরআন পড়েনা, কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা। অনেকে উত্তরাধিকার প্রদান করেনা। অনেকে আমানত রক্ষা করেনা, ওয়াদা পূরণ করেনা, সত্য কথা বলেনা, ন্যায়বিচার করেনা। এ রকম হাজারো পাপ প্রচলিত রয়েছে মুসলিম সমাজে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কুরআন ভিত্তিক যে আলোচনা করে এসেছি, তা থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কবিরা গুনাহ্‌র সংখ্যা নিরূপণ করেননি; বরং কোন্ কোন্ ধরনের অপরাধ করলে কবিরা গুনাহ্ হয়, সেই মূলনীতি বলে দিয়েছেন। মুশরিক, কাফির এবং তাগুতরা তো ইসলামের ঘর থেকে বেরিয়েই গেছে, কিংবা তারা ইসলামের ঘরে প্রবেশই করেনি। ঈমানের দাবি করে যারা ইসলামের ঘরে প্রবেশ করেছেন এবং যারা

মুসলিম, তাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় কবিরা গুনাহ্। মূলনীতি অনুযায়ী কবিরা গুনাহ্র সীমা সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ, যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া, আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালংঘন করা, আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করা, যে কোনো ধরনের শিরক করা ইত্যাদি সবই কবিরা গুনাহ্।

মুসলিম নারী-পুরুষের সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে আমাদের সমাজে প্রচলিত কয়েকটি বড় বড় কবিরা গুনাহ্র কথা এখানে উল্লেখ করছি :

১. আল্লাহ্র পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে বলে মনে করা।
২. কাউকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করা বা তাঁর সমকক্ষ মর্যাদা দেয়া।
৩. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকেও গায়েব জান্তা মনে করা।
৪. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকেও সাজদা করা।
৫. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো কাছে দু'আ-প্রার্থনা করা।
৬. দু'আ এবং প্রার্থনাতে আল্লাহ্র সাথে অপর কাউকে অংশীদার বানানো।
৭. কাউকেও আল্লাহ্র চাইতে অধিক ভালোবাসা।
৮. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকেও জীবনদাতা-মৃত্যুদাতা মনে করা।
৯. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা বা কুরবানি করা।
১০. মৃত ব্যক্তিকে জীবিত মনে করা এবং ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা।
১১. মৃত ব্যক্তির কাছে প্রয়োজন পুরনের আবেদন করা, প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া।
১২. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকেও ধ্যান (তাসাব্বুর) করা।
১৩. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো কাছে পানাহ্ চাওয়া।
১৪. আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে বলে মনে করা।
১৫. আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও সর্বশক্তিমান মনে করা।
১৬. আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও সার্বভৌম সত্তা এবং কর্তা মনে করা।
১৭. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে মানত করা।
১৮. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নিঃশর্ত আনুগত্য করা।
১৯. যেমনটি আল্লাহ্কে করা উচিত, কোনো সৃষ্টির প্রতি সেরকম পরম ভক্তি, বিনয়, ভয় ও ভালোবাসা পোষণ করা।
২০. আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝখানে কাউকেও মাধ্যমে সাব্যস্ত করা।

২১. আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে না করে লোক দেখানোর জন্যে নেক কাজ করা, ইবাদত বন্দেগি করা।
২২. পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ করা, তাদের মনে কষ্ট দেয়া এবং ন্যায় কাজে তাদের অবাধ্য হওয়া।
২৩. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা। অর্থাৎ- ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনোভাবে মানুষ হত্যা করা।
২৪. আত্মহত্যা করা।
২৫. রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।
২৬. যিনা করা।
২৭. সমকামিতা।
২৮. মুমিন নারী-পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা।
২৯. মদ বা মাদক গ্রহণ করা।
৩০. আল্লাহ্র আইনের পরিবর্তে মনগড়া বা মানব রচিত আইনে বিচার ফায়সালা করা।
৩১. ইসলামের পথে যুদ্ধ-জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
৩২. শত্রুদের কাছে গোপন সংবাদ পাচার করা।
৩৩. কাফিরদের সাথে বন্ধুতা করা। (তবে সন্ধি, সমঝোতা ও চুক্তি করা যাবে; তাদেরকে বন্ধু, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক বানানো যাবেনা)।
৩৪. কাফির পুরুষ বা নারীকে বিয়ে করা।
৩৫. জাদু করা।
৩৬. আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।
৩৭. মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা।
৩৮. গুজব রটানো।
৩৯. কোনো বিষয়ে সঠিক তথ্য না জেনে তার পেছনে দৌড়ানো।
৪০. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।
৪১. সুদ লেনদেন করা।
৪২. ঘুষ খাওয়া।
৪৩. অন্যায়ভাবে কারো অর্থসম্পদ আত্মসাত করা।
৪৪. প্রতিশ্রুতি ভংগ করা।
৪৫. মিথ্যা বলা।
৪৬. ধোকা দেয়া, প্রতারণা করা, ঠকবাজি করা।

৪৭. মাপে কম বেশি করা।
৪৮. বিচারে পক্ষপাতিত্ব করা, ন্যায় বিচার না করা।
৪৯. মিথ্যা শপথ করা।
৫০. চুরি করা।
৫১. ছিনতাই করা, ডাকাতি করা।
৫২. আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো আইনে শাসন কার্য পরিচালনা করা।
৫৩. শাসক কর্তৃক জনগণের উপর যুল্‌ম-অত্যাচার করা। ক্ষমতার দাপটে কাউকেও নির্যাতন করা, কারো অর্থ-সম্পদ হরণ করা, বাক স্বাধীনতা হরণ করা। বল প্রয়োগে শাসন করা।
৫৪. পারস্পারিক যুল্‌ম-অত্যাচার করা।
৫৫. ত্রাস এবং সন্ত্রাস করা।
৫৬. জুয়া খেলা।
৫৭. রাষ্ট্রীয় সম্পদ (যা জনগণের আমানত) আত্মসাৎ করা।
৫৮. জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা। ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করা।
৫৯. আমানতের খিয়ানত করা।
৬০. গনক, জ্যোতিষী বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে গায়েব বা ভবিষ্যত জান্তা মনে করা এবং তার কথা বিশ্বাস করা।
৬১. ইসলামী শাসক ও নেতার আনুগত্য ত্যাগ করা।
৬২. ইসলামী জামাত ত্যাগ করা।
৬৩. স্বৈরাচারি শাসন চালানো।
৬৪. ইসলামী দেশ, শাসক/সরকার, নেতা ও সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, বিদ্রোহ ও অসন্তোষ ছড়ানো।
৬৫. মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানো।
৬৬. গীবত করা।
৬৭. একজনের দোষ-ত্রুটি আরেকজনের কাছে প্রচার করা।
৬৮. অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করা।
৬৯. কৃপণতা করা।
৭০. অপচয়, অপব্যয় করা।
৭১. হারাম খাওয়া।
৭২. হারাম পথে উপার্জন করা।
৭৩. অহংকার ও দাম্ভিকতা।

৭৪. এতিমের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করা।
৭৫. কারো ব্যক্তিগত গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করা।
৭৬. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।
৭৭. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রদান না করা।
৭৮. মুসলিম নারী-পুরুষকে বিদ্রুপ করা, গালি দেয়া, উত্যক্ত করা, মন্দ নামে ডাকা।
৭৯. সালাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা।
৮০. সঠিক হিসাব করে যাকাত প্রদান না করা।
৮১. মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা।
৮২. মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরির পেশা অবলম্বন করা এবং এগুলোর ব্যবসা করা।
৮৩. শুয়োরের গোশ্ত খাওয়া।
৮৪. মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা।
৮৫. মুশরিক নারী বা পুরুষকে বিয়ে করা। আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে, সেসব নারীকে বিয়ে করা।
৮৬. অপরের স্ত্রীকে বিয়ে করা।
৮৭. যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে, তাদের কাউকেও বিয়ে করা। অর্থাৎ মাহ্রাম নারীকে বিয়ে করা।
৮৮. হারাম পণ্যের ব্যবসা করা। যেমন শুয়োর, মদ, মাদক ইত্যাদি।
৮৯. ভিক্ষা বৃত্তির পেশা অবলম্বন করা। কর্মক্ষম ব্যক্তির ভিক্ষা করা।
৯০. বেশ্যাবৃত্তির পেশা অবলম্বন করা।
৯১. কাউকেও তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
৯২. উত্তরাধিকার বণ্টন না করা।
৯৩. বোনের উত্তরাধিকার তাকে বুঝিয়ে না দেয়া এবং তার কব্জায় না দিয়ে তার থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করা।
৯৪. নিজের উত্তরাধিকার গ্রহণ না করা।
৯৫. রক্তপান করা।
৯৬. আস্তানায় পশু যবেহ্ করা।
৯৭. কবর বা কবরের মাযারে মান্নত করা।
৯৮. কবরে মসজিদ নির্মাণ করা।
৯৯. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার হরণ করা।
১০০. সন্তানদেরকে মুসলিম হিসেবে গড়ে না তোলা।

১০১. সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা।
১০২. প্রকৃত পিতা ছাড়া অপর কাউকে পিতা বলা।
১০৩. সন্তানদের মাঝে সুবিচার না করা।
১০৪. লটারির মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা।
১০৫. জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা।
১০৬. সত্য গোপন করা। সত্যের সাক্ষ্য না দেয়া।
১০৭. সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ করা।
১০৮. কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা।
১০৯. যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে এমন কাজের প্রসার করা।
১১০. কাউকেও নিজের দান বা অনুগ্রহের খোটা দেয়া।
১১১. বিনা অপরাধে নিজের সন্তান বা কোনো মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া। গালি দেয়া, মর্যাদা হানি করা।
১১২. ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের জ্ঞানার্জন না করা।
১১৩. মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান না করা।
১১৪. মানুষকে আল্লাহ্র ব্যাপারে সতর্ক না করা।
১১৫. জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষকে ইসলামের শিক্ষা না দেয়া।
১১৬. দ্বিমুখী নীতি ও আচরণ বা মুনাফেকী করা।
১১৭. ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি হতে দেখেও প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করে নিশ্চুপ থাকা।
১১৮. ভালো কাজের আদেশ/নির্দেশ না দেয়া।
১১৯. মন্দ কাজে বাধা না দেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি না করা।
১২০. ইসলামের পক্ষ আক্রান্ত হলে সক্রীয় সহযোগিতা না করে নিরব ও নিরপেক্ষ থাকা।
১২১. ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের জন্যে কাজ না করা।
১২২. মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।
১২৩. কোনো কুফরি মতবাদে বিশ্বাস করা/সমর্থন করা (এ কাজ অবশ্য কুফরি) এবং সেই মতবাদের লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।
১২৪. মুসলমানের ক্ষতি দেখে খুশি হওয়া।
১২৫. ইসলামের জন্যে বা আল্লাহ্র পথে অর্থ দান করতে বাধা দেয়া।
১২৬. পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্র কিতাব এবং ইসলামকে ব্যবহার করা।
১২৭. ইসলামের দলীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ভংগ করা।

১২৮. মুসলমানদের মধ্যে ফেরকাবাজি ও পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করা।

১২৯. কোনো মুসলিমকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা।

১৩০. কোনো মুসলিম বিপদগ্রস্ত হলে তার সাহায্যে এগিয়ে না আসা।

১৩১. কারো প্রাপ্য প্রদান না করা।

১৩২. মানুষের কাছে আল্লাহ্র কিতাব (কিতাবের মর্মবাণী) গোপন রাখা।

১৩৩. আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান, দলিল-প্রমাণ, হুকুম-আহকাম মানুষকে না জানিয়ে গোপন করা এবং রাখা।

এখানে আমরা কিছু কিছু প্রচলিত কবিরা গুনাহ্ উল্লেখ করলাম। তবে এগুলোই সব নয়। মূলনীতির আলোকে যে কোনো সচেতন নারী-পুরুষই নির্ণয় করতে পারবেন কোন্ কাজটি পাপ আর কোন্টি পাপ নয়।

সকল পাপকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন :

১. শিরকের পাপ।
২. ইচ্ছাকৃত পাপ।
৩. অনিচ্ছাকৃত পাপ।
৪. জ্ঞাত পাপ।
৫. অজ্ঞতাবশত পাপ।
৬. স্রষ্টার অধিকার নষ্ট করার পাপ।
৭. মানবাধিকার নষ্টের পাপ।

আল্লাহ্র নিকট থেকে পাপের ক্ষমা পাওয়ার ক্ষেত্রে এর প্রত্যেকটিই আলাদা বৈশিষ্ট্যধারী এবং আলাদা বিচার্য।

❖❖❖

৪

পাপের ভয়াবহ পরিণতি

১. পাপ হলো আল্লাহ্‌র চরম অবাধ্যতা

পাপে লিপ্ত হওয়া কোনো সাধারণ বিষয় নয়। কারণ, পাপী নিখিল বিশ্ব জাহানের মালিক মহান আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে। সে মহা পরাক্রমশালী সম্রাট আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করে। এই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের ভয়াবহ পরিণতিকে সে তোয়াক্কাই করেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের যে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সুন্দর পৃথিবী গড়ার যে ম্যানুয়্যাল ও বিধান পাঠিয়েছেন, তা সবই পাপীরা উপেক্ষা করে। আবার অনেক পাপী আল্লাহ্‌র কিছু হুকুম পালন করে আর কিছু হুকুম অমান্য করে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। বরং এমনটি করা তো আল্লাহ্‌র বিধানের সাথে উপহাস করা ছাড়া আর কিছু নয়।

এ জন্যে পাপ এবং পাপীর পরিণতি ভয়ানক। পাপের ফলে পৃথিবীতে, মানব সমাজে সৃষ্টি হয় চরম বিপর্যয়। অন্যদিকে পাপীর পরকাল হবে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের, চরম যন্ত্রণাদায়ক আযাবের, চিরন্তন ক্ষতির ও ধ্বংসের। তাই পাপ ইহজগত এবং পরজগত উভয় জগতের জন্যেই ভয়াবহ।

২. পাপের সামাজিক বিপর্যয়

পাপীরা পাপ করে যুল্‌ম, বিদ্রোহ, অস্বীকৃতি, সীমালংঘন, জিঘাংসা, লোভ-লালসা, কামনা, নেশা, স্বার্থোদ্ধার, বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রবণতার বশবর্তী হয়ে। এসব কুপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে তারা শুধু আল্লাহ্‌র সাথেই বিদ্রোহ করেনা, শুধু আল্লাহ্‌র আইনই অমান্য করেনা, শুধু আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাই লংঘন করেনা, বরং তারা চরমভাবে বিঘ্নিত করে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্যেই মানুষকে জীবন-যাপন পদ্ধতি বা জীবন-বিধান প্রদান করেছেন। আর একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানই মানুষের সর্বাংগীন কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম। তাই আল্লাহ্‌র আইন ও বিধান এবং তাঁর হুকুম-আহকাম লংঘন করলে মানুষ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

আল্লাহ্র হুকুম-বিধান যেহেতু মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্ত:জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তাই আল্লাহ্র আইন ও বিধান লংঘন করলে মানুষ এই সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। আর আল্লাহ্র হুকুম-বিধান লংঘন করাটাই যেহেতু পাপ, তাই পাপের ফলে–

১. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়।
২. ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি সৃষ্টি হয়।
৩. পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়।
৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়।
৫. প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়।
৬. প্রতিবেশীদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।
৭. সমাজ ত্রাস ও সন্ত্রাসে ভরে যায়।
৮. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিতে সমাজ ছেয়ে যায়।
৯. সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যুলুম, অত্যাচার ও আত্মসাতের কালো ছায়া।
১০. নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে।
১১. হত্যা, খুন, হানাহানিতে সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।
১২. সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।
১৩. সমাজের প্রতিটি মানুষ ঘুষ ও দুর্নীতির জালে আটকা পড়ে।
১৪. অশ্লীলতা, বেহায়াপনার সয়লাবে মানুষের আত্মমর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত হয়।
১৫. রাষ্ট্র ও সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ে।
১৬. মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা নিঃশেষ হয়ে যায়।
১৭. সমাজের প্রতিটি মানুষ ঘেরাও হয়ে পড়ে মাতাল, লোভী, স্বার্থপর, বিদ্বেষী, ঘাতক, চোর, ছিনতাইকারীদের দ্বারা।
১৮. আইন-শৃংখলা প্রয়োগ ও রক্ষাকারী থেকে নিয়ে পালনকারী পর্যন্ত সকলেই অবলীলায় লংঘন করে চলে আইন ও শৃংখলা।
১৯. ভেংগে পড়ে আইনের শাসন।
২০. সুবিচার অবিচারের চাকায় চাপা পড়ে কাতরাতে থাকে।
২১. মানুষের সম্মান ও মান-মর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত হয়।
২২. কোনো ব্যক্তিরই জীবনের নিরাপত্তা থাকেনা।
২৩. কারো অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা থাকেনা।
২৪. মানবাধিকার ভূ-লুণ্ঠিত হয় চরমভাবে।
২৫. নারী পরিণত হয় ভোগের সামগ্রীতে।
২৬. রক্ষক পরিণত হয় ভক্ষকে।

২৭. পাহারাদার পরিণত হয় ঘাতকে।
২৮. শাসক পরিণত হয় খাদকে।
২৯. বিচারক পরিণত হয় ঘুষ খোরে।
৩০. ব্যবসায়ী পরিণত হয় প্রতারকে।
৩১. কর্মচারী পরিণত হয় ফাঁকিবাজে।
৩২. সততা শিকারে পরিণত হয় যুলুমের।
৩৩. বিশ্বস্ততার উপর চড়াও হয় গাদ্দারি।
৩৪. সম্মানিতরা হন অসম্মানিত।
৩৫. সমাজের কর্তৃত্ব চলে যায় সন্ত্রাসী, চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থপরদের হাতে।
৩৬. এভাবে মানুষের পাপের ফলে জলে-স্থলে ছড়িয়ে পড়ে বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও ধ্বংস। ধ্বংস হয়ে যায় পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ।

এভাবে পাপের ফলে মানব সমাজ ছেয়ে যায় জাহান্নামের কালো ধোঁয়ায়। মানব জীবন থেকে দূরীভূত হয়ে যায় সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, স্বপ্ন, আশা। আর এভাবে নিজেদের সীমালংঘন ও পাপাচারের ফলে ধ্বংস হয় জনপদ-জনগোষ্ঠী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

অর্থ : 'মানুষের কৃতকর্মের (পাপ ও দুষ্কৃতির) কারণে পৃথিবীর স্থলভাগ এমনকি সমুদ্রেও ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্য-বিশৃংখলা।' (সূরা ৩০ আর রূম : আয়াত ৪১)

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ ص وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ ط اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ البقره/٢٧

অর্থ : 'যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভংগ করে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে, এরাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত লোক।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৭)
এভাবে মূলত মানুষের সীমালংঘনের ফলেই বিশ্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর সীমালংঘনকারীদের অপরাধের ফলেই ধ্বংস হয়ে যায় জনপদ :

وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا - وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ
بَعْدِ نُوْحٍ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا -

অর্থ : 'আমি কোনো জনবসতি (শহর) তখনই ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই (অর্থাৎ কোনো শহর তখনই ধ্বংস হবার যোগ্য হয়ে পড়ে), যখন তার স্বচ্ছল-সমৃদ্ধশালী ও অগ্রগামীদেরকে ন্যায় ও শুদ্ধতার পথে চলার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের উপর শাস্তির বিধান ন্যায়সংগত হয়ে পড়ে। তখন আমি সেই জনপদকে ধ্বংস করে দিই। এভাবে নুহের পর আমি কতো যে মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করে দিয়েছি! নিজ দাসদের পাপাচার ও সীমালংঘনের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্যে তোমার প্রভুই যথেষ্ট।' (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ১৬-১৭)

৩. পাপী সর্বনাশ করে তার নিজেরও

একজন পাপী শুধু সমাজকেই বিপর্যস্ত করেনা, সেইসাথে সে সবচেয়ে' বড় সর্বনাশ করে স্বয়ং তার নিজের। সে তার সবচে বড় ক্ষতি পরকালীন সর্বনাশ তো করেই, সেইসাথে সে তার পার্থিব জীবনকেও করে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে পাপী ও অপরাধীর পার্থিব ক্ষতির কয়েকটি মৌলিক দিক তুলে ধরছি সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট আকারে। পাপী অপরাধী :

১. সে নিজের কাছে নিজে পাপী-অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত থাকে।
২. তার পাপ ও অপরাধ প্রবণতা তার মধ্যকার শুভ-সুন্দর এবং ন্যায় ও কল্যাণকর প্রবনতাকে চেপে রেখে দমিয়ে দেয়।
৩. সে ক্রমান্বয়ে পাপ, অপরাধ ও মন্দ কাজে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
৪. সে নিজের আপনজনদেরও পাপ ও অপরাধে জড়িয়ে ফেলে, অথবা তাদের কাছে পাপী-অপরাধী হিসেবে ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হয়ে থাকে।
৫. পাপ ও অপরাধের ধরণ অনুযায়ী স্বল্প কিংবা বৃহত্তর পরিসরে সে ঘৃণিত, নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে থাকে।
৬. সে মানুষের অভিশাপে জর্জরিত হয়ে পড়ে।
৭. সে পাপী অপরাধীদের মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও স্থান পায়না।
৮. তার সামাজিক মর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত হয়।
৯. পিতা, মা, স্বামী, স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তান, অভিভাবক, কর্তা, কর্মচারী, নেতা, কর্মী যাই তার পজিশন হোকনা কেন, সে কোনো পজিশনের দিক থেকেই নিজের মান-সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা, বরং ঘৃণিত ও ধিকৃত হয়ে থাকে।

১০. ধরা পড়লে সে বিচারের সম্মুখীন এবং অপদস্থ হয়।
১১. জেল, দণ্ড ইত্যাদি ভোগ করতে হয়।
১২. কোনো ভালো কাজে এবং ভালো মর্যাদায় সে আমন্ত্রিত হয়না।
১৩. কোনো ভালো মানুষ তার সাথে, তার পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে রাজি হয়না।
১৪. তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়না।
১৫. কখনো পদচ্যুত হয়।
১৬. মান-সম্মানের সাথে সাথে কখনো কখনো অর্থ সম্পদ খোয়াতে হয়।
১৭. সুযোগ পেলে মানুষ তার থেকে যুলুমের বদলা নিয়ে ছাড়ে।
১৮. তার সন্তানরা সর্বত্র ধিকৃত হয়।
১৯. তার আত্মীয়-স্বজন সমাজে তিরস্কৃত হয়।
২০. তার জন্যে কেউ কল্যাণের দু'আ করেনা। বদ দু'আ করে।
২১. সে নিরাশ ও আত্মদগ্ধ হতে থাকে। সে সুস্থ প্রকৃতি, বিচার ক্ষমতা এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।
২২. সে বিপদে পড়লে কিংবা অসহায় হয়ে পড়লে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনা।
২৩. মানুষ তাকে গোপনে এবং প্রকাশ্যেও বয়কোট করে।
২৪. মন্দ লোকেরা তার সাথি হয়। ভালো লোকেরা দূরে সরে যায়।
২৫. নেক লোকেরা তার জানাযায় শরিক হয়না।
২৬. পাপীর জ্ঞান ও বিবেক কমে যায়।
২৭. পাপীর লজ্জা-শরম কমে যায় এবং ধীরে ধীরে সে নির্লজ্জ হয়ে যায়। অথচ লজ্জা ঈমানের অংশ।
২৮. পাপ পাপীর জন্যে আরো পাপের পথ খুলে দেয়।
২৯. পাপীর অন্তরে কালিমা পড়ে যায় এবং তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়।
৩০. পাপী তার মহান প্রভু দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকে।
৩১. পাপী নিজের উপর আল্লাহ্‌র গজব ডেকে আনে।
৩২. পাপ পাপীর অন্তরের আলো নিভিয়ে দেয় এবং তার অন্তরকে অন্ধ করে ফেলে।
৩৩. পাপীর অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র ভয় দূর হয়ে যায় এবং তাতে মানুষের ভয় ঢুকে পড়ে।
৩৪. পাপ বান্দাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সাথে নিঃসম্পর্ক করে ফেলে।
৩৫. পাপ পাপীর জীবন থেকে সুখ-শান্তি, স্বস্তি-প্রশান্তি, বরকত, রহমত, দূর করে দেয়।

৩৬. পাপ পাপীকে উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা, হতাশা, অস্বস্তি, অশান্তি, আশংকা ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত করে রাখে।

৩৭. পাপী বন্ধুহীন হয়ে পড়ে।

এভাবে পাপ যেমন পাপীর আখিরাত বিনষ্ট করে, তেমনি ধ্বংস করে দেয় তার দুনিয়ার জীবনও।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا - حم السجد ٤٦

অর্থ : 'যে ব্যক্তি সঠিক শুদ্ধ নেক আমল করে, তাতে সে নিজেরই কল্যাণ করে। আর যে মন্দ কর্ম করে, তার মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হয়।' (সূরা ৪১ হামীম আস্ সাজদা : আয়াত ৪৬)

৪. পাপীর পরকালীন সর্বনাশ

পাপের ফলে দুনিয়াতে ব্যক্তি ও সমাজের যে চরম ও অপূরণীয় ক্ষতি হয়, তা আমরা আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু, পাপী বা গুনাহ্গার ব্যক্তি যদি তাওবা করে পাপ থেকে মুক্ত পবিত্র না হয় এবং পাপ থেকে দূরে অবস্থানের সিদ্ধান্ত না নেয়, তবে পরকালীন জীবনে তার যে অপমানকর এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব হবে, তা চরমভাবে ব্যর্থ ও ধ্বংস করে দেবে তার অনন্ত জীবনকে। চিরদিন সে দগ্ধ হতে থাকবে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে। কারো কাছ থেকে সে পাবেনা কোনো প্রকার সমবেদনা, সহমর্মিতা, সুপারিশ, সাহায্য, সহযোগিতা কিংবা সান্ত্বনা। মৃত্যুকে সে ডাকবে, কিন্তু মৃত্যু তার হবেনা। সেখানে তার না হবে মৃত্যু, আর না বেঁচে থাকার মতো বেঁচে থাকবে। পাপীদের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে দেখুন আল কুরআনের ভাষ্য :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا
ص وَلَه عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

অর্থ : 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এবং তাঁর রসূলের হুকুম অমান্য করে, আর লঙ্ঘন করে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন আগুনে, চিরদিন থাকবে সে সেখানে। তাছাড়া তার জন্যে রয়েছে অপমানকর শাস্তি।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৪)

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ.

অর্থ : 'চিরদিন থাকবে তারা জাহান্নামে, তাদের শাস্তি কখনো হালকা করা হবেনা এবং তাদের দিকে ফিরেও দেখা হবেনা।' (সূরা ২ আল

বাকারা ঃ আয়াত ১৬২)

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَه عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : 'এরপর যে সীমালংঘন করবে, তার জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা ২ আল-বাকারা : আয়াত ১৭৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

অর্থ : 'যারা অস্বীকৃতি জানায় আমার আয়াতের প্রতি, অচিরেই আমি তাদের দগ্ধ করবো আগুনে। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে-পুড়ে দগ্ধ হয়ে যাবে, তখন তার স্থলে আমি সৃষ্টি করে দেবো নতুন চামড়া, যাতে করে তারা ঠিকমতো শাস্তি ভোগ করে যেতে পারে।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৫৬)

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ لا مَااَصْحٰبُ الشِّمَالِ - فِى سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ - وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ - لَّابَارِدٍ وَّلَاكَرِيْمٍ - اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ - وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ

অর্থ : 'আর বামদিকের দল! হতভাগা বামদিকের দল! তারা থাকবে প্রচণ্ড গরম বায়ু আর উত্তপ্ত পানিতে। থাকবে কালো ধূয়াঁয় আচ্ছন্ন। তা ঠাণ্ডাও নয়, আরামপ্রদও নয়। কারণ, তারা ইতোপূর্বে (দুনিয়ার জীবনে) মত্ত ছিলো ভোগ-বিলাসে। তারা বারবার লিপ্ত হতো ঘোরতর পাপে।' (সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া : আয়াত ৪১-৪৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط

অর্থ : 'যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার করতে চায়, তাদের জন্যে ইহজীবন এবং পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' (সূরা ২৪ আন নূর : আয়াত ১৯)

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ - وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ - وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا - يُّبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ

عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ - وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُئْوِيْهِ - وَمَنْ فِي الاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ - كَلاَّ اِنَّهَا لَظٰى - نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى -

অর্থ : 'সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতোন আর পাহাড়গুলো হবে রংগীন পশমের মতোন। সেদিন প্রাণের বন্ধু প্রাণের বন্ধুর খোঁজ-খবর নেবেনা, যদিও তারা পরস্পরের দৃষ্টির সামনেই থাকবে। অপরাধী পাপিষ্ঠ সেদিন শাস্তির বিনিময়ে দিয়ে দিতে চাইবে তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই এবং আশ্রয়দাতা জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে। সেদিন সে দিয়ে দিতে চাইবে পৃথিবীর সবাইকে, যাতে করে এই মুক্তিপণ দ্বারা মুক্তি দেয়া হয় তাকে। না, (এগুলো কখনো তাকে রক্ষা করবেনা, বরং সে নিক্ষিপ্ত হবে) আগুনের লেলিহান শিখায়, যা তার শরীর থেকে চামড়া খসিয়ে দেবে।' (সূরা ৭০ আল মায়ারিজ : আয়াত ৮-১৬)

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ - يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ - فَالْيَوْمَ لاَيُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلاَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَاْوٰكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অর্থ : 'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদের ডেকে বলবে, 'তোমরা একটু থামো, আমরা তোমাদের জ্যোতি থেকে কিছুটা গ্রহণ করি।' বলা হবে, 'পেছনে ফিরে গিয়ে আলোর সন্ধান করো।' অতপর তাদের উভয়ের মাঝখানে স্থাপিত হয়ে যাবে এক প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে। এর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত আর বর্হিভাগে থাকবে আযাব। (বহির্ভাগ থেকে) মুনাফিকরা মুমিনদের চিৎকার করে ডেকে বলবে, 'আমরা কি (পৃথিবীতে) তোমাদের সাথে ছিলামনা?' তারা জবাব দেবে, 'হ্যাঁ, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছো। তোমরা (আমাদের বিপদের জন্যে) প্রহর গুণতে, সন্দেহ পোষণ করতে এবং অলীক

আশা-কল্পনা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখতো। অবশেষে আল্লাহ্র হুকুম (কিয়ামত) আসে। মূলত বড় প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ্র ব্যাপারে প্রতারিত করে রেখেছিল। আজ তোমাদের থেকে এবং কাফিরদের থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা। জাহান্নামই হবে তোমাদের অবাস আর সেটাই তোমাদের উপযুক্ত স্থান। (সূরা আল হাদিদ : আয়াত ১৩-১৫)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَاتَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ - ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : 'আমি যখন তোমাদের থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবেনা এবং আপনজনদের স্বদেশ থেকে বের করে দেবেনা, তখন তোমরাই তা স্বীকার করে নিয়েছিলে আর তোমরা নিজেরাই এ কথার সাক্ষী। অতপর তোমরা সেই লোকেরাই পরস্পরকে হত্যা করছো এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করছো, অন্যায় ও সীমালংঘনের মাধ্যমে তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করছো এবং তারা তোমাদের কাছে বন্দী হিসেবে উপস্থিত হলে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিচ্ছো। অথচ তাদের বহিস্কার করাটাই তোমাদের জন্যে বৈধ ছিলনা। তবে কি তোমরা আল কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ করবে প্রত্যাখ্যান? তোমাদের যারাই এমনটি করবে, তাদের এ কাজের একমাত্র পরিণাম হবে পার্থিব জীবনে হীন-লাঞ্ছিত-অধঃপতিত হয়ে থাকা আর কিয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ অনবহিত নন।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৮৪-৮৫)

وَلَوْتَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ -

وَلَوْشِئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ج اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অর্থ : 'হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন মুজরিমা (অপরাধীরা) তাদের প্রভুর কাছে অবণত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! আমরা এখানে এসে সবকিছু দেখলাম, শুনলাম, এখন তুমি আমাদের আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, আমরা তোমার হুকুম মতো ভালো কাজ করে আসবো, এখন আমরা মজবুত বিশ্বাসী হয়েছি।' আমি চাইলে প্রত্যেককেই সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতাম (কিন্তু মানুষকে তাদের ইচ্ছে মতো চলার স্বাধীনতা দিয়েছি), আমার বাণী সত্য যে, আমি জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করবো। তখন তাদের বলা হবে, আজ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো, কারণ তোমরা এই দিনটির সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে, ফলে আমি তোমাদের বিস্মৃত করে রেখেছি। তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে এখন চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা ১২ সাজদা : আয়াত ১২-১৪)

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الاَصْفَادِ ـ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ـ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ

অর্থ : 'সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করে নেবে তাদের মুখমণ্ডল। তাদের এই শাস্তি হবে এ কারণে যে, আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুততা অবলম্বনকারী।' (সূরা ১৪ ইব্রাহীম : আয়াত ৪৯-৫১)

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ

অর্থ : 'সেদিন তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে তাদের আমলনামা। তুমি দেখতে পাবে, তাতে রেকডকৃত কর্মকাণ্ড দেখে মুজরিমরা (অপরাধীরা)

ভীত-আতঙ্কিত। তারা বলতে থাকবে, 'হায় ধ্বংস আমাদের! এ কেমন রেকর্ড! এতে তো আমাদের ছোট-বড় কোনো কৃত কার্যই বাদ পড়েনি, বরং প্রতিটি কর্মই গুণে গুণে রেকর্ড করে নিয়েছে।' পাপীরা তাদের কৃতকর্ম সামনেই উপস্থিত পাবে। তোমার প্রভু তাদের কারো প্রতি অবিচার করবেন না। (বরং তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দিবেন তাদেরকে)।' (সূরা ১৮ আল-কাহফ : আয়াত ৪৯)

وَامْتَازُوْا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ـ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ ـ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِى ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ـ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ـ هٰذِه جَهَنَّمُ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ـ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থ : 'হে মুজরিমরা (অপরাধীরা)! আজ তোমরা (নেক লোকদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও। হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি যে: 'তোমরা শয়তানের দাসত্ব-আনুগত্য করোনা, কারণ সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। বরং আমারই দাসত্ব-আনুগত্য করো। কারণ, এটাই সঠিক পথ। শয়তান তো বিভ্রান্ত করেছে তোমাদের বহুদলকে। তবু কি তোমরা বিবেক খাটিয়ে কাজ করবেনা? এ হলো সেই জাহান্নাম, (শয়তানের দাসত্ব-আনুগত্য করলে) যাতে নিক্ষেপ করা হবে বলে তোমাদের সাথে অংগীকার করা হয়েছিল। তাই আজ এতে তোমরা প্রবেশ করো তোমাদের অকৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে।' আজ আমি সীলগালা করে রাখবো ওদের মুখ। আজ আমার সাথে কথা বলবে ওদের হাত আর ওদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য ওদের পা।' (সূরা ৩৬ ইয়াসীন : আয়াত ৫৯-৬৫)

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَه بِشِمَالِه فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ـ وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهْ ـ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ـ

অর্থ : কিন্তু যার কৃতকর্মের রেকর্ড (আমলনামা) তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : 'হায়, এই রেকর্ড যদি আমাকে দেয়া না হতো এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায় মৃত্যুই যদি হতো আমার শেষ পরিণতি! আমার অর্থ সম্পদ তো আমার কোনো কাজেই এলোনা! আমার

সমস্ত ক্ষমতাও যে ধ্বংস হয়ে গেলো! (এ সময় ফেরেশতাদের বলা হবে:) একে ধরো এবং গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর ছুঁড়ে ফেলো জাহান্নামে। আবার তাকে শৃংখলিত করো সত্তর হাত লম্বা শিকলে। কারণ সে মহান আল্লাহ্কে মান্য করতোনা। সে অভাবীদের অন্নদানে উৎসাহিত করতোনা। তাই আজ এখানে তার কোনো সুহৃদ নেই। ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ ছাড়া তার কোনো খাদ্য নেই, যা অপরাধীরা ছাড়া আর কেউই খায়না। (সূরা ৬৯ আর হাক্কাহ্ : আয়াত ২৫-২৭)

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ـ وَتَرٰهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ط وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَا اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ـ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِيْلٍ ـ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّامَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ ط مَالَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ

অর্থ : "যালিমরা যখন স্বচোক্ষে আযাব দেখতে পাবে, তুমি তাদের বলতে দেখবে : 'এখান থেকে পালাবার কোনো পথ আছে কি?' তুমি দেখতে পাবে, তাদের যখন জাহান্নামের সামনে হাযির করা হবে, তখন তারা অপমানে নত অবস্থায় সামান্য খোলা চোখে তাকাচ্ছে। কিয়ামতের দিন মুমিনরা বলবে ঃ 'প্রকৃত দেউলিয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত তো তারা, যারা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতিসাধন করেছে।' জেনে রাখো, যালিমরা অবশ্যি ভোগ করতে থাকবে স্থায়ী আযাব। আল্লাহ্ ছাড়া সাহায্যের জন্যে সেদিন তাদের আর কোনো অভিভাবক থাকবেনা। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো গতি নেই। সুতরাং তোমরা সাড়া দাও তোমাদের মহান প্রভু আল্লাহ্র আহ্বানে, ঐ দিনটি আসার পূর্বে, যে দিনটির আগমন কেউ ঠেকাতে পারবেনা। যেদিন (আল্লাহ্ ছাড়া আর) কোনো আশ্রয়স্থল থাকবেনা এবং তোমাদের আযাব প্রতিরোধের কেউ থাকবেনা। (সূরা ৪২ আশ্ শূরা : আয়াত ৪৪-৪৭)

❖❖❖

৫

পাপের খোলা দরজা

১. সিরাতুল মুস্তাকিম এবং পাপের খোলা দরজা

এ অধ্যায়ে আমরা সেইসব কার্যকারণ এবং উপায়-উপাদানের কথা আলোচনা করবো, যেগুলো মানুষকে পাপাসক্ত করে, যেগুলো মানুষের সামনে পাপের দরজা খুলে দেয়, যেগুলো মানুষকে পাপের সাথে জড়িয়ে ফেলে। এরমধ্যে অনেকগুলো উপাদান এমন আছে, যেগুলো মানুষকে পাপের ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, অতপর সেই দরজা প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো পথ আর উন্মুক্ত থাকে না।

মানুষের সুন্দর জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ্‌র দেয়া 'জীবন-পদ্ধতি' এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক সেই পথে জীবন-যাপন করার অনাবিল শিক্ষার নামই ইসলাম। তাই ইসলাম হচ্ছে মানুষের জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল স. প্রদর্শিত জীবন-যাপনের 'সিরাতুল মুস্তাকীম'। সিরাতুল মুস্তাকীম মানে জীবন যাপনের সোজা, সরল, সঠিক, মজবুত ও সুদৃঢ় রাজপথ।

এই সোজা রাজপথের দু'পাশেই পাপের অবস্থান। দু'পাশেই পাপের কুঠরি ও কেন্দ্রসমূহের উন্মুক্ত অবস্থান। দু'পাশের কুঠরিসমূহের খোলা দরজায় ঝুলানো জমকালো ঝালরের পর্দাসমূহের অন্তরাল থেকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানায় শত সহস্র রকমের মনোহরী লোভনীয় পাপরাশি। সোজা রাজপথটি সামনে গিয়ে মিশে গেছে জান্নাতের উন্মুক্ত দরজার সাথে।

অপরদিকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দুধারে অবস্থিত পাপের কুঠরি ও কেন্দ্রসমূহের অভ্যন্তর থেকে তীব্র লোভ লালসা আর দুর্নিবার কামনা বাসনার আকর্ষণযুক্ত গলি পথ গিয়ে মিশে গেছে জাহান্নামের গহ্বরে। এখানে একটি কল্পিত চিত্রের সাহায্যে আমরা বিষয়টি আরো পরিষ্কার করছি :

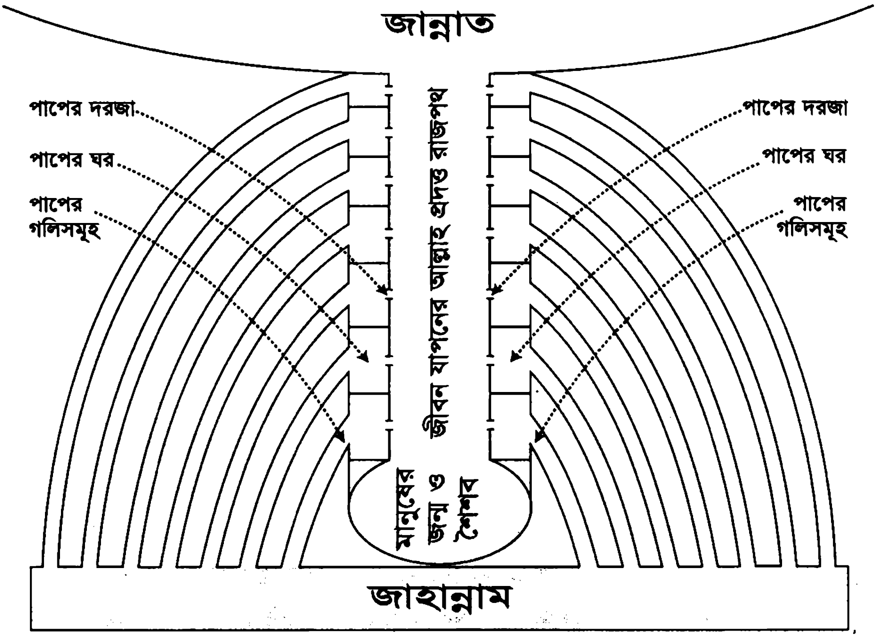

মানুষের বুঝ-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টি-ভঙ্গি, মনোভাব, চাওয়া পাওয়া, ইচ্ছা-আকাংখা, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, সংকল্প, জীবনোদ্দেশ্য ও জীবন লক্ষ্যের ভিত্তিতেই মানুষ পরিচালিত হয় কোনো পথে, জড়িত হয় কোনো কর্মে। এই উপাদানগুলোর ভিত্তিতেই সে সক্রিয় হয় কিংবা নিষ্ক্রীয় হয় কোনো কার্যক্ষেত্রে। এগুলোর ভিত্তিতেই সে কোনো কাজে কর্মচঞ্চল ও উদ্যোমী হয়ে উঠে। আবার এগুলোর ভিত্তিতেই সে নিশ্চল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে অন্য কোনো কর্মে।

উপরোক্ত উপাদান গুলোই মানুষকে পরিচালিত করে পাপের দিকে কিংবা নেকীর দিকে।

নিম্নে আমরা এমন কতগুলো উপাদানের কথা আলোচনা করবো, কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যদি গঠিত হয় এসব উপাদান দ্বারা, তবে সেগুলো তাকে অবশ্যি পরিচালিত করবে পাপের দিকে। সেইসব পাপের দিকে, যেগুলোর ধরন ও নাম উল্লেখ করে এসেছি আমরা ইতোপূর্বে।

২. পাপ-সাম্রাজ্যের দালাল বাহিনী

পাপ ও অপরাধের জগতকে তুলনা করা যেতে পারে একটি বড় সাম্রাজ্যের সাথে। মানুষকে তার সাম্রাজ্যের সদস্য বা নাগরিক বানানোই তার প্রধান

মিশন বা আসল কাজ। এ জন্যে রয়েছে তার বিভিন্ন ক্ষমতাধর দালাল বাহিনী। তার দালাল বাহিনী প্রতিটি মানুষকে কেন্দ্র করে বিস্তার করে ফাঁদ বা প্রতারণার জাল। দালালগুলো মনোহরী সাজে সজ্জিত হয়ে সামনে আসে প্রতিটি মানুষের। মানুষকে আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করার সব উপাদান ও প্রশিক্ষণ আছে তাদের।

শিশু বেলা থেকেই প্রতিটি মানুষের পিছু লাগে দালালগুলো। একটি মানুষকে বাগে আনার জন্যে তার পুরো জীবন তার পিছে লেগে থাকে দালালগুলো। তারা নিরাশ হয়না। 'একবার না পারিলে দেখে শতবার'।

পুরুষ-নারী সবার পেছনে লাগে তারা। শৈশব, কৈশর, যৌবন, বার্ধক্য- সব বয়সেই পিছে লেগে থাকে তারা। সৎ, নীতিবান ও মজবুত ঈমানদার লোকদের হাতে তারা দিনরাত চড়, থাপ্পড়, লাঠি, লাথির আঘাতে জর্জরিত হয়। কিন্তু পিছু ছাড়েনা। সুযোগ খোঁজে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আসুন, ওদের সাথে পরিচিত হই।

● **অজ্ঞতা :** পাপ সাম্রাজ্যের সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর উপাধি হলো 'অজ্ঞতা'। মানুষকে সবচাইতে বেশি কুপথে ধাবিত ও পরিচালিত করে অজ্ঞতা। অজ্ঞতা অঘটনের মূল। অজ্ঞতা হলো অন্ধতা। অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধ, কালা, বোবা, বধির। তাই অজ্ঞতা হলো অন্ধকার। অজ্ঞতা মানুষের চিন্তা চেতনা ও স্বভাব চরিত্রের উপর বিস্তার করে কালো ছায়া।

অজ্ঞ ব্যক্তি এটাও জানেনা যে, সে অজ্ঞ। সে বিজ্ঞকে অজ্ঞ মনে করে। অন্ধকারকে মনে করে আলো।

অজ্ঞ ব্যক্তি গোঁড়ামির বন্ধনে থাকে আবদ্ধ। সে মিথ্যাকে মিথ্যা, অন্যায়কে অন্যায়, ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করতে পারেনা।

অন্ধ ব্যক্তির বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চাল-চালনে প্রকাশ ঘটে অন্ধকার ও অন্ধতার। চোখ থেকেও সে অন্ধ, কান থেকেও সে কালা, হৃদয় থেকেও সে অবুঝ।

অজ্ঞতা তাকে নামিয়ে দেয় নিচুদের চেয়েও নিচে। অজ্ঞতা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে কালো ছায়া বিস্তার করে। ফলে অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নেয় পাশবিকতা, অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়-অবিচার, অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন প্রবণতা, গোঁড়ামি, হিংসা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা, স্বার্থপরতা, লাগামহীন লোভ-লালসা, নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনা।

অন্যদিকে তার মধ্যে সৃষ্টি হয়না বিবেকের তাড়া, ন্যায়বোধ, সুবিচার চেতনা, সত্যপ্রিয়তা, দয়ামায়া, সহানুভুতি, শৃঙ্খলাবোধ, বিনয়, আনুগত্য,

কৃতজ্ঞতাবোধ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

সেই সাথে এই ব্যক্তি যদি প্রকৃত জ্ঞান থেকেই দূরে থাকে, অর্থাৎ সে যদি তার মহান সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও প্রভু সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকে; তাঁর ক্ষমতা, অধিকার, অনুগ্রহ, সুবিচার ও শাস্তি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে; মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হিসেব নিকেশ, প্রতিফল ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে; হিদায়াত ও গোমরাহী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তো তার জীবনের উপমা হলো মেঘের ঘনঘটায় তিমিরাচ্ছন্ন সমুদ্রের মাঝখানে প্রবল ঝড়তুফানে দিশেহারা দিকভ্রান্ত নাবিকের মতো। এই তিমিরান্ধকারে সঠিক পথপানে চলা তো দূরের কথা, নিজের হাতখানি পর্যন্ত দেখা সম্ভব নয় তার আলোকবিহীন চোখে।

এই নাবিকরা উপর নিচ এবং চারদিক থেকে যেমন কেবল মৃত্যু, ধ্বংস আর হতাশাই দেখতে পায়, ঠিক তেমনি একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকেও চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে নানারকম ধ্বংসকারী পাপরাশি।

ঝড়তুফান আর তিমিরাচ্ছন্ন নাবিকরা যেমন এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও অনুভব করেনা, আর কাউকেও ডাকেনা, ঠিক তেমনি অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত দীনের জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

এই অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্যে, নিজের মুক্তির জন্যে তাকে অবশ্যি জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাকে জ্ঞানার্জন করতে হবে, জানতে হবে–

১. ঈমান ও তাওহীদের যথার্থ জ্ঞান ও বিশ্বাস।
২. রিসালতের সঠিক ধারণা ও বিশ্বাস।
৩. আখিরাতের পরিষ্কার ধারণা ও সঠিক চিত্র।
৪. ইসলামের মৌলিক ও যথার্থ রূপরেখা।
৫. ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান ও হালাল-হারাম।
৬. তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার শেষ পরিণতি কী?
৭. জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ও যথার্থ ধারণা।
৮. সঠিক জীবন যাপন পদ্ধতি ও মুক্তির পথ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান।

অজ্ঞতা হলো জিহালত এবং জাহিলিয়্যত অর্থাৎ- অজ্ঞতা ও অন্ধতা। প্রকৃত জ্ঞানীরা আল্লাহ্কে ভয় করে জীবন যাপন করেন। সে জন্যে তাঁরা বিপথগামিতা থেকে রক্ষা পান। কুরআন পরিষ্কার বলে দিয়েছে:

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ -

অর্থ: 'নিশ্চয়ই জ্ঞানী লোকদের মধ্য থেকেই আল্লাহ্কে ভয় করে জীবন যাপন করে।' (সূরা ৩৫ ফাতির: আয়াত ২৮)

সে জন্যে জ্ঞানীরা আর অজ্ঞ-অন্ধরা কখনো একই মর্যাদার হতে পারে না:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ - الزمر/٩

অর্থ: (হে নবী!) তাদের বলো: জ্ঞাতরা আর অজ্ঞরা কি সমান? (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৯)

জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবসময় পরকালের জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত-কম্পিত থাকে। অপরদিকে অজ্ঞরা তো পরকালের প্রতি ঈমানী চেতনাই রাখে না :

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ - يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِهَا ج وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا لا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ

অর্থ: 'তুমি কি জানো– সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন? যারা এর প্রতি বিশ্বাস রাখেনা– তারা চায়– কিয়ামত তাড়াতাড়ি আসুক। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাসী তারা এর ভয়ে ভীত। তারা জানে কিয়ামত এক অকাট্য সত্য ও বাস্তব বিষয়।' (সূরা ৪২ আশ সূরা : আয়াত ১৭-১৮)

অজ্ঞতা ছাড়াও পাপ-সাম্রাজ্যের আছে আরো অনেক দালাল-এজেন্ট। বিস্তারিত আলোচনা না করে নিম্নে সেগুলোর শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করে দেয়া হলো কুরআন হাদিসের আলোকে :

- **লোভ-লালসা :** অর্থাৎ প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, শুধু চাই আর চাই। যতো পাই ততো চাই।
- বন্ধনহীন কামনা-বাসনা।
- ভোগ বিলাসী মানসিকতা।
- অহংকার ও আত্মম্ভরিতা।
- মিথ্যাচার।
- স্বার্থপরতা।
- হিংসা-বিদ্বেষ।
- নির্লজ্জতা, লজ্জাহীনতা।
- নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ।
- ধোকাবাজী, প্রতারণা।
- গীবত।
- পরনিন্দা।

- অপবাদ।
- যুল্ম।
- অধৈর্য, অসংযম।
- দুর্বল চিত্ত।
- অকৃতজ্ঞতা।
- কুধারণা, সন্দেহ পরায়ণতা।
- অবাধ্যতা, বিদ্রোহ।
- মাদকাসক্তি।
- পংকিলতা।
- কুচিন্তা।
- আলস্য।
- নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা।
- বাহুল্য প্রিয়তা।
- পক্ষপাতিত্ব।
- উশৃঙ্খলতা।
- সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা।
- অতুষ্টি।
- অসৎ-সংগ
- গোঁয়ারতুমি, গোঁড়ামি।
- গালি গালাজ।
- ঝগড়া বিবাদ।
- অর্থলোভ।
- ক্ষমতা লোভ।

❖❖❖

৬

পাপের খিড়কিতে কব্‌জা লাগান

১. প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ উত্তম

বিজ্ঞজনেরা বলেন, রোগ প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া উত্তম। কারণ, রোগাক্রান্ত হবার পর চিকিৎসার মাধ্যমে তার প্রতিকার বা নিরাময় হতেও পারে, নাও হতে পারে। এমনকি ঐ রোগের কারণে মৃত্যুও হতে পারে। সেজন্যে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ।

শত্রুকে ঘরে ঢুকতে দেবার পর ঘরকে শত্রুর কবজা থেকে মুক্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। শত্রু যাতে ঘরেই ঢুকতে না পারে, সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করে থাকেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা। ঘর তো দূরের কথা, শত্রু যাতে নিজের দূরবর্তী সীমানায়ও পা বাড়াতে না পারে, বিজ্ঞজনরা সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করে থাকেন। শত্রুর বিরুদ্ধে মজবুত, নিশ্ছিদ্র ও অতন্দ্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের চাইতে বড় বিজ্ঞতা আর কিছু নাই।

পাপ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। পাপ মানুষের ইহজাগতিক এবং পরজাগতিক উভয় জীবনকেই ধ্বংস করে ছাড়ে। এর চাইতে নিষ্ঠুর-নির্মম কোনো শত্রু মানুষের নেই। মানুষের ক্ষতি ও ধ্বংসের চিন্তায় সে বিভোর। মানুষের জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর এই শত্রুকে প্রতিরোধ করার চাইতে বড় সাধনা মানুষের আর কিছু নেই। চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ প্রতিরোধের জন্যে আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ– ভ্যাকসিন, টিকা, টেবলেট এবং অন্যান্য প্রতিশোধক ব্যবস্থা।

কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার জন্যে গ্রহণ করা হয়, কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রয়োগ করা হয় কীটনাশক।

খাদ্যজাত দ্রব্যকে পঁচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে গ্রহণ করা হয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

এভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি, ধ্বংস ও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্যে গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

মানুষের জন্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর ও ধ্বংসকর শত্রু হলো পাপ। পাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

২. পাপ প্রতিরোধের উপায় কী?

সে ব্যবস্থা কী? পাপ প্রতিরোধের কী উপায়?

কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুমিন নারী-পুরুষের জন্যে পাপ প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলো নিম্নে আলোচিত হলো :

১. নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও জ্ঞানার্জন করা।
২. শেষ পরিণতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা।
৩. জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য জানা।
৪. নিজেকে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানে আলোকিত করা। বুঝে বুঝে নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত করা। হাদিস অধ্যয়ন করা।
৫. মহান আল্লাহ্র একত্ব, অধিকার, ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিষ্কার বুঝ ও ধারণা অর্জন করা।
৬. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানানো। এটাকেই প্রকৃত সফলতা মনে করা।
৭. পার্থিব জীবনের উপর পরকালীন জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া।
৮. সত্য, ন্যায় ও মুক্তির পথে জাগ্রত বিবেক।
৯. আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহিতার প্রচণ্ড অনুভূতি ও ভয়।
১০. আল্লাহ্র প্রতি পরম ও প্রচণ্ড ভালোবাসা।
১১. আল্লাহ্র দাস ও খলিফা হিসেবে আত্মমর্যাদা উপলব্ধি।
১২. মৃত্যুকে সদা সর্বদা স্মরণে রাখা।
১৩. প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা।
১৪. জান্নাতের প্রতি প্রচণ্ড লোভ ও অদম্য কামনা।
১৫. জাহান্নাম থেকে বাঁচার তীব্র পেরেশানি।
১৬. আল্লাহ্র হুকুম পালনে গাড়ি চালকের চাইতে ও অধিক সচেতন থাকা।
১৭. হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচার জন্যে অটল নীতি অবলম্বন।
১৮. অবৈধ কামনা-বাসনা ও লোভ লালসা শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ।
১৯. তীব্র লজ্জাশীলতা।
২০. তীব্র অধিকার চেতনা (অন্যদের এবং নিজের)।

২১. কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বশীলতা।
২২. সকল কাজে প্রান্তিকতা প্রত্যাহার।
২৩. সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন।
২৪. মিতব্যয়।
২৫. অল্পে তুষ্টি।
২৬. সবর, সব্‌রে জামিল।
২৭. শোকর গুজারি।
২৮. আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি পরম আনুগত্য ও বিনয়।
২৯. আল্লাহ্‌র স্মরণে যবানকে সিক্ত রাখা।
৩০. আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনা।
৩১. প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া (দু'আ করা)।
৩২. মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানানোকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করুন। দা'য়ী ইলাল্লাহ হওয়া।
৩৩. ভালো কাজের প্রতি আহ্বান জানান, উপদেশ দিন, উৎসাহিত করুন।
৩৪. মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিন, নিষেধ করুন, বাধা দিন।
৩৫. স্ত্রী, স্বামী ও সন্তান-সন্তুতিকে ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপনে অভ্যস্ত করুন। পরিবারে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
৩৬. ইসলামী জামাতের সাথে থাকুন। জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করুন। দীন কায়েমে আন্দোলনে অংশীদার হোন।
৩৭. নেক লোকদের সাথিত্বে থাকুন। মন্দ লোকদের সাথিত্ব পরিহার করুন।
৩৮. মানবসেবা করুন, পরোপকার করুন।
৩৯. হালাল উপার্জন করুন। হারাম উপার্জন বর্জন করুন।
৪০. রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনী পাঠ করুন। সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পাঠ করুন।
৪১. দান খয়রাত করুন। প্রতিদিন কিছু না কিছু দান করুন।
৪২. নিয়মিত জামাতের সাথে সালাত আদায় করুন।
৪৩. নফল সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন।
৪৪. বিনয় ও শুদ্ধতার সাথে সালাত আদায় করুন।
৪৫. নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকলে হিসেব করে যাকাত পরিশোধ করুন।
৪৬. রযমান মাসের রোযা এবং মাঝে মাঝে নফল রোযা পালন করুন।
৪৭. সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করুন, উমরা করুন, আল্লাহ্‌র ঘরে যান।

৪৮. নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনা করুন।

৩. আসুন পাপ প্রতিরোধ করি

এতোক্ষণ যে বিষয়গুলো বলা হলো, এগুলো আপনার জীবনে জারি করুন। এগুলো আপনার জীবনে পাপের এজেন্ট ও দালাল বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্যে নির্ভীক সেনাবাহিনীর ভূমিকা পালন করবে। এ ধরনের একটি নিষ্ঠাবান সেনাবাহিনী আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় পাপের এজেন্টরা আপনাকে আঘাত করার, কিংবা কাবু করার আশঙ্কা খুব কমই থাকবে।

হ্যাঁ এই গুণ বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রত্যেকটি আপনার জন্যে এককেটি নির্ভীক সৈনিক। আপনি যদি এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং তা যদি করেন শুধুমাত্র নিজের মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্কে খুশি করার জন্যে, তবে অবশ্যি এ পথে দয়াময় আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ : যারা আমার পথে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করবে, তাদেরকে আমি অবশ্যি আমার পথ দেখাবো।" (সূরা ২৯ আল আনকাবুত : আয়াত ৬৯)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّه لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ: তোমাদের প্রভুকে ডাকো ভক্তি ও বিনয়ের সাথে এবং চুপে চুপে। কারণ তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। পৃথিবীকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মের অধীন করে দেয়ার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। আল্লাহ্কে ডাকো ভয় এবং আশা নিয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৫৫-৫৬)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ: আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (সূরা ৩০ আর রূম : আয়াত ৪৭)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে এবং 'আমলে সালেহ' (সৎকর্ম) করেছে, তাদের জন্যে আল্লাহ্ ক্ষমা আর মহাপুরস্কারের অংগীকার করেছেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ج تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِى جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের ভিত্তিতে) 'আমলে সালেহ্' (সৎকর্ম) করেছে, তাদের ঈমানের ভিত্তিতে তাদের প্রভু তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, পরিচালিত করেন, নি'আমতে পরিপূর্ণ সেই জান্নাতের (বাগবাগিচায় ভরা উদ্যানের) দিকে, যেগুলোর নিচে দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণাধারা সমূহ। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৯)

তাই আসুন, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা এবং শারীরিক ও মানসিক সর্বশক্তি দিয়ে পাপ প্রতিরোধ করি।

❖❖❖

৭

পাপ থেকে মুক্ত হবার উপায় তাওবা

১. পাপ থেকে মুক্তির উপায়

সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যে কোনো ঈমানদার মুসলিম নারী পুরুষের দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন সীমালংঘন না করা এবং বিবেক বিরোধী কাজ না করা প্রবণতা দিয়েছেন, অপরদিকে তিনিই আবার মানুষের মধ্যে সীমালংঘন ও পাপ করার প্রবণতা অন্তরগত করে দিয়েছেন। কুরআনের ভাষায় :

وَنَفْسٍ وَّمَاسَوّٰهَا - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থ : "মানবত্মার শপথ, আর সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুগঠিত করেছেন। অতপর তার মধ্যে অন্তর্গত করে দিয়েছেন সীমা লংঘনের (ফুজুরের) প্রবণতা আর সীমার মধ্যে অবস্থানের (তাকওয়ার) প্রবণতা। সফল হলো সে ব্যক্তি, যে তার তাকওয়ার প্রবণতাকে বিকশিত ও উন্নত করেছে। আর ধ্বংস হলো সে, যে তার তাকওয়ার প্রবণতাকে দাবিয়ে দিয়েছে।" (সূরা ৯১ আশ শামস : আয়ত ৭-১০)

পাপ ও নেকীর এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা মানবসত্তার মধ্যেই অবস্থান করছে। একজন ঈমানদার মুসলিম অবশ্যি তার নেকী বা তাকওয়ার প্রবণতাকে বিকশিত করতে থাকবেন অবিরাম-সারাজীবন। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে তার ফুজুর বা সীমালংঘনের প্রবণতা যে চাড়া দিয়ে উঠবে না– তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং সে তো চাড়া দিয়ে উঠবেই। তাকওয়ার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করবেই। কখনো কখনো সে পদস্খলন ঘটিয়েও দিতে পারে।

মুমিনের এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ একটাই। তাহলো তাওবা করা এবং

সবসময় তাওবা করতে থাকা।

হ্যাঁ, সব ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সতর্কতা অবলম্বন করার পরও একজন মুমিনের, একজন মুসলিমের দ্বারা গুনাহ্ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে।

একজন নেককার মুত্তাকীর দ্বারাও গুনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। অসতর্ক গাফিল ব্যক্তির দ্বারা তো গুনাহ্ সংঘটিত হতেই পারে। আর বেপরোয়া ব্যক্তিরা তো বলতে গেলে ইচ্ছা করেই গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে। কোনো মুমিন পুরুষ বা মহিলার দ্বারা কবিরা গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাবার পর তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারেন তাওবা করার মাধ্যমে।

২. তাওবার অর্থ

তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ- অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। অনুতপ্ত হয়ে বিনয়ের সাথে সঠিক ও শুদ্ধ পথে ফিরে আসা। খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ মিল্টন কাওয়ান তার বিখ্যাত আরবি-ইংরেজি অভিধান A Dictionary of Modern Written Arabic-এ 'তাওবা' (توبة) শব্দের অর্থ লিখেছেন :

to repent - অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, দু:খ করা।
be penitent - অনুতপ্ত হওয়া, কৃত পাপের জন্যে অনুতাপী হওয়া।
do penance - কৃত পাপের জন্যে স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করা।
to contrite - পাপের দরুন মর্মপীড়া অনুভব করা, অনুশোচনা করা।
forgive - ক্ষমা করা, মার্জনা করা, উপেক্ষা করা।
to turn from (sin) - পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করা।
be converted from... - অসৎ পথ থেকে সৎ পথে আসা, পরিবর্তন হয়ে আসা।
to restore to His grace - প্রভুর দয়া ও ক্ষমার পথে পুনরায় ফিরে আসা। প্রভুর অনুগ্রহের ছায়াতলে ফিরে আসা।
to turn to God with repentance - অনুশোচনা নিয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা।

পারিভাষিক অর্থে তাওবা মানে– আল্লাহ্র হুকুম অমান্যকারী বা সীমালংঘনকারী ব্যক্তি কর্তৃক অনুতপ্ত হয়ে চরম পেরেশানির সাথে আল্লাহ্র কাছে অপরাধের স্বীকৃতি প্রদান করে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ্র একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত থেকে জীবন যাপন করার অঙ্গীকার

করা। অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র অনুগ্রহের ছায়াতলে ফিরে আসা।
সাইয়েদ মওদূদী রহ. বলেছেন :

"তাওবার প্রকৃত অর্থ হলো- 'ফিরে আসা'। বান্দাহ্র তাওবার অর্থ হলো- সে অনুতপ্ত হয়ে অবাধ্যতা, সীমালংঘন ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করেছে এবং তার মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও আনুগত্যের পথে ফিরে এসেছে।

আর 'তাওবা' শব্দটি যখন আল্লাহ্র জন্যে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয়- আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর লজ্জিত ও অনুতপ্ত দাসের প্রতি পুনরায় দয়া, ক্ষমা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি দান করেছেন।[১]

সাইয়েদ মওদূদী (রহ.) তাওবার পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলেন: "তাওবা মানে- ব্যক্তি তার কৃত পাপকর্মের জন্যে লজ্জিত-অনুতপ্ত হবে, যে অপরাধ সে করেছে বা করে আসছিল সে পথে আর পা বাড়াবেনা, সে কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত রাখবে। খালিস্ তাওবার অনিবার্য দাবি অনুযায়ী, সে যে অপরাধ করেছে বা করে এসেছে- সাধ্যমতো তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। আর যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের সুযোগ নেই, সেক্ষেত্রে পরম দয়ালু সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এবং নিজের উপর সে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, তা পরিষ্কার করতে থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে কোনো তাওবাই সত্যিকার তাওবা নয়। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বা কারণে পাপ কর্ম ত্যাগ করা আদৌ তাওবার সংজ্ঞায় পড়ে না।"[২]

৩. গুনাহ্র শাস্তি অনিবার্য নয়, তাওবাকারীর জন্যে রয়েছে ক্ষমা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوْا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ م بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا ز اِنَّ رَبَّكَ مِنْ م بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ الاعراف/١٥٣

অর্থ: যারা মন্দ কর্ম করে ফেলেছে, অতপর তাওবা করেছে এবং ঈমান

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা-৫১। সূরা আন নিসা : টীকা-২৭

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী: তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ্ শূরা, টীকা-৪৭।

এনেছে, তাদের ক্ষেত্রে তোমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৫৩)

فَمَنْ تَابَ مِنْ م بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ: যুল্‌ম করে ফেলার পর যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলো এবং নিজেকে সংশোধন করে নিলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করে দেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩৯)

উপরোল্লেখিত দুটি আয়াত এবং আরো অনেকগুলো আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, গুনাহ্র ফল ভোগ করা অনিবার্য নয়, বরং গুনাহ করার পর যে ব্যক্তি লজ্জিত হয়, অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে, নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন, তার প্রতি নিজের অনুগ্রহের দরজা পুনরায় খুলে দেন।

এ পদ্ধতিতে তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। মূসা আ. কর্তৃক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। তবুক যুদ্ধে পিছে পড়ে থাকা তিন সাহাবীর তাওবা কবুল করে তাদের অপরাধ ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ মওদূদী রহ. বলেন :

"গুনাহ্র ফল অনিবার্য এবং মানুষকে অবশ্যি তা ভোগ করতে হবে, কুরআন এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এটা মানুষের মনগড়া ভুল মতবাদগুলোর মধ্যে একটি বড় বিভ্রান্তিকর মতবাদ। কারণ, যে ব্যক্তি একবার গুনাহে লিপ্ত হয়েছে এই মতবাদ তাকে চিরকালের জন্য হতাশার সাগরে নিক্ষেপ করে। একবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঐ ব্যক্তি যদি তার অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় এবং ভবিষ্যতে সৎ-সুন্দর জীবন যাপন করতে আগ্রহী হয়, তাহলে এই মতবাদ তাকে বলে, তোমার বাঁচার কোনো আশা নেই, যা কিছু তুমি করে এসেছো তার ফল অবশ্যি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এর বিপরীত পক্ষে কুরআন বলে, সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকাজের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। তোমরা যে সৎকাজের পুরস্কার পাও সেটা তোমাদের সৎকাজের স্বাভাবিক ফল নয়। সেটা আল্লাহ্র দান। তিনি চাইলে দান করতে পারেন, চাইলে নাও করতে

পারেন। অনুরূপভাবে তোমরা যে অসৎকাজের শাস্তি লাভ করো সেটা তোমাদের অসৎকাজের অনিবার্য ফল নয়। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্র ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রয়েছে। তিনি চাইলে ক্ষমা করতে এবং চাইলে শাস্তি দিতে পারেন। তবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত তাঁর জ্ঞানের সাথে গভীর সূত্রে আবদ্ধ। তিনি জ্ঞানী হবার কারণে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অন্ধের মতো ব্যবহার করেন না। কোনো সৎকাজের পুরস্কার দেয়ার সময় বান্দা আন্তরিকতা সহকারে, সাচ্চা নিয়তে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই সৎকাজটি করেছে, এ দিকটি বিবেচনা করেই তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন। আর কোনো সৎকাজকে প্রত্যাখ্যান করলে এই উদ্দেশ্যে করেন যে, তার বাইরের রূপটি ছিলো ঠিক সৎকাজের মতোই, কিন্তু তার ভেতরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নির্ভেজাল প্রেরণা ও ভাবধারা কার্যকর ছিলো না। অনুরূপভাবে বিদ্রোহাত্মক ধৃষ্টতা সহকারে কোনো অসৎ কাজ করা হলে তার পেছনে যদি লজ্জার মনোভাবের পরিবর্তে আরো বেশি অপরাধ করার প্রবণতা সক্রিয় থাকে, তাহলে এ ধরনের অপরাধের তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর যে অসৎকাজ করার পর বান্দা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে নিজের সংশোধন প্রয়াসী হয়, এই ধরনের অসৎকাজের ত্রুটি তিনি নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন। মারাত্মক ধরনের অপরাধী কট্টর কাফেরের জন্যেও আল্লাহ্র দরবার থেকে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, নিজের নাফরমানির জন্যে লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতে প্রস্তুত হয়, তবেই আল্লাহ্ তার গুনাহ ও ত্রুটি মাফ করে দেবেন'।[৩]

৪. পাপ অন্তরে জং ধরায়, তাওবা তা পরিষ্কার করে

পাপ করলে মানুষের অন্তরে দাগ পড়তে থাকে জং ধরতে থাকে। অর্থাৎ এর ফলে অন্তরে নেকীর অনুভূতি চাপা পড়ে যেতে থাকে। পাপের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কিন্তু পাপ করে ফেলার সাথে সাথে ব্যক্তি যদি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে সেই জং দূর হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَاَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَاِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ

৩. সাইয়েদ মওদূদী রহ.: তাফহীমুল কুরআন, সুরা আল বাকারা, টীকা ৫২।

صُقِلَت، فَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّى تَعْلُوْا قَلْبَه، فَذَالِكَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّهُ تَعَالى كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ – سوره مطففين، ايت ١٤ (ترمذى، نسائى)

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন বান্দা কোনো গুনাহ্ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারপর সে যদি সেই গুনাহ্ ত্যাগ করে আর ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে ঐ দাগ মুছে ফেলা হয়। কিন্তু যদি সে গুনাহ্ করতেই থাকে, তাহলে ঐ দাগ বাড়তে থাকে, এমনকি তা তার সমস্ত অন্তর ছেয়ে যায়। এই অবস্থার নাম হলো 'রান' মরিচিকা যা আল্লাহ্ নিজের কিতাবে (সূরা আল মুতাফ্ফিফীন, আয়াত-১৪) উল্লেখ করেছেন। (তিরমিযি, নাসায়ী)

এ প্রসঙ্গে অপর একটি হাদিসের বক্তব্য হলো :

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ (ص) قَالَ : اِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَأً كَصَدَءِ النُّحَاسِ وَجَلاَؤُهُ الاِسْتَغْفَارُ - (بيهقى)

অর্থ: আনাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মানুষের অন্তরেও জং ধরে, যেমন করে তামায় জং ধরে। আর অন্তরের জং দূর করে 'ইসতেগফার' অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মাধ্যমে জং দূর হয়। (বায়হাকি)

এ কারণেই রসূল সা. তাঁর প্রিয় স্ত্রী হযরত আয়েশা রা.-কে সতর্ক করেছিলেন:

يَاعَائِشَةُ! اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّهِ طَالِبًا -

"হে আয়েশা! সাধারণত হালকা মনে করা হয়, এমন ছোট খাটো গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা, আল্লাহ্ ওসবের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করবেন।" (সুনানু নাসায়ী)

৫. কাফিরদের মুক্তির উপায় ঈমান আনা

যারা কাফির, যারা তাগুত তারা তো সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্দ্রোহী। তাদের জন্যে আল্লাহ্র আযাব অকাট্যভাবে নির্ধারিত। তাদের কুফরি ও অস্বীকৃতির পাপ তাদেরকে নিক্ষেপ করবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

যারা মুশরিক, তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করার কারণে তারাও কাফির। কাফিরদের জন্যে আল্লাহ্‌র আযাব অনিবার্য।

কাফির মুশরিকদের জন্যে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো পরিপূর্ণভাবে কুফর, তুগইয়ান এবং শিরক পরিত্যাগ করে খালিস ও খাঁটিভাবে এক লা-শারীক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা; আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁর বিধানের ভিত্তিতে এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করে জীবন যাপন করা।

কাফিররা হোকনা যে কোনো পূর্ব নবীর উম্মত অর্থাৎ ইহুদি, খৃষ্টান ইত্যাদি, কিংবা হোক অন্য কোনো ধর্মীয়, বিধর্মী বা মুশরিক জাতি– যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা এক লা-শারীক আল্লাহ্ এবং তাঁর আখেরি রসূল মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান আনবেনা এবং সেই ঈমানের দাবির ভিত্তিতে জীবন যাপন করবেনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা কাফিরই থাকবে এবং জাহান্নামই হবে তাদের অধিবাস।

কিন্তু যখনই তারা ঈমান আনবে এবং জীবনের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করবে সেই ঈমানের ভিত্তিতে, তখনই তারা হয়ে যাবে মুসলিম। দয়াময় আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন তাদের অতীতের সমস্ত পাপ এবং সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন তাদের প্রতি। আর তাদের প্রবেশ করাবেন চিরসুখের জান্নাতে। আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ـ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّه .

অর্থ: 'কিতাবধারী (ইহুদি, খৃষ্টান ইত্যাদি) এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরিতে লিপ্ত (আল্লাহ্, তাঁর একত্ব এবং তাঁর আখেরি রসূল মুহাম্মদ সা.-কে মেনে নিতে অস্বীকার করছে), তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের আগুনে। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। মূলত এরাই হলো সৃষ্টির অধম। পক্ষান্তরে (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান আনে এবং ঈমানের ভিত্তিতে

সৎ ও সঠিক কর্ম সম্পাদন করে, তারা হলো (আমার) সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রভুর কাছে তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে চিরন্তন জান্নাত, যার ভূমিদেশে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণাধারা। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এই মহাসাফল্য ও কল্যাণ লাভ করবে ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রভুকে ভয় করে জীবন যাপন করে।' (সূরা ৯৮ আল বায়্যিনা: আয়াত ৬-৮)

মূলত কুফর হচ্ছে নানারকম অসংখ্য বাতিল মতবাদের সমষ্টি। সমস্ত বাতিল মতবাদকে আল কুরআনে সমষ্টিগতভাবে বলা হয়েছে– 'জাহিলিয়্যত' (অজ্ঞতাসমূহ) এবং 'যুলুমাত' (অন্ধকার রাশি)।

পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্র দীন, আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। জ্ঞানের মূলসূত্র আল কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে আল্লাহ্র দীন ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে জ্ঞান যুক্তি ও বিবেক সম্মত আদর্শ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের নাম দিয়েছেন 'দীনুল হক' (সত্য জীবন-ব্যবস্থা), 'নূর' (আলো), 'দীনুল্লাহ' (আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান), 'সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহ্র পথ)।

কুফর থেকে ইসলামে প্রবেশ করার পথ হচ্ছে ঈমান। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান আনার মাধ্যমে যে কেউ যে কোনো ধরনের কুফর ত্যাগ করে প্রবেশ করতে পারে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'ইসলামে প্রবেশের মাধ্যমে মানুষের সমস্ত অতীত পাপ মুছে যায়।' এ প্রসঙ্গে যাবতীয় দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকা এক ব্যক্তির রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে ঈমান আনা এবং তার অতীতের গুনাহ্ মাফ হবার কথা হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ হাদিসটি আমরা এখানে পেশ করছি :

وَعَنْ اَبِىْ طَوِيْلٍ شَطُبْ نِ الْمَمْدُوْدِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ (ص) فَقَالَ : اَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، وَّهُوَ فِى ذٰلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَّلَادَاجَةً اِلاَّ اَتَاهَا، فَهَلْ لِّذَالِكَ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ : فَهَلْ اَسْلَمْتَ ؟ قَالَ : اَمَّا اَنَا فَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاَنَّكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : تَفْعَلِ الْخَيْرَاتِ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلَهُنَّ اللّٰهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ، قَالَ وَغَدَ رَاتِىْ

وَفَجَرَاتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَىْ - دواه الطبرانى وبزار -

অর্থ: আবু শাতাব আল মামদূদ রা. নিজের ইসলাম কবুল করার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি: সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মত কি? যে সব রকম গুনাহ্ করেছে, কোনো গুনাহ বাদ দেয়নি এবং সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করে নিয়েছে। এই ব্যক্তির জন্যে কি তাওবা আছে?

তিনি জিজ্ঞাসা করেন : 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে?' আমি বলি: 'হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল।'

তারপর তিনি বললেন : যাও এখন থেকে ভালো কাজ করো এবং মন্দ কাজ ছেড়ে দাও। তাহলে অতীতের কৃত সকল মন্দ কাজকে আল্লাহ্ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

আমি বললাম : ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে অনেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি, অনেক দুষ্কর্ম-কুকর্ম করেছি, এসব কি ক্ষমা করে দেয়া হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এসব ক্ষমা করে দেয়া হবে। তখন উল্লাসের আতিশয্যে আমি বলে উঠি, 'আল্লাহু আকবর' এবং আল্লাহ্র মহানত্ব ঘোষণা করতে করতে আমি মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে যাই। (বাযাযার ও তাবরানি)

৬. তাওবাকারীরা পাপমুক্ত হয়, সফল হয়

যারা আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করেনা, পরকালে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, দুনিয়াতে তারা ভ্রান্ত পথে চলে নিজেদেরকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানায়। তবে, এ ধরনের লোকদের মধ্যেও মুক্তির চেতনা ফিরে আসতে পারে। তাদের বিবেক তাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। এসব বিপথগামী লোকেরাও যদি তাওবা করে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদেরকে মুক্তি ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন :

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ.

অর্থ: "তবে (এসব বিপথগামীদের মধ্য থেকেও) যারা অনুতপ্ত হয়ে

তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে-সালেহ্ করবে, আশা করা যায়, তারা সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৬৭)

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীপুরুষ সকলেরই পর্দা লংঘন হবার আশংকা থাকে। অথচ শরয়ী পর্দা মেনে চলা ফরয। এ ফরয লংঘন হয় অনেক ক্ষেত্রেই। নারী পুরুষ সকলেরই। তাই পর্দার শরয়ী বিধান প্রদান করার সাথে সাথে আল্লাহ্ পাক মুমিন পুরুষ ও নারী সকলকেই বেশি বেশি তাওবা করতে বলেছেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَو اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَو اِخْوَانِهِنَّ اَو بَنِى اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِى اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ النور/٣١-٣٠

অর্থ: (হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফাযত করে। তাদের জন্যে পবিত্র পন্থা এটাই। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ গভীরভাবে অবহিত। আর মুমিন নারীদেরও বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফাযত করে। আর সাধারণত যা প্রকাশিত থাকে, তাছাড়া যেনো তারা তাদের সৌন্দর্য (যীনত) প্রদর্শন না করে; তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো তারা মাথার কাপড় ওড়না (Veils) দিয়ে ঢেকে রাখে।

তারা যেনো এদের ছাড়া আর কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য (যীনত) প্রকাশ না করে: তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজস্ব (বলয় ও আদর্শের) নারী সমাজ (অর্থাৎ দীনি বোন), তাদের দাসী, যৌন কামনা-রহিত পুরুষ চাকর এবং নারীদের গোপন অংগসমূহ সম্পর্কে চেতনাহীন বালক। তাছাড়া তারা যেনো নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সশব্দে পা না ফেলে। হে মুমিনরা! তোমরা সবাই মিলে তাওবা করো (ফিরে এসো) আল্লাহ্‌র (বিধানের) দিকে, যাতে করে তোমরা অর্জন করতে পারো সাফল্য।" (সূরা ২৪ আন্‌নূর : আয়াত ৩০-৩১)

এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো, পাপমুক্ত হয়ে পরকালীন সাফল্য অর্জন করার উপায় হলে :

১. তাওবা (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন)।

২. ঈমান (ভিত্তিক জীবন-যাপন)।

৩. আমলে সালেহ্।

৭. আম্বিয়ায়ে কিরাম তাওবা করার দাওয়াত দিয়েছেন

বস্তুবাদী ভোগবাদী দৃষ্টিভংগির কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়, সীমালংঘন করে এবং অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে বেপরোয়া জীবন যাপন করে। এ অবস্থা বর্তমানেও আছে, অতীতেও ছিলো। এ পথটিই মানুষের জন্যে ধ্বংসের পথ। ভয়াবহ ধ্বংসকর পরিণতির এই পথ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো– অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাওবা করা। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম তাঁদের জনগণকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়ার ও তাওবা করার দাওয়াত প্রদান করেছেন। হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর জনগণকে বলেছিলেন :

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم
مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُم وَلَاتَتَوَلَّوا مُجْرِمِيْنَ - هود/٥٢

অর্থ: (হুদ তাদের আরো বলেছিল:) হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা তোমাদের মালিক ও প্রভু মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতপর তাঁর নিকট তাওবা করো (তাঁর সন্তুষ্টির পথে প্রত্যাবর্তন করো)। তিনি

তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন। তোমরা অপরাধীদের মতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৫২)

হযরত সালেহ্ ছিলেন সামূদ জাতির নবী। তিনিও তাঁর জাতিকে একই আহ্বান জানিয়েছিলেন :

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُه ط هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ - هود/٦١

অর্থ: সামুদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই সালেহ্কে (রসূল হিসেবে) পাঠিয়েছিলাম। সে তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছিল এভাবে: হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহ্র দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ (হুকুমকর্তা ও ত্রাণকর্তা) নেই। তিনিই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মাটির পৃথিবীতেই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো। অতপর তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো তাঁরই নিকট। অবশ্যি আমার প্রভু অতি নিকটে এবং ডাকে সাড়া দানকারী। (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৬১)

হযরত শোয়াইব ছিলেন মাদইয়ানবাসীর নবী। তিনি তাঁর নীতিভ্রষ্ট জাতিকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তারা সবই উপেক্ষা করে। তাঁর বিরোধিতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ সময় তিনি তাদের উপদেশ দেন :

وَيٰقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ط وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ - وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ -

অর্থ: আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের একগুঁয়েমি যেনো এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের উপরও সেই একই আযাব এসে পড়ে, যা এসেছিল নূহ, হুদ বা সালেহের জাতির উপর। আর লূতের জাতির ইতিহাস তো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। দেখো, নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা

করো। অবশ্যি আমার রব করুণাশীল এবং নিজের সৃষ্টিকে ভালবাসেন। (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৮৯-৯০)

মূলত আল্লাহ্র প্রতি বিদ্রোহ এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালংঘনের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁরই নিকট তাওবা করতে হবে।

উম্মতে মুহাম্মদীকেও ইহজাগতিক এবং পরকালীন কল্যাণ ও সাফল্যের জন্যে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করতে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং তাঁরই নিকট তাওবা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

الر قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُه ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ - اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ ط اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ - وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَه ط وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ - اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ: আলিফ-লাম-রা! এটি একটি ফরমান! এর আয়াতসমূহ (নির্দেশসমূহ) স্বচ্ছ-সুস্পষ্ট এবং বিশদভাবে বর্ণিত, অতীব প্রজ্ঞময় মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (হে মুহাম্মদ! তাদের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছে দাও:) তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব-আনুগত্য করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (তোমাদেরকে আরো আহ্বান জানানো যাচ্ছে যে,) তোমরা তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর তাঁরই নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো। যদি এমনটি করো, তবে তিনি তোমাদেরকে একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উত্তম জীবন সামগ্রী প্রদান করতে থাকবেন এবং প্রত্যেক অনুগ্রহ লাভের যোগ্য (গুণী) ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত অনুগ্রহ দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি (এই আহ্বান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি। পরিশেষে তো আল্লাহ্রই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা ১১ হুদ: আয়াত ১-৪)

বিদ্রোহ, বাড়াবাড়ি এবং অন্যান্য পাপাচারের অশুভ পরিণতি থেকে বাঁচার এবং মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্য লাভের পথই হলো :

১. এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্যের জীবন যাপন করা,
২. তাঁরই কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা,
৩. তাঁরই কাছে তাওবা করা এবং তাঁরই পথে ফিরে আসা।

৮. পাপ প্রকাশ করার চাইতে তাওবা করে সংশোধন হওয়া উত্তম

ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ প্রকাশ করার চাইতে, বিচারের মুখোমুখি হওয়ার চাইতে পাপ পর্দার আড়ালে রেখে দিয়ে তাওবা করা এবং সংশোধন হয়ে যাওয়া উত্তম। পাপের কথা যদি অন্য কেউ জেনে ফেলে, তবে তারও উচিত তার দীনি ভাইয়ের বা দীনি বোনের পাপের কথা গোপন রাখা। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো :

১. পাপের কথা প্রকাশ ও প্রচার না করে তাওবা করা ও সংশোধন হয়ে যাওয়া উত্তম।
২. পাপের কথা যদি প্রকাশ হয়ে যায় এবং প্রমাণিত হয়, তবে অবশ্যি শরয়ী দণ্ড (হুদুদ) প্রয়োগ ও ভোগ করতে হবে।

অপরাধী যদি আন্তরিকভাবে তাওবা করে সংশোধন হতে চায়, তবে অপরাধের কথা না ছড়িয়ে, তার নিজেকে দণ্ড লাভের জন্যে পেশ না করে কিংবা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না করে তাকে তাওবা করার এবং সংশোধন হবার সুযোগ দেয়াই উত্তম। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَنْ اَتَى شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ فَاِنْ اُبْدِىْ لَنَا صَفْحَتَه اَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللّٰهِ ـ

অর্থ: তোমাদরে যে কেউ দণ্ডযোগ্য নোংরা অপরাধগুলোর কোনোটিতে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে যেনো আল্লাহ্র পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু যদি আমাদের সামনে পর্দা উঠানো হয়, তবে আমরা তার উপর আল্লাহ্র কিতাবে নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করেই ছাড়বো। (ইমাম জাস্সাস্ : আহকামুল কুরআন)

আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায় সাহাবী হযরত মায়েয ইবনে মালেক আসলামী ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়লে হায্যাল ইবনে নুয়াইম তাকে রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করার পরামর্শ দেন।

তিনি সেমতে রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা দেন। ফলে তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড (রজম) প্রদান করেন। অপরদিকে তিনি হায্যালকে বলেন :

لَوْ سَتَرْتَه بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ـ

অর্থ: 'তুমি যদি তার (মায়েযের) উপর পর্দা ফেলে রাখতে, সেটাই হতো তোমার জন্যে ভালো।' (আবু দাউদ)

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন :

تَعَافُوْا الْحُدُوْدَ فِى مَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

অর্থ: দণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যখনই বিষয়টি আমাদের (কর্তৃপক্ষের) কাছে পৌঁছাবে, তখন দণ্ড প্রদান করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। (আবু দাউদ)

৯. তাওবা দ্বারা রাষ্ট্রীয় দন্ড মাফ হয় না

সামাজিক অপরাধের জন্যে ইসলামী শরীয়তে বিচার বিভাগীয় যে দন্ডের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাওবা দ্বারা তা থেকে মাফ পাওয়া যায়না। তাওবা একান্তভাবেই আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তি নিষ্কলুষ তাওবা করলে আল্লাহ্ পাক তাকে পরকালীন আযাব থেকে রেহাই দেবেন। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে তাঁর আইন কার্যকর করার যে দায়িত্ব তিনি ইসলামী সরকারের উপর ন্যাস্ত করেছেন, তা থেকে অপরাধীকে রেহাই দেবার অধিকার কারো নেই। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক একদিকে বলেছেন :

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: এ ধরনের অপরাধ করার পরও যারা তাওবা করবে, আল্লাহ্ অবশ্যি তাদের ব্যাপারে ক্ষমাশীল দয়াময়। (সূরা আন নূর: আয়াত ৫)

فَمَنْ تَابَ مِنْ م بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ـ

অর্থ: যে ব্যক্তি যুল্ম (অপরাধ) করার পর নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ্ অবশ্যি তার তাওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করে দেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৩৯)

অপরদিকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই নির্দেশ দিচ্ছেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ

تَاخُذْكُم بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اِن كُنْتُم تُؤمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ: ব্যভিচারিণী এবং ব্যাভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে যেনো তাদের প্রতি কোনো প্রকার মমত্ববোধ ও করুণা জেগে না উঠে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। (সূরা ২৪ আন নূর : আয়াত ২)

আল কুরআনের এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোনো প্রকার সংঘর্ষ নেই। এই দুটি বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, কোনো ব্যক্তি পাপ করে ফেললে তার উচিত অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাওবা করা এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়া। এতে আশা করা যায় আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু কারো পাপের কথা যদি সামাজিকভাবে জানাজানি হয়ে যায়, সে ব্যাপারে যদি ইসলামী কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে যদি অভিযোগ সাব্যস্ত হয়, তবে শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড অবশ্যি তার উপর প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দয়া-করুণা করে দণ্ড মাফ করে দেয়ার অধিকার কারো নেই। তাওবা হলো ব্যক্তির পরকালীন মুক্তির জন্যে।

আর রাষ্ট্রীয় দণ্ড হলো সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার জন্যে।

রাষ্ট্রীয় দণ্ডের মাধ্যমে পাপের পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যাবার ধারণা ঠিক নয়। পরকালীন শাস্তি প্রদান করা এবং তা মাফ করে দেয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র দায়িত্ব। সেটার সাথে পার্থিব দন্ডের কোনো সম্পর্ক নেই।

তাই, ব্যক্তি তাওবা করলেও রাষ্ট্রীয় দণ্ড থেকে মুক্তি পাবে না। তবে ছোট খাটো অপরাধের কথা ভিন্ন।

আবার রাষ্ট্রীয় দণ্ডে দণ্ডিত হলেও পরকালীন মুক্তির জন্যে ব্যক্তিকে তাওবা করতে হবে।

❖❖❖

৮

তাওবার প্রকারভেদ ও নিষ্কলুষ তাওবা

১. বিভিন্ন প্রকার তাওবা

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন প্রকার তাওবা প্রচলিত আছে। এর অধিকাংশই অর্থহীন তাওবা। আমাদের দেশে অর্থহীন এবং সঠিক তাওবা দুটোই প্রচলিত আছে। এখানে প্রচলিত তাওবাসমূহ হচ্ছে :

১. শিরকী তাওবা বা শির্ক মিশ্রিত তাওবা।
২. মুনাফিকী তাওবা।
৩. বেবুঝ তাওবা।
৪. মৃত্যুকালীন তাওবা।
৫. তাওবাতান্ নাসূহা।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকার তাওবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সামনে আসছে।

২. শিরক মিশ্রিত তাওবা

সমাজে এমন বহু লোক আছে, যারা নিজেদের গুনাহ্ খাতা মাফ করিয়ে নেয়ার জন্যে মৃত বুযুর্গ লোকদের কবর বা মাযারে গিয়ে হাযির হয়। তারা মনে করে এই বা এইসব বুযুর্গ ব্যক্তি–

ক. মরে নাই, বা মরলেও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তারা যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম।

খ. তারা আল্লাহ্র উপর বিশেষ প্রভাব রাখে, বা আল্লাহ্র সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, বা তারা আল্লাহ্র একেবারে নিকটের লোক।

গ. এদেরকে রাজি-খুশি করতে পারলে– আল্লাহ্র কাছ থেকে যা খুশি পাশ করিয়ে বা কবুল করিয়ে নিতে আর কোনো অসুবিধা থাকেনা।

ঘ. এরা সুপারিশ করলে আল্লাহ্ অনায়াসেই তা কবুল করে নেন। আল্লাহ্ তাদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন না। কিংবা আল্লাহ্ তাদের সুপারিশ কবুল না করে পারেন না।

ঙ. সুতরাং তাওবা কবুল হবার, পাপ মোচনের এবং বেহেশ্তে যাবার সহজ উপায় হলো এই বুযুর্গদের রাজি খুশি করা। তাদের মাজারে ভ্যাট দেয়া। তাদের নামে বা তাদের মাজারের নামে মানত করা।

তাদের নামে এটা সেটা করা। তাদের দরবারে আকুতি মিনতি করা এবং তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাওবা কবুল করিয়ে নেয়া, পাপ মোচন করিয়ে নেয়া।

এসব ধারণা এবং এসব ধারণাবশত কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে শিরক, কিংবা শিরক মিশ্রিত।

এসব ধারণা এবং ধারণা বশত কার্যক্রম জাহিল লোকেরা জীবিত বুযুর্গদের সাথেও সম্পর্কিত করে।

এসব ধারণা ও কার্যক্রম যার সাথেই সম্পর্কিত করা হোক না কেন, হোক মরা বুযুর্গ, কিংবা মাযার, কিংবা জ্যান্ত বুযুর্গ, কিংবা আস্তানা- তা অবশ্যি শিরক। আবু লাহাবদের ভ্রান্ত আকীদার মতোই তা শিরক। আর শিরকের পাপ আল্লাহ্ মাফ করেননা। এরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমা লাভের পথ বন্ধ করে দেয়।

৩. মুনাফিকী তাওবা

মুনাফেকী তাওবা হলো সেই তাওবা, যার সাথে আন্তরিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। মুনাফেকী তাওবার উদ্দেশ্য পাপমুক্ত হওয়া নয়, প্রতারণা। মুনাফেকী তাওবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Features) রয়েছে। সেগুলো হলো :

ক. এ তাওবা করা হয়ে থাকে লোক দেখানোর জন্যে, বা লোক লজ্জায়।
খ. কখনো করা হয়ে থাকে বাধ্য হয়ে।
গ. এর পেছনে আত্মশুদ্ধি অর্জন বা পাপ মুক্তির উদ্দেশ্য থাকে না।
ঘ. এর উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে প্রতারিত করা।
ঙ. এ তাওবা দ্বারা ব্যক্তির বিশ্বাস ও আচরণে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। হওয়ার প্রশ্নও উঠেনা।

এদের তাওবা কবুল হবার তো কোনো প্রশ্নই উঠেনা, বরং এদের ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হলো: "মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।"

৪. বেবুঝ তাওবা?

বেবুঝ তাওবা হলো সেই তাওবা–

১. যা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় না, শুধু মুখে উচ্চারিত হয়।
২. যে তাওবা ব্যক্তি মন্ত্রের মতো মুখে উচ্চারণ করে, কিন্তু অর্থ ও মর্ম বুঝেনা এবং উপলব্ধি করে না।

৩. যে তাওবা অপর কেউ পাঠ করায়, কিন্তু তাওবাকারী বুঝেনা সে কী কথা পাঠ করলো?

এই ধরনের তাওবাকে আমরা বেবুঝ তাওবা বলেছি। আপনি অন্য কোনো নামও দিতে পারেন। এই ধরনের তাওবা আমাদের সমাজে ব্যাপক ও অধিকভাবে প্রচলিত। তাই এগুলো আর উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করি না। তবে শেষ ধরনের তাওবাটির একটি বাস্তব ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছিনা।

আমরা ছোট বেলায় দেখেছি, ভারত থেকে উর্দুভাষী পীর সাহেবেরা এসে আমাদের দেশের লোকদের তাওবা পাঠ করাতেন। পাগড়ি বা লম্বা কাপড় ছেড়ে দেয়া হতো। এক মাথা থাকতো পীর সাহেবের হাতে। অপর মাথা লম্বা করে ঘরের ভেতরেও নিয়ে যাওয়া হতো। পুরুষ এবং ঘরের ভেতরের মহিলারা সবাই ঐ পাগড়ি ধরতো বা স্পর্শ করতো। তারপর পীর সাহেব উর্দু ভাষায় তাওবা পাঠ করাতেন এভাবে: তাওবা কিয়া মাইনে, ছাব বুরী বাতুঁছে, ছাব বুরী কামুছে......।

নিরক্ষর বৃদ্ধ নারী পুরুষরাই বেশির ভাগ এই তাওবায় শরীক হতেন। কিন্তু তাওবায় কী কথা পাঠ করেছেন– কেউই কিছু বুঝতেন না। তাওবা শেষে পীর সাহেব চলে যাবার পর দাদীকে জিজ্ঞেস করলাম– কী তাওবা করেছেন?

বললেন : 'জানিনা'। বললাম: আপনাগরে কী পড়াইছে?

বললেন : তাওবা করে মাইনে – সব বুড়ির ভাত উঠছে – সব বুড়ির কাম উঠ্ছে.......!

মূলত এ হলো বেবুঝ নিরর্থক তাওবা। এ তাওবা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আন্‌তে সক্ষম হবে কিভাবে?

৫. মৃত্যুকালীন তাওবা

যে পুরুষ বা নারী সারাজীবন বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করেছে এবং পাপের পর পাপ করেছে, মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হলে সে যদি তাওবা করে, তবে তার সেই তাওবা তার কোনো কাজে আসবে না। সে তাওবা আল্লাহ্ পাক কবুল করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার স্পষ্ট ঘোষণা হলো :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى اِذَا حَضَرَ

اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ

كُفَّارٌ ط أُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

অর্থ : "তাওবার কোনো ফল পাবেনা ঐসব লোক, যারা মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত পাপকর্ম করেই যেতে থাকে। অবশেষে মৃত্যুকে হাযির দেখতে পেয়ে বলে : 'আমি এখন তাওবা করলাম।' ঐ লোকেরাও তাওবার কোনো ফল পাবেনা, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এসব লোকদের জন্যেই আমরা তৈরি করে রেখেছি পীড়াদায়ক আযাব।" (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ১৮)

যারা নিজেদের কামনা বাসনা, লোভ লালসা এবং স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে কাজ করে, কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করার কথা ভাবেনা, বেপরোয়া হয়ে সারাজীবন আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা (শরীয়ত) লংঘন করে চলে, অতপর মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয়, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার আর কোনো সম্ভাবনা যখন আর অবশিষ্ট থাকেনা, তখন সারাজীবনের অপকর্ম ও পাপ থেকে মুক্ত হতে তাওবা করার কথা মনে হয় এবং তাওবা করে বা তাওবা পাঠ করে। এসব লোকদের তাওবা আল্লাহ্ পাক কবুল করেন না। কারণ তাওবা (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান মতো জীবন যাপন করার পথে ফিরে আসা) তো জীবিত ব্যক্তির কাজ, মৃত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ্র বিধান মতো জীবন যাপন করা তো সম্ভব নয়। মন্দ পথ ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ তো তার আর থাকে না। সে সারাজীবন যে পথে চলেছে, তার উপরই তার মৃত্যু হতে যাচ্ছে। এ সময় পথ পরিবর্তন করার, ট্রাফিক পরিভাষা অনুযায়ী 'ইউ' (U) টার্ণ করার সুযোগ আর তার থাকেনা। এখন সে এমন এক গহীন গহ্বরের একেবারে কিনারে এসে উপস্থিত হয়েছে– যেখান থেকে নিচে পড়ে যাওয়া ছাড়া ফেরত আসার কোনো সুযোগ আর তার নেই। কাজেই এই অনিবার্য মৃত্যুর সময়কার তাওবাতে আল্লাহ্র কোনো কাজ নেই।

জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে তাওবা করার চিন্তা মাথায় এলেও মূলত এই তাওবাটিও তার একান্ত স্বার্থ চিন্তারই বহিপ্রকাশ। কারণ, তার এই তাওবার উদ্দেশ্য আল্লাহ্র পথে ফিরে আসা নয়, বরং মরণের পরে যেনো সে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়, সেটাই তার তাওবার আসল উদ্দেশ্য।

সুতরাং এমন ব্যক্তিদের মৃত্যুকালীন তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেননা। এখন জাহান্নামই তাদের অনিবার্য পরিণতি। তবে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি কেউ তাওবা করে, অর্থাৎ বাঁচবে কি মরবে– কোনোটাই নিশ্চিত করে বলা যায় না, এ সময় যদি কেউ তাওবা করে

এবং তার উদ্দেশ্য যদি এই থাকে যে, আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো, আল্লাহ্র হুকুম মতো জীবন যাপন করবো। এমন ব্যক্তির আন্তরিক নিষ্কলুষ তাওবা আল্লাহ্ পাক কবুল করবেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يَغَرْغَر

অর্থ: মৃত্যুর গরগরা (আলামত) দেখা না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযি : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.)

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। তাহলো, কোনো মুসলিম পুরুষ বা নারী যদি কুফরীতে নিমজ্জিত হয়, কিংবা কেউ ঈমান আনার পর আবার কুফরীর দিকে ফিরে যায় এবং অতিমাত্রায় ইসলামের বিরোধীতায় লিপ্ত হয়– এমন ব্যক্তিদের তাওবাও কবুল হবে না। আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِم ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُم
ج وَاُوْلٰئِكَ هُمْ الضَّالُّوْنَ - ال عمران/٩٠

অর্থ: যারা ঈমান আনার পর আবার কুফরি অবলম্বন করে, তারপর কুফরির কাজে এগিয়ে যেতে থাকে, তাদের তাওবা কবুল হবে না। কারণ, এরা তো চরম পথভ্রষ্ট। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৯০)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো, কোনো মুসলিম যদি কোনো কুফরী মতবাদে বিশ্বাস করে এবং সে মতবাদের পক্ষে তৎপরতা চালায়, তবে তার তাওবাও কবুল হবেনা।

৬. তাওবাতান্ নাসূহা-নিষ্কলুষ তাওবা

প্রকৃত ও কবুল হওয়ার মতো তাওবা হচ্ছে - তাওবাতান্ নাসূহা। কুরআন মজিদে সূরা আত তাহরীমে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে 'তাওবাতান নাসূহা' করার হুকুম দিয়েছেন। 'তাওবাতান নাসূহা' হলো আন্তরিকতাপূর্ণ নিষ্কলুষ তাওবা। সেই তাওবা, যা উৎসারিত হয় ব্যক্তির অনুতপ্ত অন্তর থেকে। সেই তাওবা যার পেছনে থাকে পাপ থেকে মুক্তি লাভ আর ক্ষমা পাওয়ার অদম্য কামনা, তাড়না।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঈমানদার লোকদের এই প্রকৃত তাওবা - তাওবাতান নাসূহা করার পরামর্শ দিয়েছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ

يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الانْهَارُ
يَوْمَ لاَيُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَا نِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - التحريم/٨

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তাওবা করো আল্লাহ্‌র নিকট 'তাওবাতান নাসূহা' (প্রকৃত তাওবা, নিষ্কলুষ তাওবা), এতে করে হয়তো তোমাদের প্রভু তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহ্ খাতা বিদূরিত করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন সেইসব জান্নাতে (উদ্যানে), যেগুলোর নিচে দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণাধারা। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী এবং তার ঈমানদার সাথীদের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত করবেন না। তাদের নূর (আলো) তাদের সম্মুখ ভাগ দ্রুত আলোকিত করে চলবে এবং তাদের ডান হাত (বয়ে চলবে তাদের নেক আমলের রেকর্ড)। তারা প্রার্থনা করতে থাকবে : আমাদের প্রভু! আমাদের আলো আমাদের জন্যে পূর্ণাংগ-চিরস্থায়ী (Perfect) করে দাও, আর আমাদের তুমি ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি তো সব কিছুই করতে সক্ষম। (সূরা ৬৬ আত তাহরীম : আয়াত ৮)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত তাওবা সম্পর্কে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের তাওবা করতে নির্দেশ বা পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সাথে মুমিনরা কী ধরনের তাওবা করবে, তাও তিনি বলে দিয়েছেন। তিনি মুমিনদের 'তাওবাতান নাসূহা' করতে বলেছেন।

'তাওবাতান নাসূহা' বলতে কী বুঝায়? প্রকৃত নিষ্কলুষ তাওবা কী? কোন্ ধরনের তাওবা মানুষের জন্যে কল্যাণকর? – এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পেশ করেছেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) তাঁর বিশ্ব নন্দিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন :

"মূল আয়াতে تَوْبَةً نَّصُوْحًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি ভাষায় نُصْحٌ শব্দের অর্থ নিষ্কলুষতা ও কল্যাণকামিতা। খাঁটি মধু যা মোম ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে মুক্ত করা হয়েছে তাকে আরবিতে عَسَلٌ نَاصِحٌ বলা হয়। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে দেয়া এবং ফাঁটা কাপড় ঠিক করে দেয়া বুঝাতে আরবি ভাষায় نَصَاحَةُ الثَّوْبُ শব্দ ব্যবহার করা হয়। অতএব, তাওবা শব্দের সাথে نُصُوْحٌ বিশেষণ যুক্ত করলে তার আভিধানিক অর্থ হবে এমন

তাওবা যার মধ্যে প্রদর্শনী বা মুনাফিকীর লেশমাত্র নেই। অথবা তার অর্থ হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করবে এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে নিজেকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করবে। অথবা তার অর্থ হবে গুনাহর কারণে তার দীনদারীর মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাওবা দ্বারা তা সংশোধন করবে। অথবা সে তাওবা করে নিজের জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যে, অন্যের জন্য সে উপদেশ গ্রহণের কারণ হবে এবং তাকে দেখে অন্যরাও তার মত নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে। 'তাওবায়ে নাসূহ'-এর আভিধানিক অর্থ থেকে এ অর্থসমূহই প্রতিভাত হয়। এরপর অবশিষ্ট থাকে তাওবায়ে নাসূহ-এর শরয়ী অর্থ। আমরা এর শরয়ী অর্থের ব্যাখ্যা পাই যির ইবনে হুবাইশের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে। যির ইবনে হুবাইশ বলেন: আমি উবাই ইবনে কা'বের (রা.) কাছে 'তাওবায়ে নাসূহ'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেন : এর অর্থ হচ্ছে, কখনো তোমার দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তুমি নিজের গুনাহ্র জন্য লজ্জিত হবে। লজ্জিত হয়ে সে জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ঐ কাজ করো না। হযরত উমর (রা.) হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ইবনে মাসউদ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা.) 'তাওবায়ে নাসুহা'র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : তাওবার পরে পুনরায় গুনাহ করা তো দূরের কথা তা করার আকঙ্খা পর্যন্ত করবে না (ইবনে জারীর)। হযরত আলী (রা.) একবার এক বেদুঈনকে মুখ থেকে ঝটপট করে তাওবা ও ইসতিগফারের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বললেন, এ-তো মিথ্যাবাদীদের তাওবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহ্লে সত্যিকার তাওবা কি? তিনি বলেন : সত্যিকার তাওবার সাথে ছয়টি জিনিস থাকতে হবে। ১. যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে লজ্জিত হও। ২. নিজের যে কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে গাফলতি করেছ তা সম্পাদন কর। ৩. যার হক নষ্ট করেছ তা ফিরিয়ে দাও। ৪. যাকে কষ্ট দিয়েছ তার কাছে মাফ চাও। ৫. প্রতিজ্ঞা করো ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর করবে না এবং ৬. নফসকে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে গুনাহর কাজে অভ্যস্ত করেছ ঠিক তেমনি আল্লাহ্র আনুগত্যে নিয়োজিত কর। এতদিন পর্যন্ত নফসকে যেভাবে আল্লাহ্র অবাধ্যতার মজায় নিয়োজিত রেখেছিলে এখন তাকে তেমনি আল্লাহ্র আনুগত্যের তিক্ততা আস্বাদন করাও। (কাশ্শাফ)

তাওবা সম্পর্কিত বিষয়ে আরো কয়েকটি জিনিস ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে তাওবা হচ্ছে কোনো গুনাহ্র কারণে এ জন্য লজ্জিত হওয়া যে, তা আল্লাহ্র নাফরমানী। কোনো গুনাহ্র কাজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বদনামের কারণ অথবা আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকার সংকল্প করা তাওবার সংজ্ঞায় পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যখনই কেউ বুঝতে পারবে যে, তার দ্বারা আল্লাহ্র নাফরমানী হয়েছে, তার উচিত তৎক্ষণাৎ তাওবা করা এবং যেভাবেই হোক অবিলম্বে তার ক্ষতিপূরণ করা কর্তব্য। তৃতীয়ত তাওবা করে বারবার তা ভঙ্গ করা, তাওবাকে খেলার বস্তু বানিয়ে নেয়া এবং যে গুনাহ থেকে তাওবা করা হয়েছে বারবার তা করতে থাকা তাওবা মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ। কেননা, তাওবার প্রাণ সত্তা হচ্ছে কৃত গুনাহ সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া। কিন্তু বার বার তাওবা ভঙ্গ করা প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে লজ্জার অনুভূতি নেই। চতুর্থত, যে ব্যক্তি সরল মনে তাওবা করে পুনরায় ঐ গুনাহ না করার সংকল্প করেছে মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি পুনরায় তার দ্বারা সেই গুনাহ্র পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে এ ক্ষেত্রে পূর্বের গুনাহ পুনরুজ্জীবিত হবে না। তবে পরবর্তী গুনাহ্র জন্য তার পুনরায় তাওবা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে সে আর তাওবা ভঙ্গ করবে না, এ ব্যাপারে কঠোর সংকল্প করা উচিত। পঞ্চমত, যখনই গুনাহ্র কথা মনে পড়বে তখনই নতুন করে তাওবা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তার প্রবৃত্তি যদি পূর্বের পাপময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে আনন্দ পায় তাহলে গুনাহ্র স্মৃতিচারণ তাকে আনন্দ দেয়ার পরিবর্তে লজ্জাবোধ সৃষ্টির কারণ না হওয়া পর্যন্ত তার বার বার তাওবা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহ্র ভয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করেছে সে অতীতে আল্লাহ্র নাফরমানী করেছে এই চিন্তা করে কখনো আনন্দ অনুভব করতে পারে না। তা থেকে মজা পাওয়া ও আনন্দ অনুভব করা প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহ্র ভয় শিকড় গাড়তে পারেনি।”[১]

❖❖❖

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.: তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত তাহরীম, টীকা ১৯।

৯

ক্ষমা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ এবং গুনাহ্গারের মাঝখানে কোনো মাধ্যম নেই

১. উসিলার ভ্রান্ত ধারণা

কিছু অজ্ঞ,
কিছু মুখলিস্ অজ্ঞ,
কিছু অন্ধ ভক্ত,
কিছু স্বার্থান্ধ,
কিছু প্রতারক এবং

কিছু ভণ্ড লোক আল্লাহ্ এবং সাধারণ লোকদের মাঝখানে আড়াল হয়ে বসে আছে। তারা সাধারণ লোকদের মাঝে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করছে যে,
– উসিলা ছাড়া আল্লাহ্কে পাওয়া যায় না।
– উসিলা ছাড়া পাপের ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয়।
– আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করানোর জন্যে উসিলা ধরতে হবে।
– যাকে উসিলা ধরা হবে, সে-ই পরকালে পার করার ব্যবস্থা করবে।

এই ভ্রান্ত ধারণার আরেকটি অংশ হলো– উসিলা ধরতে হবে মরা অলি-আল্লাহ্দেরকে, কিংবা জ্যান্ত অলি আল্লাহ্দেরকে। কারণ, আল্লাহ্র সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। তারা আল্লাহ্কে যা বলে, আল্লাহ্ তাই শুনেন। আল্লাহ্র কাছে তারা কারো ব্যাপারে সুপারিশ করলে, আল্লাহ্ তা কবুল করেন, পাপীর পাপ মাফ করে দেন।

অথচ, প্রকৃত ব্যাপার হলো, তাওবা করার জন্যে, তাওবা কবুল হবার জন্যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ক্ষমা লাভের জন্যে, আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্যে আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝখানে কোনো প্রকার মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারী নাই। এগুলো সবই অজ্ঞ লোকদের কাজ। এগুলো তৈরি করে নিয়েছে সেইসব লোক, যারা ধর্মকে স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা পাপ করার পর যখন বা কখনো যদি পাপ মোচনের ব্যাপারে তাদের বোধ উদয় হয়, তখন তারা এজন্যে উসিলার

এমন পদ্ধতি গ্রহণ করে, যদ্বারা তারা আরো অনেক বড় ধরনের পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অথবা এমন পদ্ধতি গ্রহণ করে যদ্বারা তেমন সুফল আশা করা যায় না।

২. আল্লাহ্কে পাওয়ার এবং পাপ মোচনের ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি

ধর্মকে যারা স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে, তাদের পাতা ফাঁদে অজ্ঞ লোকেরা পা ফেলে। তারা অজ্ঞ লোকদের মধ্যে যেসব ধারণা-বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছে, সে অনুযায়ী এরা কাজ করে। তাদের সৃষ্ট ধারণা-বিশ্বাস অনুযায়ী অজ্ঞ লোকেরা আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্যে এবং পাপ মোচনের জন্যে যেসব কার্যকলাপ করে থাকে তার কয়েকটি হলো :

১. তারা কোনো কোনো মৃত লোককে কবরে জীবিত আছে বলে মনে করে। এই লোকদের আল্লাহ্র সাথে বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে তারা এই লোকদের (অর্থাৎ এই মরা লোকদের) রাজি খুশি করতে পারলে তাদের মাধ্যমে, তাদের সুপারিশে আল্লাহ্র নিকট থেকে পার পাওয়া যাবে। তারা বলে দিলে আল্লাহ্ সব পাপ মাফ করে দেবেন। তাদের খুশিতেই আল্লাহ্ খুশি।

   সুতরাং আসল কাজ হলো এই লোকদের খুশি করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

   এ উদ্দেশ্যে তারা ঐসব মরা লোকদের ডাকে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের কাছে চায়।

   এই আকিদা - বিশ্বাস এবং এসব ধারণা বিশ্বাস জনিত কার্যকলাপ স্পষ্ট শিরক।

২. অজ্ঞ লোকেরা কোনো কোনো মরা ব্যক্তির কবরের নাম দিয়েছে মাযার, অর্থাৎ- যিয়ারতগাহ্। তাদের ধারণা অনুযায়ী ওখানে কবর দেয়া লোকটি জীবিত আছে। তাকে খুশি করার জন্যে, তার কাছে ফরিয়াদ করার জন্যে এবং তার মাধ্যমে পাপমোচন এবং দু'আ ও দাবি আদায় করার জন্যে তার নিকট উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।

   সুতরাং তারা ঐসব মরা লোকদের কবরের (তাদের ভাষায় মাযারের) উদ্দেশ্যে সফর করে এবং তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে।

   এই বিশ্বাস এবং এ ধরনের কার্যকলাপ শির্ক।

৩. অজ্ঞ লোকেরা আরো বিশ্বাস করে যে, মরা লোকদের খুশি করার জন্যে এবং তাদের দিয়ে সুপারিশ করানোর জন্যে তাদের কবরে (তাদের

ভাষায় মাযারে) কিছু ভ্যাট, নযর-নিয়ায, কিছু দান-সদকা এবং কিছু হাদিয়া-তোহ্ফা প্রদান করা কর্তব্য। সুতরাং তারা তাদের কবরে নযর-নিয়ায, দান-সদকা, হাদিয়া-তোহ্ফা ও ভ্যাট প্রদান করে।

ঈমানদার লোকদের জেনে রাখা দরকার, এ বিশ্বাস এবং এ কাজ শিরক।

৪. অজ্ঞ লোকেরা ঐসব মরা লোকদের খুশি করার জন্যে তাদের উদ্দেশ্যে এবং তাদের কবরের (মাযারের) উদ্দেশ্যে মানত করে। – এ কাজ শিরক।

৫. পার্থিব স্বার্থান্বেষীরা বিভিন্ন পীর, বুযুর্গ, দরবেশ ও অলি-আল্লাহ্র কবর এবং কবরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তম্ভ, দালান কোঠা এবং সেগুলোর মধ্যে জাঁকালো সাজ-সজ্জা করে নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে এবং এগুলোর আশে পাশে খাদেম নামধারী ভণ্ড লোকেরা অবস্থান করে।

অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে, এই খাদেমদের মাধ্যমে কবরে শুয়ে থাকা বুযুর্গটিকে ধরা যাবে আর বুযুর্গটির মাধ্যমে আল্লাহ্কে ধরা যাবে এবং এভাবেই হাসিল করা যাবে উদ্দেশ্য।

- এ ধারণা এবং এসব কাজ শিরক।

৬. অনেকে কবরের লোকটিকে খুশি করার জন্যে তার কবরে গিয়ে সাজদা পর্যন্ত করে। এ কাজ পুরোপুরি শিরক।

উপরোল্লেখিত ধারণা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকেরা শিরকে নিমজ্জিত হয়ে আসছে। এছাড়াও শিরকমূলক আরো বহু ধরনের কার্যকলাপ সমাজে চালু রয়েছে।

এসব ধারণা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহ্কে খুশি করা এবং পাপ মোচন হওয়া তো দূরের কথা; বরং এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে লোকেরা আরো শতগুণ অধিক পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৩. প্রচলিত আরো কতিপয় ভ্রান্ত পদ্ধতি

অনেক অজ্ঞ লোক নিজেদেরকে অধম মনে করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং পাপ মোচনের জন্যে পীর-বুযুর্গ ও আলেম-ওলামার কাছে ছুটে যায়, অথবা তাদেরকে ডেকে আনে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে কিছু ভ্যাটও প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে বলে-

- আমি পাপ করে ফেলেছি, আমাকে তাওবা করান, বা
- আমার জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান, কিংবা
- আমার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, অথবা

- আমার জন্যে মিলাদ পড়ুন, অথবা
- কুরআন খতম করুন, কিংবা
- খতম পড়ুন, কিংবা
- আমার পাপ মোচনের একটা ব্যবস্থা করুন, কিংবা
- আমাকে নিয়ে একটু আল্লাহ্র কাছে হাত উঠান।

এ ধরনের লোকদের জেনে রাখা দরকার, তাওবা করার জন্যে, তাওবা কবুল হবার জন্যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাবার জন্যে, আল্লাহ্র কাছ থেকে ক্ষমা লাভের জন্যে এবং আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্যে কোনো মাধ্যমই কার্যকর নয়। এর জন্যে সরাসরি আপনাকেই, আপনার নিজেকেই আল্লাহ্র কাছে ধরনা দিতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। মাধ্যমের ধারণা একেবারেই ত্যাগ করতে হবে। কারণ মাধ্যম নিষ্ফল।

যাকে বা যাদেরকে আপনি মাধ্যম ধরছেন, তারা তো আপনার মনোনীত মাধ্যম, আল্লাহ্র মনোনীত মাধ্যম নয়। তারা নিজেরাই আল্লাহ্র কাছ থেকে পার পাবে কিনা - সে নিশ্চয়তাই তাদের কাছে নেই। সুতরাং তারা আল্লাহ্র কাছে আপনার কী উপকারে আসবে?

এমন অনেক অজ্ঞ লোক আছে যারা হয়তো নিজেরাই আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাওবা করে, কিন্তু তারা প্রার্থনার মধ্যে মরা লোকদের নাম নিয়ে বলে : 'হে আল্লাহ্! অমুকের উসিলায় আমাকে মাফ করে দাও, অমুকের উসিলায় আমার তাওবা কবুল করো, অমুকের উসিলায় আমার দু'আ কবুল করো, অমুকের উসিলায় আমাকে রক্ষা করো, অমুকের উসিলায় আমার বিপদ দূর করে দাও, অমুকের উসিলায় আমাকে অমুকটা দান করো।

ঈমানদার লোকদের জেনে রাখা দরকার, আল্লাহ্র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কোনো প্রকার উসিলার প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ্ অক্ষম নন, তিনি আপনার নিকটেই আছেন। আপনি তাঁকে ডাকার সাথে সাথেই তিনি আপনার ডাকে সাড়া দেন।

৪. মাধ্যম বা উসিলা নয়, সরাসরি আল্লাহ্কে ডাকতে হবে

এযাবত যেসব আলোচনা পেশ করলাম, এবার সে প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদিসের দলিল পেশ করছি।

আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্যে, আল্লাহ্কে খুশি করার জন্যে এবং আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করার জন্যে অজ্ঞ লোকেরা মরা কিংবা জ্যান্ত লোকদের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর এসব মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারীদের

খুশি করার জন্যে তারা যা কিছু করে, সেগুলোকে কুরআনে মজিদে ইবাদত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই অজ্ঞ লোকেরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বা আল্লাহ্ সাথে সাথে ঐ মাধ্যমদেরও ইবাদত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَانَعْبُدُ هُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَاهُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ - السورة : زمر/٣

অর্থ : "সাবধান! দীন (ইবাদত-বন্দেগি, ভক্তি-শ্রদ্ধা, আবেদন-নিবেদন, দু'আ-প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা-অর্চনা) একক ও একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অলি (অভিভাবক, মাধ্যম, সুপারিশকারী) বানিয়ে নিয়েছে, তারা (এর কারণ হিসেবে) বলে: আমরা তো এদের ইবাদত-বন্দেগি, ভক্তি-শ্রদ্ধা, নিবেদন-প্রার্থনা এবং পূজা - উপাসনা শুধু এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে দেবে। আল্লাহ্ অবশ্যি এদের মধ্যকার এসব বিরোধের ফায়সালা করবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী ও সত্য গোপনকারী কাফিরদের সঠিক পথ দেখান না।" (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৩)

এ আয়াত থেকে কতোগুলো বিষয় একেবারে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। সেগুলো হলো :

১. মুমিনের 'দীন' অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগি, বিনয় আনুগত্য, ভক্তি শ্রদ্ধা, দু'আ প্রার্থনা, পূজা উপাসনা একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র এবং সরাসরি আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত হতে হবে।

২. আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে, তাঁকে খুশি করার জন্যে এবং তাঁর নিকট সুপারিশের জন্যে যারা মাধ্যম গ্রহণ করে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে।

৩. মাধ্যমদের খুশি করার জন্যে যা কিছু করা হয়, সেগুলো মূলত মাধ্যমদের জন্যে করা ইবাদত। আর মাধ্যম সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদত করা মুশরিকদের কাজ।

৪. অজ্ঞ লোকেরা/মুশরিকরা যাদেরকে মাধ্যম ধরে বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে মাধ্যম বানাননি। সুতরাং অজ্ঞ লোকদের এসব মাধ্যম মিথ্যা ও মনগড়া মাধ্যম।

৫. অজ্ঞ লোকেরা ধারণা করে - তাদের বানানো মাধ্যমরা তাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেবে। অথচ তাদের এই ধারণার পেছনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার দলিল - প্রমাণ নেই। তাই এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা।

৬. মিথ্যা মনগড়া মাধ্যম গ্রহণ এবং মিথ্যা মনগড়া ধারণা গ্রহণ ও প্রচার করার কারণে তারা মিথ্যুক - মিথ্যাবাদী।

৭. মহান আল্লাহ্ কিতাব ও নবীগণের মাধ্যমে যে প্রকৃত জ্ঞান মানুষের সামনে পেশ করেছেন, এসব লোকেরা সেই প্রকৃত সত্য জ্ঞানকে চাপা দিয়ে মিথ্যা - মনগড়া ধারণা - অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। তাই তারা সত্য - গোপনকারী কাফির।

৫. অলি তো দূরের কথা, নবীও কোনো পাপীকে পার করতে পারবেননা

অজ্ঞ লোকেরা যাদেরকে সুপারিশকারী বা আল্লাহ্কে খুশি করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তারা নিজেরাই আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে কিনা - তা তারা নিজেরাও জানতোনা, জানেনা এবং অন্য কারো পক্ষেও তা জানার কোনো উপায় নেই। ফলে অজ্ঞ লোকেরা বাঁচার জন্যে মাকড়শার জাল আঁকড়ে ধরার মতোই ভয়াবহ বিপদজনক পথে পা বাড়ায়।

অজ্ঞ লোকদের জেনে রাখা দরকার, যাঁর আগে - পরের সমস্ত গুনাহ্ খাতা আল্লাহ্ পাক মাফ করে দিয়েছেন, সেই বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. স্বয়ং নিজের কন্যাকেও আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম নন। তিনি অন্য সকলের মতো নিজের কন্যাকেও বলে দিয়েছেন :

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيَ مَاشِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ
مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - (بخاری ، مسلم)

অর্থ : "হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার অর্থসম্পদ থেকে তোমার ইচ্ছামতো চেয়ে নিতে পারো। কিন্তু আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি তোমার কোনো উপকারে আসবো না। তোমার নিজেকে উদ্ধার করার কাজ তোমার নিজেকেই করতে হবে।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ্ পাক নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, কোনো পাপীর জন্যে, কোনো মুনাফিকের জন্যে স্বয়ং নবীর ক্ষমা প্রার্থনাও কোনো কাজে আসবেনা :

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ - التوبه / ٨٠.

অর্থ : "হে নবী! তুমি এই দু'মুখো (যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলেও দাবি করে আবার কার্যকলাপ করে কাফিরদের মতো - এমন) লোকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, এমনকি তুমি যদি তাদের জন্যে সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবু আল্লাহ্ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবেন না।" (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৮০)

ভেবে দেখুন, স্বয়ং আল্লাহ্র প্রিয় নবীর অবস্থাই যখন এরকম, তখন অপর কোনো ব্যক্তি পাপীদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা আদায় করে দেবে - তা কি কল্পনাও করা যায়?

কেবল অজ্ঞ লোকেরাই এ ধরনের কল্পনা করে থাকে। আর কেবল ধান্ধাবাজ প্রতারক লোকেরাই অজ্ঞ লোকদেরকে এ ধরনের কল্পনার জালে আঁটকিয়ে ফেলে।

পাপীদেরকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে অজ্ঞ লোকেরা যাদেরকে মাধ্যম ধরে, তারা নিজেরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে কিনা, সেই চিন্তায়ই তারা থাকবে– হতাশ - বেহাল।

দয়াময় আল্লাহ্ যার আগে পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন, সেই নিষ্পাপ রসূল সা.ও নিজের মুক্তির জন্যে দিনরাত ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি বলেন :

وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - (بخارى)

অর্থ : "আল্লাহ্র শপথ! আমি প্রতিদিন সত্তরবারের চাইতেও অধিক আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাওবা করি।" (সহীহ বুখারি)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. সবতইকে স্বয়ং এবং সরাসরি আল্লাহ্র কাছে তাওবা করতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّى اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً - مسلم

অর্থ : হে লোকেরা! তোমরা সরাসরি আল্লাহ্র কাছে তাওবা করো এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। জেনে রাখো, আমি নিজেও প্রতিদিন শতবার তাওবা করি। (সহীহ মুসলিম)

৬. আল্লাহ্ বান্দার অতি নিকটে, তাঁর কাছেই ধরনা দিন

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি বান্দা এবং প্রতিটি সৃষ্টির অতি নিকটে। প্রতিটি মানুষের একান্ত নিকটতম, সবচাইতে নিকটতম অবস্থানে আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থান। তাঁর চাইতে নিকটতম অবস্থানে আর কেউ নেই। তিনিই আপনার সবচাইতে নিকটতম সত্তা।

আপনি যদি কোনো পাপ করে থাকেন, কোনো অপরাধ করে থাকেন, কোনো প্রকার সীমালংঘন করে থাকেন, তবে আপনার মহান স্রষ্টা, জীবনদাতা, জীবিকাদাতা, প্রতিপালক, আপনার প্রতি সবচাইতে বেশি অনুগ্রহশীল, দায়াপরবশ, আপনার স্নেহশীল মনিব ও মালিক মহান আল্লাহ্র কাছেই তা বলুন। কারণ, তিনি তাঁর অনুতপ্ত গুনাহ্গার বান্দাহ্কে ক্ষমা করার জন্যে– উদগ্রীব হয়ে থাকেন। তিনি বলেন :

وَاِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ ـ طـه/٨٢

অর্থ: "আমি আমার সেই দাসের প্রতি অতীব ক্ষমাশীল, যে অনুপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে আমার দিকে।" (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৮২)

সুতরাং সরাসরি আল্লাহ্র দিকে মুখ করুন। তাঁরই কাছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হোন, তাঁরই কাছে ক্ষমা চান, তাঁরই কাছে কান্নাকাটি করুন। তিনি আপনার সবচাইতে নিকটতম, স্নেহের সাগর, দয়াপরবশ প্রভু। তিনি বলেন:

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْابِى لَعَلَّهُم يَرْشُدُوْنَ.

অর্থ : হে নবী! আমার বান্দাহ্রা যখন আমার (অবস্থান) সম্পর্কে তোমার কাছে জান্‌তে চায়, (তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি তাদের একেবারে নিকটেই। কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমার নিকট দু'আ করে, আমি সাথে সাথে তার ডাকে সাড়া দিই, তার দু'আ কবুল করে নিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করুক, তবেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৬)

কোনো পাপী, কোনো গুনাহ্গার, কোনো অপরাধী ক্ষমা ও মুক্তি লাভের জন্যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দারস্থ হয়ে নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কারণ তারা যাদেরকে মাধ্যম বানায় -

- তাদের নিজেদের মুক্তিরই নিশ্চয়তা নেই।
- হাশরের মাঠে নিজেদের মুক্তির চিন্তায়ই তারা বেহাল থাকবে।

সুতরাং নিজের ক্ষমা ও মুক্তি লাভের জন্যে মাধ্যম ধরার চিন্তা ত্যাগ করুন। মাধ্যমরা তো দূরের কথা, সেদিন আপনার সবচাইতে কল্যাণকামী পিতা এবং আপনার সবচাইতে প্রিয় সন্তানও আপনার কোনো উপকার করতে পারবেনা :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّايَجْزِى وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وقف وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ـ

অর্থ : হে লোকেরা! তোমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে বাঁচার কাজ করো এবং সেই দিনটিকে ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের কোনোই উপকারে আসবেনা, আর সন্তানও পিতার কোনোই উপকারে আসবেনা। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে, আর বড় প্রতারক শয়তানও যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে।" (সূরা ৩১ লুকমান : আয়াত ৩৩)

সুতরাং আসুন আমরা আমাদের গুনাহের জন্যে -
- সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হই,
- সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করি,
- সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি,
- আল্লাহ্‌র দয়া, ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করার জন্যে সরাসরি আল্লাহ্‌কেই ডাকি, তাঁরই ছায়াতলে আশ্রয় নিই।

❖❖❖

১০

তাওবা করবেন কিভাবে?

ইতোপূর্বে 'তাওবাতান নাসূহার' আলোচনায় আমরা প্রকৃত-নিষ্কলুষ তাওবা কাকে বলে এবং তা কিভাবে করতে হয় সে কথা আলোচনা করে এসেছি।

তাওবার অংগ, উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ কুরআনের আলোকে আরো স্পষ্ট করার জন্যে তাওবার পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে আলাদা একটি অধ্যায়ের অবতারণা করছি।

১. তাওবার পদ্ধতি

তাওবার রয়েছে কয়েকটি অংগ। সবগুলো অংগের সমন্বয়েই তাওবা হয় পূর্ণাংগ। নইলে থাকে অপূর্ণাংগ। তাওবার অংগগুলো হলো:

১. চরম লজ্জাবোধ অনুতাপ, অনুশোচনা ও বিবেকের দংশন।
২. চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও কান্নাকাটি।
৩. আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধের স্বীকৃতি।
৪. বিনয়ের সাথে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা।
৫. আল্লাহ্‌র অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করার অঙ্গীকার।
৬. কৃত পাপ, অপরাধ বা যুল্‌ম থেকে শুদ্ধতা অর্জন ও সংশোধন।
৭. কিছু কাফ্‌ফারা আদায় করা। যেমন দান সদকা করা, নফল নামায আদায় করা, নফল রোযা রাখা, উমরা করা, জনসেবা করা।
৮. পাপের জন্যে সারাজীনব আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত থাকা।
৯. বেশি বেশি নেক কাজ করা এবং অধিক নেক কাজ দ্বারা পাপের ক্ষতিপূরণ করা।

২. অনুতপ্ত হওয়া তাওবার মূল শর্ত

তাওবা জিনিসটাই যেহেতু লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা, অপরাধের কথা স্বীকার করা এবং ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা, সেজন্যে পরম দয়াবান আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর এই উদ্বিগ্ন পেরেশান দাসের প্রতি করুণাসিক্ত হন এবং তার দিকে দয়া ও অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দেন। তাকে ক্ষমা করে দেন।

অপরাধ করে ফেলার পর দাস উপলব্ধি করে, সে তার প্রভুর হুকুম অমান্য করেছে, সীমালংঘন করেছে এবং প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছে। সাথে সাথে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে, পেরেশান হয়ে উঠে। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। কান্নাকাটি করে। পুনরায় জেনে বুঝে অপরাধ না করার অঙ্গীকার করে। অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে চলার ওয়াদা করে। অন্য কারো দিকে মুখ ফিরায় না। নিজের স্রষ্টা ও মালিক দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছেই বারবার হাত উঠায়। কেবল তাঁর কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করে। কেবল তাঁকেই স্মরণ করে। কেবল তাঁকেই ডাকে। আর এ অনুতাপ - অনুশোচনাই তাওবার মূল প্রাণ-সত্তা, মূল শর্ত। দাসের এরকম আকুতিতে দয়াময় রহমানের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। দাস যখন এভাবে অনুতাপ ও আকুতি নিয়ে প্রভুর দিকে ফিরে আসে, প্রত্যাবর্তন করে, মহান প্রভুও তখন দাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাকে স্থান দেন নিজ রহমতের ছায়াতলে। ক্ষমা করে দেন তার অপরাধ। সুগম করে দেন তার সঠিক পথে চলার পথ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাওবাকারীদের সম্পর্কে বলেন :

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ النساء/١١٠

অর্থ : "পাপ সংঘটিত করা কিংবা নিজের প্রতি যুল্‌ম করার পর কেউ আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, সে আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় হিসাবেই পাবে।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১১০)

কুরআন মজিদে আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তারা ভালো মন্দ উভয় অবস্থায় দান করে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, কোনো অপরাধ করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তাঁর ভয়ে কেঁপে উঠে, বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চায় এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেনা :

وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ

ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ الاَّ اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ اُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ـ ال عمران/١٣٦-١٣٣

অর্থ : "তোমরা দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান-যমীনের মতো বিশাল এবং যা তৈরি করে রাখা হয়েছে সেইসব আল্লাহ্ভীরু লোকদের জন্যে, যারা সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে রাখে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। এসব কল্যাণকামী লোকদের আল্লাহ্ খুবই ভালোবাসেন। এরা যদি কখনো কোনো ফাহিশা কাজ করে ফেলে, কিংবা (অন্য কোনো অপরাধ করে) নিজেদের প্রতি যুল্ম করে বসে - সাথে সাথে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তাঁর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করে। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে ক্ষমা করার? অতপর তারা জেনে বুঝে আর কৃত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেনা। এরা হলো সেইসব লোক, যাদের প্রভুর কাছে তাদের পুরস্কার হলো 'ক্ষমা' আর 'জান্নাত'। সেইসব জান্নাত (উদ্যান ও বাগ-বাগিচা), যেগুলোর নিচে দিয়ে রয়েছে প্রবহমান ঝর্ণাধারা। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। কতইনা চমৎকার পুরস্কার (How exellent reward) এসব কর্মীদের জন্যে (যারা আল্লাহ্র হুকুম মতো সক্রীয় ছিলো সঠিক কাজে)।" (সূরা ৩ আলে-ইমরান : আয়াত ১৩৩ - ১৩৬)

সূরা আল ফুরকানে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের তাওবা কবুল করার ঘোষণা প্রদান করেন এভাবে :

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ـ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ـ الاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ـ الفرقان/٧١-٦٨

অর্থ : তারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকে ত্রাণকর্তা সাব্যস্ত করে ডাকেনা। তারা (বিচার করা বা) ন্যায় সংগত কারণ ছাড়া আল্লাহ্ যাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের হত্যা করেনা। তারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়না। এসব কাজ যে করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে চিরদিন অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে। তবে তারা নয়, যারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং ঈমানের উপর অটল থেকে 'আমলে সালেহ' করে। আল্লাহ্ তাদের প্যাপকর্মসমূহ পূণ্য কর্ম দ্বারা বদলে দেবেন। কারণ, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে এবং 'আমলে সালেহ্' করে চলে, সে তো প্রকৃতপক্ষে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে আল্লাহ্‌র দিকে।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৬৮ - ৭১)

'তাওবা' মানে তো - অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা। আর 'আমলে সালেহ' মানে - সঠিক কাজ, ন্যায় কাজ, পরিশুদ্ধ কাজ, সংস্কারমূলক কাজ, দক্ষতাপূর্ণ কাজ, মধ্যপন্থা অবলম্বন, আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধান মোতাবেক কাজ।

উপরের তিনটি উদ্ধৃতি থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মুমিন ব্যক্তি পাপ করে ফেলার পর -

১. যদি সাথে সাথে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁপে উঠে;
২. যদি বিবেকের দংশনে পেরেশান হয়ে উঠে;
৩. যদি আল্লাহ্‌র কাছে চরমভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়ে;
৪. যদি ভয়, বিনয় ও আশা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে;
৫. যদি অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জেনে বুঝে আর অপরাধ না করে;
৬. যদি ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকে এবং
৭. যদি সর্বাবস্থায় 'আমলে সালেহ' করে চলে;

তবে আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্যে রয়েছে ক্ষমা, করুণা, জান্নাত। শুধু তাই নয়; বরং দয়াময় আল্লাহ্ তার মন্দকর্ম সমূহকে উত্তম কর্মে পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্যে রয়েছে আরো অনেক অনেক পুরস্কার।

৩. নিজেকে সংশোধন করে নেয়া তাওবা কবুল হবার শর্ত

এতোক্ষণ যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলোতেও তাওবা কবুল হবার

কয়েকটি শর্ত উল্লেখ হয়েছে। তাওবা কবুল হবার একটি প্রধান শর্ত হলো, নিজেকে সংশোধন করে নেয়া। অর্থাৎ পাপের পুনরাবৃত্তি না করা এবং পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করা। একথাগুলো কুরআন মজিদে বারবার বলা হয়েছে। নিম্নের আয়াতগুলো দেখুন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا اُولٰۤئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ. اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا وَ اَصْلَحُوا وَبَيَّنُوْا فَاُوْلٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ج وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. البقرة /١٦٠-١٥٩

অর্থ : "আমি যেসব নিদর্শন এবং যে জীবন বিধান (হিদায়াত) নাযিল করেছি, মানুষের জন্যে তা কিতাবে স্পষ্ট করে বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং অভিশাপ প্রদানকারীরা। তবে (এই অভিশাপ থেকে) রক্ষা পায় তারা, যারা তাওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং আল্লাহ্র বিধান হুবহু প্রকাশ ও প্রচার করে। এরাই হলো সেইসব লোক যাদের তাওবা আমি কবুল করে থাকি। আর আমি তো অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫৯ - ১৬০)

وَالَّذِيْنَ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ النساء/١٦

অর্থ : "তোমাদের যারা এ ধরনের (ফাহিশা) কাজে লিপ্ত হবে, তাদের শাস্তি প্রদান করো। তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের (অপরাধকে) উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তাওবা কবুলকারী, অতিশয় দয়ালু।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৬)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً م بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ فَمَنْ تَابَ مِنْ م بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তকর্তন করো। এ হলো

তাদের কৃত কাজের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি; আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তবে, সীমালংঘনের পর যদি কেউ তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ্ অবশ্যি তার তাওবা কবুল করেন। কারণ আল্লাহ্‌তো মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩৮ - ৪০)

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا قف فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : তবে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে তারা, যারা অপরাধ করার পর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৮৯)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا - اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا - جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِى وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَه بِالْغَيْبِ ط اِنَّه كَانَ وَعْدُه مَأْتِيًّا - لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلاَّ سَلٰمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا - تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا - مريم/٦٣-٥٩

অর্থ : অতপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা নামায নষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো। তাই শীঘ্রই তারা তাদের ভ্রষ্টতার অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে। তবে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সামান্যতম অধিকারও ক্ষুণ্ন করা হবে না। তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় রহমান তাঁর দাসদের দিয়ে রাখছেন অদৃশ্য পন্থায়। আর এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যি পালিত হবে। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না। যা শুনবে– ন্যায়, সত্য ও সঠিক কথাই শুনবে। আর সকাল - সন্ধ্যায় তারা অনবরত নিজেদের রিযিক লাভ করতে থাকবে। এ হচ্ছে সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী বানাবো আমি আমার সতর্ক ও বিবেকবান দাসদের। (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৫৯ - ৬৩)

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো, তাওবা কবুল হবার একটি অপরিহার্য শর্ত হলো নিজেকে সংশোধন করে নেয়া, পরিশুদ্ধ হওয়া, কৃত পাপের পুনরাবৃত্তি না করা।

অনুতপ্ত হবার অপরিহার্য দাবি হলো নিজেকে সংশোধন করে নেয়া। যে ব্যক্তি অপরাধ করার পর নিজেকে সংশোধন করে নেয় না, সে অনুতপ্ত হয়েছে বলে প্রমাণ হয় না। আর তাওবা মানেই যেহেতু অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা - তাই এমন ব্যক্তি মুখে তাওবার বাক্য পাঠ করলেও মূলত সে তাওবা করেছে বলে প্রমাণ হয়না। আর তাওবা না করলে ক্ষমা পাবারও সুযোগ নেই।

৪. গুনাহ্ করে ফেলার সাথে সাথে তাওবা করতে হবে

তাওবা কবুল হবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, গুনাহ বা অপরাধ করে ফেলার সাথে সাথে তাওবা করা। ঈমানদার নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্যই হলো:

১. তাঁরা আল্লাহ্কে ভয় করে জীবন যাপন করেন।
২. তাঁরা জীবনের সকল কাজ করেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়।
৩. আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন - এমন কাজ থেকে তাঁরা দূরে অবস্থান করেন।
৪. তাঁরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলেন।
৫. আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন হয়ে যায় কিনা - সে ব্যাপারে তাঁরা সদা সতর্ক থাকেন।
৬. আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করা তাঁদের কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয় কাজ।
৭. অজ্ঞতা বা অসতর্কতার কারণে কখনো যদি তাদের দ্বারা আল্লাহ্র হুকুম অমান্য হয়ে যায়, কিংবা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালংঘন হয়ে যায়, তখন তখনই প্রকম্পিত হয়ে উঠে তাদের অন্তরাত্মা এবং সাথে সাথে দয়াময় রহমানের দরবারে তারা ক্ষমা চেয়ে তাওবা করেন।

- মূলত এ ধরনের লোকদের তাওবাই আল্লাহ্ পাক কবুল করেন এবং এদেরকেই তিনি পাপ থেকে পবিত্র করে নেন। তিনি বলেন :

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - النساء/١٧

অর্থ : "আল্লাহ্ তো ঐ সমস্ত লোকদের তাওবাই (অনুশোচনাই) কবুল করে থাকেন, যারা অজ্ঞতা ও অসতর্কতাবশত মন্দ কর্ম (evil) করে ফেলে এবং অবিলম্বে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে। এরাই সেইসব লোক, আল্লাহ্ যাদের তাওবা কবুল করেন (ক্ষমা করে দেন)। আর আল্লাহ্তো সর্বজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৭)

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ م بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا ز اِنَّ رَبَّكَ مِنْ م بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ : "যারা অসৎকর্ম করার পর অনুতপ্ত হয় - তাওবা করে এবং ঈমানের ভিত্তিতে জীবন যাপনে অটল সিদ্ধান্ত নেয়, তোমার প্রভু তাদের ব্যাপারে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৫৩)

ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে বিদ্রোহ এবং দাপটের সাথে যারা পাপের পর পাপ করে চলে, এখানে তাদের তাওবা কবুল করার কথা বলা হয়নি। বরং এখানে ঐসব লোকদের তাওবাই কবুল করার কথা বলা হয়েছে:

১. যারা অজ্ঞতা ও অসতর্কতাবশত পাপ করে ফেলে এবং
২. পাপ করে ফেলার সাথে সাথে আল্লাহ্র দরবারে লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটির বক্তব্য আরো পরিষ্কার। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوْا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا لا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ النحل/١١٩

অর্থ : যারা অজ্ঞতাবশত পাপকর্ম করে বসে, অতপর অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে আল্লাহ্র দিকে (তাওবা করে) এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তোমার প্রভু তাদের ব্যাপারে অবশ্যি ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ১১৯)

তবে, যারা গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েই থাকে, আল্লাহ্র হুকুম অবলীলাক্রমে অমান্য করেই চলে, তাদের কদাচিৎই তাওবা করার বোধোদয় হয়। কিন্তু যখনই বোধোদয় হবে, তখন তখনই তাদের তাওবা করা কর্তব্য।

৫. তাওবার সাথে সাথে দান সদ্‌কাও করা উচিত

তাওবার সাথে সাথে অপরাধের ক্ষতিপূরণের জন্যে দান সদকাও করা উচিত। যেসব কারণে মানুষ পাপ, অপরাধ ও সীমালংঘন করে থাকে, তার অন্যতম প্রধান হচ্ছে ধন সম্পদের মোহ, ভোগ বিলাস। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - التوبه/١٠٤-١٠٢

অর্থ : এ ছাড়া এমন কিছু লোকও আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কার্যক্রম মিশ্রিত - কিছু ভালো আর কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করে নেবেন। কারণ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। হে নবী! তাদের অর্থ সম্পদ থেকে সাদাকা (দান) গ্রহণ করে তাদের পাক-পবিত্র করো, তাদেরকে শুদ্ধতার পথে উন্নত - অগ্রসর করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রহমতের দু'আ করো। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন। তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের দান গ্রহণ করেন এবং তিনি অতিশয় তাওবা কবুলকারী - ক্ষমাশীল, দয়াময় ?" (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ১০২ - ১০৪)

এ আয়াত ক'টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল উস্তায সাইয়েদ মওদূদী রহ. বলেন :

"এখানে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার ও গুনাহগার মুমিনের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি করে, কিন্তু আসলে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জামায়াতের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, তার এ আন্তরিকতাহীনতার প্রমাণ যদি তার কার্যকলাপের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাহলে তার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হবে। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য সে কোনো সম্পদ পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। সে মারা গেলে কোনো মুসলমান তার জানাযা নামায পড়বে না। এবং তার

গুনাহ মাফের জন্য দু'আও করবে না, সে তার বাপ বা ভাই হলেও। অন্যদিকে যে ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এমন কিছু কাজ করে বসেছে যা তার আন্তরিকতাহীনতা প্রমাণ করে, এ ক্ষেত্রে সে যদি নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার সাদ্‌কা, দান-খয়রাত গ্রহণ করা হবে এবং তার উপর রহমত নাযিলের জন্য দু'আও করা হবে। এখন কোনো ব্যক্তির আন্তরিকতাবিহীন কার্যকলাপের পরও তাকে নিছক একজন গুনাহগার মুমিন গণ্য করতে হলে তাকে তিনটি মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ:

১. নিজের ভুলের জন্য সে খোঁড়া অজুহাত ও মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করবে না। বরং যে ভুল হয়ে গেছে, সহজ সরলভাবে তা মেনে নেবে।

২. তার আগের কার্যকলাপ দেখা হবে। সে আন্তরিকতাহীনতার দাগী অপরাধী কিনা তা যাচাই করা হবে। যদি আগে সে ইসলামী জামায়াতের এক সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপে আন্তরিক সেবা, ত্যাগ, কুরবানী ও ভালো কাজে অগ্রবর্তী থাকার রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, বর্তমানে যে ভুল সে করেছে তা ঈমান ও আন্তরিকতাহীনতার ফল নয়, বরং তা নিছক সাময়িকভাবে সৃষ্ট একটি দুর্বলতা বা পদস্খলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. তার ভবিষ্যত কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা হবে। দেখতে হবে, তার ভুলের স্বীকৃতি কি নিছক মৌখিক, না তার মধ্যে লজ্জার গভীর অনুভূতি রয়েছে। যদি নিজের ভুল সংশোধনের জন্যে তাকে অস্থির ও উৎকণ্ঠিত দেখা যায় এবং তার প্রতিটি কথা থেকে এ কথা প্রকাশ হয় যে, তার জীবনে যে ঈমানী ত্রুটির চিত্র ভেসে উঠেছিল তাকে মুছে ফেলার ও তা সংশোধন করার জন্য সে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে যথার্থই লজ্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এ লজ্জা ও অনুশোচনাই হবে তার ঈমান ও আন্তরিকতার প্রমাণ।

মুহাদ্দিসগণ এ আয়াতগুলো নাযিলের পটভূমি হিসেবে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা থেকে এ বিষয়বস্তুটি আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতগুলো আবু লুবাবাহ ইবনে আবদুল মুনযির ও তাঁর ছ'জন সাথির প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। হিজরতের আগে আকাবার বাইআতের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু লুবাবাহ ছিলেন তাদের একজন।

বদর, ওহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি বরাবর অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মানসিক দুর্বলতা তাঁর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কোনো প্রকার শরয়ী ওযর ছাড়াই তিনি ঘরে বসে থাকেন। তাঁর অন্য সাথিরাও ছিলেন তাঁরই মতো আন্তরিকতা সম্পন্ন। তাঁরাও এ একই প্রকার দুর্বলতার শিকার হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের মতামত কি তা তারা জানতে পারলেন, তখন তাঁরা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হন। কোনো প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তাঁরা নিজেদেরকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদের মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার - নিদ্রা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলেও আমরা তার পরোয়া করবো না। কয়েক দিন পর্যন্ত এভাবেই তাঁরা বাঁধা অবস্থায় অনাহার অনিদ্রায় কাটান। এমনকি একদিন তাঁরা বেহুশ হয়ে পড়ে যান। শেষে তাদের জানানো হলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফরয থেকে গাফিল করে দিয়েছিল তা এবং নিজেদের সমস্ত ধন সম্পদ আমরা আল্লাহ্‌র পথে দান করে দেবো, এটাও আমাদের তাওবার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত ধন - সম্পদ দান করে দেবার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তদনুসারে তখনই তাঁরা সেগুলো আল্লাহ্‌র পথে ওয়াক্ফ করে দেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার জানা যায়, কোন্ ধরনের দুর্বলতা আল্লাহ্ মাফ করেন। উল্লেখিত মহান সাহাবীগণ এ ধরনের আন্তরিকতাহীন আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং তাঁদের বিগত জীবনের কার্যকলাপ তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ ছিল। এবারেও রাসূল (সা.) এর নিকট তাঁদের কেউ মিথ্যা অজুহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের ভুলকে নিজেরাই অকপটে ভুল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাঁরা ভুলের স্বীকারোক্তি সহকারে নিজেদের কার্যধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যথার্থই লজ্জিত হয়েছেন এবং নিজেদের গুনাহ মাফ করাবার জন্য তাঁরা অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন।

এখানে আলোচ্য আয়াতটিতে আরেকটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে, গুনাহ মাফের জন্য মুখ ও অন্তর দিয়ে তাওবা করার সাথে

সাথে বাস্তব কাজের মাধ্যমেও তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ দান করা হচ্ছে বাস্তব তাওবার একটি পদ্ধতি। এভাবে নফসের মধ্যে যে দূষিত ময়লা আবর্জনা লালিত হচ্ছিল এবং যার কারণে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এবং ভালো ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাবার যোগ্যতা বেড়ে যায়। গুনাহ্ করার পর তা স্বীকার করার ব্যাপারটি এমন যেমন এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিজের পড়ে যাওয়াটা সে অনুভব করতে পারে। তারপর নিজের গুনাহের উপর তার লজ্জিত হওয়াটা এ অর্থ বহন করে যে, এ গর্তকে সে নিজের অবস্থানের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা মনে করে এবং এ জন্য ভীষণ কষ্ট অনুভব করতে থাকে। এরপর সাদকা, দান-খয়রাত এবং অন্যান্য সৎ কাজের মাধ্যমে এর ক্ষতি পূরণ করার প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে গর্ত থেকে বের হয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে এবং হাত-পা ছুঁড়ছে।[১]

৬. হকদারের হক ফেরত দেয়া তাওবার শর্ত

যারা মানুষের প্রতি যুল্ম করার এবং মানুষের অধিকার হরণ করার পাপ করেন, তাদের পাপ গুরুতর পাপ। এ ধরনের পাপের রয়েছে বহু ধরন ও অবস্থা। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা।
২. অন্যায়ভাবে কারো প্রতি যুল্ম - নির্যাতন করা।
৩. কারো অর্থ সম্পদ হরণ করা। আত্মসাৎ করা।
৪. উত্তরাধিকার হরণ করা/কব্জা করে রাখা।
৫. জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা।
৬. কারো ইজ্জত আবরু, মান-সম্মান ও মর্যাদা হানি করা।
৭. অন্যান্য মানবাধিকার হরণ করা।

এভাবে মানুষের হক নষ্ট করার বহু ধরন-ধারণ ও প্রকার - প্রকরণ রয়েছে। আপনি যদি কারো প্রতি যুলম করে থাকেন, কিংবা কারো হক নষ্ট করে থাকেন, সেটা যে কোনো ধরনের হক বা অধিকারই হোকনা কেন, তবে আপনি এক গুরুতর পাপ করেছেন। এ পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে আপনাকে তো অবশ্যি তাওবা করতে হবে। তাওবার যেসব শর্ত এবং অঙ্গ - উপাদান ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো সবই আপনাকে আন্তরিকতার সাথে

---

১. সাইয়েদ মওদূদী রহ., তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত তাওবা: টীকা-৯৯।

সম্পাদন করতে হবে। সেই সাথে তাওবার অংশ হিসেবে আরো অতিরিক্ত কতিপয় কাজও আপনাকে সম্পাদন করতে হবে। সেগুলো হলো :

১. আপনাকে হকদারের হক ফেরত দিতে হবে।

২. সেগুলো ফেরত দেয়ার মতো না হলে, সেগুলোর ন্যায় ও গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৩. হকদারের মৃত্যু হয়ে থাকলে তার উত্তরাধিকারীদের নিকট তার হক ফেরত দেবেন।

৪. হকদার বা তার কোনো উত্তরাধিকারী যদি পাওয়া না যায়, কিংবা হকদার যদি চিহ্নিত করা না যায়, কিংবা হকদার যদি এতো অগণিত ও অসংখ্য হয় - যাদের কাছে পৌঁছা অসম্ভব, সেক্ষেত্রে হক যদি অর্থ সম্পদ হয়ে থাকে, তবে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেবেন, অথবা কোনো ভালো কাজে দিয়ে দেবেন।

৫. হক যদি অর্থ সম্পদ অর্থাৎ ফেরত দেয়ার মতো না হয়ে থাকে, কিংবা ক্ষতিপূরণ প্রদানের মতোও না হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মাফ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৬. হক ফেরত দেয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পরও এমনকি মাফ চেয়ে নেয়ার পরও আপনি যার বা যাদের হক নষ্ট করেছিলেন, সারাজীবন তাদের উপকার ও কল্যাণ করে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করে যেতে হবে।

৭. হক ফেরত দেয়া, ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, কিংবা মাফ নেয়ার কোনো সুযোগ যদি না পান, কিংবা আপনি যদি সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে গিয়ে থাকেন– এমতাবস্থায় সারাজীবন আপনি মহান দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে অনুশোচনা করবেন, ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং কান্নাকাটি করতে থাকবেন। আশা করা যায় এভাবে আপনি দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা লাভের উপযুক্ত হবেন।

৭. বারবার তাওবা করা মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য

মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ্‌র প্রতি যখন তাঁরই সৃষ্টি একজন মানুষ ঈমান আনে, তখন সে মূলত নিজের জান-মালকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে দেয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় দাসের এই সমর্পণকে গ্রহণ করেন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ভিত্তিতে। যে কেউ ঈমান আনার মাধ্যমে নিজের জান-মাল আল্লাহ্‌র কাছে সঁপে দেবে, আল্লাহ্ তার জান-মাল ক্রয় করে

নেন একটি চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তি অনুযায়ী মুমিনের জান-মালের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন, আর মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে বিক্রয় করে দেয়া জান-মালকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে নিয়োজিত ও বিনিয়োগ করবে। আল্লাহ্র সাথে চুক্তিবদ্ধ এই মুমিনের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় বারবার আল্লাহ্র নিকট তাওবা করা। অর্থাৎ বারবার আল্লাহ্মুখী হওয়া, বারবার আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা। মহান আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ التوبه/١١١-١١٢

অর্থ : আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে লড়তে থাকে এবং মরে ও মারে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুমিনদের জান্নাত প্রদানের এই ওয়াদা একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা- যা তিনি করেছেন তাওরাত, ইনজিল এবং আল কুরআনে।

আর আল্লাহ্র চাইতে বড় ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই আল্লাহ্র সাথে যে কেনা-বেচা তোমরা করেছো, সে জন্যে খুশি হয়ে যাও। মূলত এ এক মহা সাফল্য। (আল্লাহ্র সাথে কেনা-বেচার চুক্তিতে আবদ্ধ এই মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো) তারা বারবার আল্লাহ্র দিকে তাওবাকারী, তাঁর দাসত্বের জীবন যাপনকারী, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যমীনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সাজদায় মাথা অবনতকারী, ভালো কাজের আদেশ দানকারী, মন্দকাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহ্র দীন ও শরীয়ার সীমানা সংরক্ষণকারী। সুতরাং হে নবী! তুমি এই মুমিনদের সুসংবাদ দাও।" (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ১১১-১১২)

এই দুটি আয়াতে মুমিনদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তারা যে বারবার তাওবাকারী আদর্শ মানুষ, সে বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই

বলা হয়েছে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে :

"মূল আয়াতে اَلتَّائِبُوْنَ (আত্ তা-য়েবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'তাওবাকারী'। কিন্তু যে বর্ণনা রীতিতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা করা ঈমানদারদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, তারা কেবলমাত্র একবার তাওবা করে না, বরং সবসময় তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। কাজেই এ শব্দটির মূল প্রাণ সত্ত্বা প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এভাবে করেছি, 'তারা আল্লাহ্র দিকে বারবার ফিরে আসে।' মুমিন যদিও তার পূর্ণ চেতনা ও সংকল্প সহকারে আল্লাহ্র সাথে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ কেনা-বেচার কারবার করে, কিন্তু যেহেতু বাইরের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই অনুভূত হয় যে, প্রাণ তার নিজের এবং ধনও তার নিজের আর তাছাড়া এ প্রাণ ও ধনের আসল মালিক মহান আল্লাহ্ কোনো মূর্ত সত্তা নন, বরং একটি যুক্তিগ্রাহ্য সত্তা। তাই মুমিনের জীবনে বারবার এমন সময় আসতে থাকে যখন সে সাময়িকভাবে আল্লাহ্র সাথে করা তার কেনা-বেচার চুক্তি ভুলে যায়। এ অবস্থায় এ চুক্তি থেকে গাফিল হয়ে সে কখনো সীমালংঘন করে বসে। কিন্তু একজন প্রকৃত ও যথার্থ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, এ সাময়িক ভুলে যাওয়ার হাত থেকে যখনই সে রেহাই পায়, তখনই নিজের গাফলতির পর্দা ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসে এবং অনুভব করতে থাকে যে, অবচেতনভাবে সে নিজের অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছে। আর তখন তখনই সে লজ্জা অনুভব করে, তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা চায় এবং নিজের অঙ্গীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়।

এ বারবার তাওবা করা, বারবার আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা এবং প্রত্যেকটি পদস্খলনের পর বিশ্বস্ততার পথে ফিরে আসাই ঈমানের স্থিতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নয়তো যেসব মানবিক দুর্বলতা সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর উপস্থিতিতে তার পক্ষে এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহ্র হাতে একবার ধন-প্রাণ বিক্রি করার পর চিরকাল পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এ কেনা-বেচার দাবি পূরণ করতে থাকবে এবং কখনো গাফলতি ও বিস্মৃতির শিকার হবে না। তাই মহান আল্লাহ্ মুমিনের সংজ্ঞা

এরকম বলেননি যে, বন্দেগির পথে এসে কখনো যার পা পিছলে যায় না সেই মুমিন। বরং বারবার পা পিছলে যাবার পরও প্রতিবারই সে একই পথে ফিরে আসে, এটিকেই আল্লাহ্ মুমিনের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মানুষের আয়ত্বের ভেতরের শ্রেষ্ঠতম গুণ।

আবার এ প্রসঙ্গে মুমিনদের গুণাবলীর মধ্যে সবার আগে তাওবার কথা বলার আর একটি উপযোগিতাও রয়েছে। আগে থেকে যে ধারাবাহিক বক্তব্য চলে আসছে তাতে এমনসব লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যাদের থেকে ঈমান বিরোধী কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই তাদেরকে ঈমানের তাৎপর্য ও তার মৌলিক দাবি জানিয়ে দেবার পর এবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মুমিনদের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে: যখনই বন্দেগির পথ থেকে তাদরে পা পিছলে যায় তারা যেনো সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেদিকে ফিরে আসে। নিজেদের সত্য বিচ্যুতির ওপর যেনো অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং পিছনের দিকে বেশি দূরে চলে না যায়"[২]

❖❖❖

২. সাইয়েদ মওদূদী রহ.: তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত তাওবা, টীকা ১০৮।

১১

তাওবাকারীদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমা

আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা বান্দি তাঁর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির তাড়নায় তাওবা করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়াবান।

তিনি নিজেই আল কুরআনে তাওবাকারীদের প্রতি তাঁর ক্ষমার কথা ঘোষণা করেছেন। তাদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর দাসদের তাওবায় তিনি যারপরনাই খুশি হন।

রসূলুল্লাহ সা. তাওবাকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার পরম সান্ত্বনাবাণী উম্মতকে শুনিয়ে গেছেন। দেখুন তাওবাকারীদের ব্যাপারে দয়াময় আল্লাহ্‌র স্নেহ ও ভালবাসাময় ক্ষমার বাণী। সেই সাথে রয়েছে এ সংক্রান্ত হাদিসও।

১. আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী পরম দয়াবান ক্ষমাশীল

যারা নিজেদের গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাওবা করেন, দয়াময় আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেন। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা করার জন্যে বারবার বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ النصر/٣

অর্থ : অতএব তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ্ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী। (সূরা ১১০ আন্ নস্‌র : আয়াত ৩)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. البقره/٢٢٢

অর্থ : "আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন আরো ভালোবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত - ২২২)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ

ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ النساء/٦٤

অর্থ : অপরাধ করে নিজেদের প্রতি যুল্ম করার পর তারা (মুনাফিকরা) যদি (হে নবী) অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে আসে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায় আর রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমার আবেদন করে, তবে তারা অবশ্যি আল্লাহ্‌কে অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুই পাবে। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত - ৬৪)

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ التوبه/١٠٤

অর্থ : এরা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদাকা (দান) গ্রহণ করে থাকেন, আর একমাত্র আল্লাহ্ই সেই মহান সত্তা যিনি তাওবা কবুলকারী পরম দয়াবান। (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ১০৪)

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُوْنَ ـ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا لصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ـ

অর্থ : তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তোমরা যা কিছুই করো সবই তিনি অবহিত। যারা ঈমানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে এবং আমলে সালেহ্ করে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি বৃদ্ধি করে দেন নিজের অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে কাফিরদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। (সূরা ৪২ আশ্ শূরা : আয়াত - ২৫-২৬)

আল্লাহ্‌র কোনো বান্দাহ যদি পাপ করে ফেলে আর এ কারণে তার বিবেক যদি তাকে দংশন করে এবং লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ পাক তার তাওবা কবুল করে নেন। কারণ তিনি 'তাউয়াব' - অতীব তাওবা কবুলকারী। তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। পাপ করার পর লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এলে তিনি ক্ষমা করে দেন।

২. গজব অনিবার্য হলেও তাওবা করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন

রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলের অনুসারীদের জন্যে যে শরীয়ত নাযিল করেন, তা লংঘন করলে তাদের উপর আল্লাহ্র গজব অবধারিত হয়ে যায়। আর যার বা যাদের উপর আল্লাহ্র গজব (ক্রোধ) অবধারিত হয়ে যায়, তার বা তাদের ধ্বংস তো অনিবার্য। কিন্তু এ অবস্থায়ও যদি লোকেরা লজ্জিত হয়, অনুতপ্ত হয়, তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় আর শরীয়তের সীমার মধ্যে ফিরে আসে, তবে তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ্র ক্ষমা অবধারিত। তিনি বলেন :

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ج وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى - وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى -

অর্থ : "তোমাদের জন্যে আমার দান করা অবারিত জীবিকা থেকে ভালো ও পবিত্রগুলো তোমরা আহার করো। (এ ক্ষেত্রে) আমার বেঁধে দেয়া সীমা লংঘন করোনা। করলে তোমাদের প্রতি আমার গজব (ক্রোধ) অবধারিত হয়ে পড়বে। আর যার উপর আমার গজব অনিবার্য হয়ে পড়ে, সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। তবে আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি অবশ্যি পরম ক্ষমাশীল, যে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে (তাওবা করে), ঈমান আনে, আমলে সালেহ্ করে এবং হিদায়াতের উপর অটল অবিচল হয়ে থাকে।" (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৮১-৮২)

অর্থাৎ এ ধরনের অপরাধীদের জন্যে ক্ষমা পাওয়ার শর্ত চারটি:

১. তাওবা করা। সীমালংঘনের কাজ থেকে বিরত হওয়া এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ও শরীয়তের মধ্যে ফিরে আসা।
২. ঈমান আনা বা ঈমানের পথে অটল অবিচল হয়ে চলতে থাকা।
৩. আমলে সালেহ্ অর্থাৎ শুদ্ধ, সৎ, ভালো ও ন্যায় কাজে তৎপর থাকা।
৪. হিদায়াতের উপর অটল থেকে জীবন যাপন করা।

৩. তাওবাকারীদের প্রতি দয়া করা আল্লাহ্ নিজের জন্যে লিখে নিয়েছেন

আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করার এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করার পর ঈমানদার ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়ে দয়া ও ক্ষমার আশা নিয়ে তাঁরই দরবারে ফিরে আসে, ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং নিজেকে সুধ্রে নেবার অঙ্গীকার করে, তবে এমন লোকদের প্রতি দয়া করাটাকে দয়াময় আল্লাহ্ নিজের জন্যে

লিখে (অবধারিত করে) নিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِايتِنَا فَقُلْ سَلمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا اَنَّه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً م بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ م بَعْدِه وَاَصْلَحَ لا فَانَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

অর্থ : "আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনা লোকেরা যখন (হে নবী!) তোমার কাছে আসে, তখন তুমি তাদের বলো: 'আস্সালামু আলাইকুম - তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রভু দয়া করাটাকে নিজের উপর লিখে (কর্তব্য করে) নিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতাবশত পাপকর্ম করে ফেলে, তারপর অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে (তাওবা করে) এবং নিজেকে এস্লাহ্ করে নেয়, তবে অবশ্যি তিনি তার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সূরা ৬ আল আনআম : আয়াত - ৫৪)

এ প্রসংগে আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সহীহ বুখারিতে উল্লেখ হয়েছে। হাদিসটি হলো :

لَمَّا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابِه وَيَكْتُبُ فِى نَفْسِه وَهُوَ وُضِعَ عِنْدَه عَلَى الْعَرْشِ : اِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِىْ - (بخارى)

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা যখন গোটা সৃষ্টি কূলকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর নিকট আরশে রক্ষিত কিতাবে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখে রাখেন: আমার রোষের উপর আমার রহম বিজয়ী। (সহীহ বুখারি)

৪. তাওবাকারীদের জন্যে নিকটবর্তী ফেরেশ্তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে

যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে এবং অটল হয়ে আল্লাহ্র পথে চলে, তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফেরেশ্তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। সেইসব ফেরেশ্তারা, যারা আল্লাহ্র আরশ বহন করে এবং ঘিরে রাখে। এসব ফেরেশ্তারা তাওবাকারীদের পক্ষে সুপারিশ করে। বলে: প্রভু! তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাদের নেককার বাবা মা এবং সন্তানদেরও প্রবেশ করাও। দেখুন, আল্লাহ্র প্রকাশিত সংবাদ :

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِه وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

الْجَحِيْمِ. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. وَقِهِمُ
السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَه وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : যেসব (ফেরেশ্‌তা) বহন করছে (আল্লাহ্‌র) আরশ, আর যারা রয়েছে এর চারপাশে, তারা তাদের প্রভুর প্রশংসার তাসবীহ্ করে এবং তাঁর প্রতি রাখে অবিচল আস্থা (ঈমান)। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুমিনদের জন্যে। তারা বলে : আমাদের প্রভু! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুর উপর পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তাওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের রক্ষা করো জাহান্নামের আযাব থেকে। হে প্রভু! এবং তাদের দাখিল করো সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো। তাদের বাবা মা, স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে যারা পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করেছে, তাদেরকেও দাখিল করো সেই জান্নাতে। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশীল, মহাজ্ঞানী। আর তুমি তাদের রক্ষা করো পাপকর্ম থেকে। সেদিন তুমি যাকে রক্ষা করবে পাপের (শাস্তি) থেকে, তাকে তো তুমি নিজের রহমতের ছায়াতলেই স্থান দিলে। আর সেটাই তো মহাসাফল্য। (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ৭ - ৯)

৫. ক্ষমা প্রার্থীর প্রতি আল্লাহ্ দয়াময় বন্ধুসুলভ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ

অর্থ : তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো, অতপর তাঁরই দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়ালু বন্ধুসুলভ। (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৯০)

মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই। তাদের তিনি অযথা শাস্তি দিতে চান না। নিজের বান্দাদের মারপিট করে তিনি খুশি হন না। মানুষ যখন নিজেদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে সীমা অতিক্রম করে যায় এবং কোনো প্রকারেই বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে বিরত হয় না, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের শাস্তি দেন। নয়তো তাঁর অবস্থা তো হলো এই যে, হে মানুষ ! হে মুমিনরা! তোমরা যতোই দোষ করো না কেন, যখনই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে তখনই তাঁর হৃদয়কে

নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাবে। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসাতো সীমাহীন।

এ বিষয়বস্তুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোনো ব্যক্তির উট যদি কোনো বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থেকে থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশি হবে, আল্লাহ্র পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ্ তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এর চেয়ে আরো বেশি মর্মস্পর্শী। হযরত উমর (রা.) বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলো। তার দুগ্ধপোষ্য শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল। মাতৃস্নেহে সে এতই অস্থির হয়ে পড়ে যে, সে কোনো বাচ্চা সামনে দেখলেই তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরতো এবং নিজের বুকের দুধ তাকে পান করাতে থাকতো। তার এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো এ মা তার নিজের বাচ্চাকে নিজের হাতে আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে? আমরা জবাব দিলাম: কখনো নয়, তার নিজের ছুঁড়ে দেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বাচ্চা নিজেই যদি আগুনে পড়ে যায় তাহলে সে তাকে বাঁচাবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি বলেন :

اَللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا

অর্থ : "এ মহিলা তার বাচ্চার প্রতি যে পরিমাণ অনুগ্রহশীল আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাঁর বান্দার প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি।"

আর এমনি চিন্তা ভাবনা করলে একথা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহ্ই তো বাচ্চার লালন পালনের জন্য মা বাপের মনে স্নেহ প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নয়তো আল্লাহ্ যদি এ স্নেহ প্রীতি সৃষ্টি করে না দিতেন তাহলে বাচ্চাদের মা বাপের চেয়ে বড় শত্রু আর হতো না। কারণ সন্তানরাতো মা-বাপের জন্য হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক। এখন যে আল্লাহ্ মাতৃ-পিতৃস্নেহের স্রষ্টা তার নিজের মধ্যে নিজের সৃষ্টির জন্য কি পরিমাণ স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা থাকবে, এ কথা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই আন্দাজ করতে পারেন।

৬. নিষ্কলুষ তাওবাকারীর প্রতি আল্লাহ্ দরিয়া দিল

গুনাহ্ করে ফেলার পর কারো যদি বোধোদয় হয়, সে যদি এর জন্যে চরম লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং এর থেকে মুক্ত হবার জন্যে পরম দয়াবান প্রভু আল্লাহ্র কাছে বিনীত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে পরম দয়ালু পরম মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। এ প্রসঙ্গে এখানে আমরা কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ص قَالَ : اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبْتُ فَاغْفِرْلِى فَقَالَ رَبُّه اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَه رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأخُذُ بِه غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ - ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا اَوْ قَالَ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ اَوْ اَصَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَه رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأخُذُ بِه غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ - ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ اَصَابَ ذَنْبًا - فَقَالَ اَصَبْتُ اَوْ اَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِى فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَه رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأخُذُبِه؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثَلاَثًا -

অর্থ : আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম সা. কে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহ্র এক বান্দা গুনাহ করলো, অতপর দু'আ করলো : ওগো রব! আমি গুনাহ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দাও।' জবাবে তার রব বললেন : 'আমার বান্দাহ কি জানে যে তার এমন একজন রব আছেন যিনি গুনাহ্ মাফ করে থাকেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করে থাকেন? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।' অতপর আল্লাহ্র যতোদিন ইচ্ছা ততোদিন সে এ অবস্থায় থাকলো এবং পুনরায় গুনাহ করে ফেললো। আবারো আল্লাহ্র দরবারে সে আরয করলো: 'ওগো আমার রব আমি আরেকটা গুনাহ করে ফেলেছি। আমার গুনাহ্টি মাফ করে দাও!' তখন আল্লাহ্ বলেন: 'আমার বান্দা কি জানে যে, তার এমন একজন রব আছেন যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।' অতপর আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী সে কিছুদিন এ অবস্থায় কাটালো এবং পুনরায় গুনাহ

করে বসলো। এবারও সে বললো: 'ওগো আমার পরওয়ারদেগার! আমি আরেকটি গুনাহ্ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহটিও মাফ করে দাও।' তখন তার রব বলেন : 'আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন রব আছেন? তিনি গুনাহ্ মাফ করেন, আবার গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন? আচ্ছা, আমি আমার বান্দার গুনাহ্ মাফ করে দিলাম।'-একথা তিনি তিনবার বলেন।" (সহীহ্ বুখারি, সহীহ্ মুসলিম)

আল্লাহ্র কোনো বান্দা যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র পথে চলেন আর পথিমধ্যে আকস্মিকভাবে পদস্খলন হয়ে যায়, আর সাথে সাথে আল্লাহ্র দরবারে কেঁদে পড়েন, এমন মুখলিস বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দেন এবং বারবার মাফ করে দেন। কুরআনে আল্লাহ্ পাক তাঁর খালিস বান্দাহ্দের লক্ষ্য করে বলেছেন : 'তোমরা আমার রহ্মত থেকে নিরাশ হয়ো না।' অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, বান্দা নিজের উপর যুল্ম করার পরও যদি আল্লাহ্কে স্মরণ করে তাঁর নিকট মাফ চায়, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি খুবই মর্মস্পর্শী এবং শিক্ষণীয় হাদিস উল্লেখ করছি। হাদিসটি হলো :

كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَه فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَاعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلى اَنْ يَّطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ إِمْرَأَتِه أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ؟ أَكَرِهْتُكِ؟ قَالَتْ لاَ وَلكِنَّ هَذَا عَمَلٌ لَّمْ اَعْمَلْه قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِى عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ اِذْهَبِىْ فَالدَّنَانِيْرُ لَكِ ثُمَّ قَالَ وَاللّه لاَ يَعْصِىْ اللّهُ الكِفْلُ اَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَّيْلَتِه فَاصْبَحَ مَكْتُوْبًا عَلَى بَابِه قَدْ غَفَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْكِفْلِ ـ

অর্থ : বনি ইসরাইলের মধ্যে ছিলো কিফল্ নামে এক ব্যক্তি। সে সর্বদা গুনাহ্ করে বেড়াতো এবং কখনো তাওবা করার অনুভূতি তার মধ্যে জাগতোনা। একবার তার কাছে আসে এক মহিলা। তার সাথে ষাট দীনারের বিনিময়ে সে ব্যভিচারের কথা ঠিক করে। কিন্তু ব্যাভিচারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মহিলাটি কাঁপতে থাকে এবং কেঁদে ফেলে। তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কাঁদছো কেন, আমি কি তোমাকে এ কাজে বাধ্য করেছি? সে বলে, না, কিন্তু এমন কাজ আমি এর আগে কখনো করিনি। এখন

কেবলমাত্র দারিদ্রই আমাকে একাজে বাধ্য করেছে। সে বলে, যখন এখনো পর্যন্ত এ কাজ তুমি করোনি তখন এ কাজ করোনা। তারপর সে তার কাছ থেকে সরে আসে এবং বলে: যাও, এই ষাট দীনারও আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম এবং আমি আল্লাহ্র কাছে তাওবা করছি, এখন থেকে কিফল আর কখনো আল্লাহ্র নাফরমানি করবেনা। তারপর ঐ রাত্রেই তার মৃত্যু হয়। সকালে তার দরজায় একথাগুলো লিখিত দেখতে পাওয়া যায় : মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কিফল-এর গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মুসনাদে আহ্মদ)

পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে পেরেশান ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দেন। নিম্নোক্ত হাদিসটি এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে :

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِك بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الاَرْضِ فَدُلَّ على رَاهِبٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِه مِائَةً ثُمَّ سَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الاَرْضِ فَدُلَّ عَلى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْس فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ اِنْطَلِقْ اِلى اَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَّعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالى فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ اِلى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ اَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِه اِلَى اللّٰه تَعَالَى وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ العَذَابِ اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِى صُوْرَةِ ادَمِى فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ اَىْ حَكَمًا فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الاَرْضَيْنِ فَالى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنى فَهُوَلَه فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ اَدْنى اِلَى الاَرْضِ الَّتِىْ اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةِ فِى الصَّحِيْحِ فَكَانَ اِلَى الْقَرْيَةِ

الصَّالِحَةِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالى اِلى هذِه اَنْ تَبَاعَدِي وَاِلى هذِه اَنْ تَقَرَّبِي وَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوْهُ اِلى هذِه اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَنَاى بِصَدْرِه نَحْوَهَا ـ

অর্থ : আবু সাঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তীকালে এক লোক নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করার পর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করে। তাকে একজন সংসারত্যাগী খৃষ্টান দরবেশের সন্ধান দেয়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে বললো, সে নিরানব্বইজন লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোনো সুযোগ আছে কি? দরবেশ বললো, নেই। লোকটি দরবেশকে হত্যা করে একশত সংখ্যা পূর্ণ করলো। তারপর আবার সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করায় তাকে এক আলেমের সন্ধান দেয়া হলো। সে তার নিকট গিয়ে বললো, সে এক শত লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোনো সুযোগ আছে কি? আলেম বললেন, হ্যাঁ, তাওবার সুযোগ আছে। আর তাওবার অন্তরায় কে হতে পারে? তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র ইবাদত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত করো। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। কারণ ওটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়াগার দিকে চলতে থাকলো। অর্ধেক পথ গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ে। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়-কারা তার জান কবয করবে? রহমতের ফেরেশতারা বলে, এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফেরেশতারা বলে, লোকটি কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি। এমন সময় আর এক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের কাছে আসে। তারা তাকেই এ বিষয়ে তাদের মধ্যে শালিস মেনে নেয়। শালিস বলেন : তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখো। যে দিকটি নিকটতর হবে সেটিরই সে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেলো। ফলে রহমতের ফেরেশতারা লোকটির প্রাণ কবয করে (বুখারি ও মুসলিম)

বুখারির অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি সৎ লোকদের জনবসতির

দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়েছিল। কাজেই তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বুখারির অপর বর্ণনায় আছে: আল্লাহ্ তা'আলা একদিকের জমিকে দূরে সরে যেতে এবং অন্যদিকের জমিকে নিকটে আসতে বলে ফেরেশতাদেরকে জমি মাপার হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই তারা সৎ লোকদের জমির দিকে লোকটিকে আধ হাত বেশি নিকটবর্তী দেখতে পায়।

তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। অন্য বর্ণনায় আছে: সে নিজের বুক ঘষে অসৎ লোকদের জমি থেকে দূরে সরে গেল।

মুলত, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, মেহেরবান। অপরাধ হয়ে যাবার পর বান্দা যদি তাওবা করে, তবে এতে আল্লাহ্ পাক যারপরনাই আনন্দিত হন। রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الاَنْصَارِىِّ خَادِمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عَليه وسلم اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِه مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلى بَعِيْرِه وَقَدْ اَضَلَّهُ فِىْ اَرْضِ فَلاَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلى رَاحِلَتِه بِاَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا وَقَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِه فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِى وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَاَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ - (بخارى ومسلم)

অর্থ : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেলো (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)। ইমাম মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে: আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার খাদ্য ও পানীয়সহ তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেলো। সে নিরাশ হয়ে এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লো। এহেন

নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ তার নিকট সেই উটটিকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে সে তার লাগাম ধরে ফেললো এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলো, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু!' সে আনন্দের আতিশয্যেই ভুল করে ফেলেছে। (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

বান্দার তাওবা কবুল করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন :

وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه وسلم قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ رواهُ مُسْلِمُ

অর্থ : আবু মূসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রে তাঁর কুদরতি হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তাওবা করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আর তিনি প্রতিদিন তাঁর ক্ষমতার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তাওবা করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। (সহীহ্ মুসলিম)।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيهِ ـ

অর্থ : আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ্ কবুল করবেন। (সহীহ্ মুসলিম)।

৭. সংকল্প করেও পাপ না করলে আল্লাহ্ নেকী দান করেন

কোনো ঈমানদার ব্যক্তি যদি পাপ কাজের নিয়্যত বা সংকল্প করলো, অথচ সেই পাপ কাজটি সংঘটিত করলোনা, তবে তার পাপ তো হইবেই না, বরং সংকল্প করেও পাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে আল্লাহ্ পাক তাকে একটি নেকী দান করেন। দেখুন রসূল সা.-এর বাণী :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ فِيْمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّه

عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَه حَسَنَةً كَامِلَةً، فَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَه عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَه حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً اَوْ مَحَاهَا، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ هَالِكٌ ـ

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন : আল্লাহ্ নেকী আর বদীকে লিখে রাখেন। যখন কোনো ব্যক্তি নেকী করার নিয়্যত করে, কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারেনা, তখন তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয়। আর সে যদি কোনো নেকী করার নিয়্যত করে এবং তা সম্পাদনও করে, তবে ঐ এক নেকী আল্লাহ্র নিকট দশ থেকে সাতশত গুণ বা তার থেকেও বেশি হিসেবে লেখা হয়। আর কেউ যদি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু তা সম্পন্ন না করে, তবে তার আমলনামায় এটিকে একটি পূর্ণ নেকীরূপে লেখা হয়। যদি সে মন্দ কাজ করার নিয়্যত করে এবং তা সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ্ তার আমলনামায় কেবল একটি বদী লিখেন, অথবা যদি সে তাওবা করে তবে তা মুছে দেন। সুতরাং কেবল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিই আল্লাহ্র ওখানে ধ্বংস হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)।

এ হাদিসে আল্লাহ্র অসীম দয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে বড় দয়ার কথা আর কি হতে পারে? একটি ভালো কাজ করা হয়নি, কেবলমাত্র করার ইচ্ছা করা হয়েছে, তাতেই বান্দাহর আমলনামায় তিনি তা নেকী হিসেবে লেখেন। আর সে যদি নেকীর ইচ্ছা করে এবং সে কাজ সম্পাদন করে, তাহলে তিনি সেটিকে দশটি নেকীর সমান বলে গণ্য করেন। এমনকি সাতশত নেকী হিসেবে লেখেন; বরং তার থেকেও বেশি। অন্যদিকে কেউ মন্দ কাজের ইচ্ছা করেছে কিন্তু সে কাজ সম্পন্ন করেনি, আল্লাহ্র কাছে তা নেকী বলে গণ্য হয়। আর সে যদি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং সে কাজ সম্পন্ন করে, তাহলে মাত্র একটি বদী লেখা হয়। তবে সে যদি তাওবা করে তাহলে তাও ক্ষমা করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ কতো মহান!

৮. আল্লাহ্ চোরের তাওবাও কবুল করেন

যারা চুরি করে, নারী হোক পুরুষ হোক - একসময় তাদের মধ্যেও এই নিকৃষ্ট অপরাদের জন্যে অনুশোচনা সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ্ পাক বড়ই দয়ালু মেহেরবান। চোরও যদি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে, নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে তিনি তার তাওবাও কবুল করেন। তিনি বলেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُوا اَيدِيَهُمَا جَزَاءً م بِمَا كَسَبَا نكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ـ فَمَنْ تَابَ مِنْ م بَعْدِ ظُلْمِه وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ المائده /٤٠-٣٨

অর্থ : "পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ্ দুর্জয় শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী। তবে যে ব্যক্তি যুল্ম (চুরি) করার পর তাওবা করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন - তার প্রতি আবার অনুগ্রহের দৃষ্টি ফেরাবেন। কারণ তিনি তো ক্ষমাশীল দয়াময়। তুমি কি জাননা যে, এই পৃথিবী সমেত গোটা মহাবিশ্বের মালিকানা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান ক্ষমা করে দেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি শক্তিমান।" (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩৮ - ৪০)

চোরের হাত কাটাটা রাষ্ট্রীয় দণ্ড। এর দ্বারা চুরির পরকালীন আযাব থেকে সে মুক্তি পায় না। চুরির পরকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে তাকে অবশ্যি তাওবা করতে হবে। চুরি করার পর কেউ যদি অনুতপ্ত হয়; তবে রাষ্ট্রীয় দণ্ড হলো কি হলোনা সেটা তার বিবেচ্য বিষয় নয়। তার পেরেশানীর বিষয় হতে হবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে। তাই তাকে–

১. অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করতে হবে;
২. আর কখনো চুরি না করার অঙ্গীকার করতে হবে;
৩. নিজেকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। এ জন্যে–
   ক. সুযোগ থাকলে সাধ্যানুযায়ী হকদারের হক ফেরত দিতে হবে,
   খ. নিজের উপর কিছু কাফফারা আরোপ করে নিতে হবে।
   গ. ক্ষতিপূরণের জন্যে বেশি বেশি ইবাদত ও জনসেবা করা উচিত।

ঘ. সারাজীবন আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত থাকা উচিত এবং
ঙ. বারবার তাওবা করা এবং পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টা করা উচিত।

৯. আল্লাহ্ মুনাফিকদের তাওবাও কবুল করেন - যদি তারা

আল্লাহ্ পাক এতোই দয়াবান ও করুণাময় যে, তিনি মুনাফিকদের তাওবাও কবুল করেন।

মুনাফিক হলো তারা, যারা ইসলামের ব্যাপারে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। তারা মুখে নিজেদেরকে 'মুসলিম' বা 'মুমিন' বলে দাবি করে। তারা মুমিনদের বলে: 'আমরা তোমাদেরই লোক।' কিন্তু বাস্তবে তাদের কাজ-কর্ম, আচার - আচরণ, আমল - আখলাক, কাফিরদেরই মতো। তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে সম্পর্ক রাখে। মুসলমান হিসেবে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নামাযের জামাতেও তারা শরিক হয় লোক দেখাবার জন্যে। তারা নামায ও অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। সুবিধা হাসিল ও বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে তারা ইসলাম এবং কুফর কোনোটার সাথেই সম্পর্ক ত্যাগ করে না।

এই মুনাফিকরাও যদি তাওবা করে একনিষ্ঠভাবে ইসলামকে আকঁড়ে ধরে, তবে আল্লাহ্ পাক তাদের তাওবাও কবুল করেন। তাদের অতীতকে ক্ষমা করে দেন। তাদের পুরস্কৃত করেন। তিনি বলেন, কেউ আমার কৃতজ্ঞ হয়ে গেলে তাকে শাস্তি দেয়া তো আমার কাজ নয়। দেখুন দয়াময় আল্লাহ্‌র বাণী :

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى
الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ
قَلِيْلاً ـ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ صلے لآَ اِلٰى هٰٓؤُلآَءِ وَلآَ اِلٰى هٰٓؤُلآَءِ ط
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَه سَبِيْلاً ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لاتَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ
تَجْعَلُوْا لِلّٰه عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ـ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ
الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰه وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰه فَاُولٰٓئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ مَا
يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ـ

অর্থ : মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে ধোকাবাজি করে। তিনি তাদেরকে অবশ্যি ধোকাবাজির শাস্তি প্রদান করবেন। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় - আলস্য ও শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। তারা নামাযে দাঁড়ায় লোক দেখাবার জন্যে। আল্লাহ্‌কে তারা কদাচিৎই স্মরণ করে। তারা দোটানায় দোদুল্যমান। না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন, তার জন্যে তুমি কোনো পথ পাবে না। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের (অর্থাৎ এই মুনাফিকদের) কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র জন্যে স্পষ্ট প্রমাণ বানিয়ে রাখতে চাও? জেনে রাখো, মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের একেবারে নিম্নতম গহ্বরে। তুমি তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারীই পাবে না। তবে যারা (নিজেদের মুনাফিকীর ব্যাপারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে) তাওবা করবে, নিজেদের শুদ্ধ - সংশোধন করে নেবে, অটল হয়ে আল্লাহ্‌কে অবলম্বন করবে এবং নিজেদের আনুগত্যকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে একনিষ্ঠ করে নেবে, তারা অবশ্যি মুমিনদের সাথে থাকবে আর আল্লাহ্ তো মুমিনদের মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। তোমরা যদি শোকর আদায় করো এবং অটল হয়ে ঈমানের পথ অবলম্বন করো, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র কি কাজ? আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, মহাজ্ঞানী। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৪২-১৪৭)

এ আয়াতগুলোতে দ্বিমুখী নীতি ও আচরণ অবলম্বনকারী, দোদুল্যমান মুসলিম, লোক দেখানো নামাযী এবং আল্লাহ্‌র কাজে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী (মুনাফিক) লোকদের তাওবা কবুল করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের তাওবাও কবুল করা হবে–

১. যদি তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়, তাওবা করে;
২. যদি তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, শুধরে নেয়;
৩. যদি তারা অটল হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে (আল্লাহ্‌র বিধানকে) অনুসরণ ও অবলম্বন করে;
৪. যদি তারা নিজেদের আনুগত্যকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে একমুখী ও একনিষ্ঠ করে নেয় এবং
৫. যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকরগুজার থেকে ঈমানের পথে অটল - অবিচল হয়ে চলে।

আল্লাহ্ তা'আলা সবচাইতে বেশি ক্রুদ্ধ হন মুনাফিকদের প্রতি। অর্থাৎ দ্বিমুখী নীতি ও আচরণ অবলম্বনকারীদের প্রতি। কথায় ও কাজে বৈপরিত্য অবলম্বনকারীদের প্রতি। এ জন্যে তিনি জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থানে তাদের

নিক্ষেপ করার ঘোষণা দিয়েছেন আল কুরআনে। তবে তিনি এতোই দয়াময় যে, এসব লোকদেরও তিনি ক্ষমা করে দেন যদি তারা তাওবা করে, অর্থাৎ উপরোক্ত ধরনের প্রকৃত তাওবা করে।

১০. 'শাহাদাহ্' গোপনকারীদের তাওবাও আল্লাহ্ কবুল করেন

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ 'কবিরা গুনাহের পরিচয়' অধ্যায়ে কিতমানুশ্ শাহাদাহ্ (كِتْمَانُ الشَّهَادَةَ) প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। সে আলোচনা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পেরেছি– আল্লাহ্র কিতাব, কিতাবে প্রদত্ত জীবন বিধান, জীবন ব্যবস্থা, আইন-কানুন, বিধি-বিধান, হুকুম আহ্কাম, ডিক্রি, ম্যান্ডেট, সাক্ষ্য ও তথ্য গোপন করা সবচে' বড় কবিরা গুনাহ্সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এই গুনাহের ভয়াবহ পরিণতির কথাও আমরা সেখানে কুরআন মজিদ থেকে উল্লেখ করেছি।

যারা এতো বড় অপরাধ করলো, এই জঘন্য অপরাধীরাও যদি তাওবা করে, তবে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাদেরকেও ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا اُوْلٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ. اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ج وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. (البقره/١٦٠-١٥٩)

অর্থ : "আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছি, আল কিতাবে সেগুলো মানুষের জন্যে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা সেগুলো গোপন করে, গোপন রাখে, তাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন আল্লাহ্ এবং অভিশাপ প্রদান করে অভিশাপ প্রদানকারীরা। তবে যারা– তাওবা করে, নিজেদেরকে এস্লাহ্ (সংশোধন) করে নেয় এবং (এতোদিন যা গোপন করেছিল, তা) স্পষ্টভাবে প্রকাশ ও প্রচার করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করে তাদের ক্ষমা করে দিই। কারণ, আমি তো অতীব তাওবা কবুলকারী পরম দয়াময়।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৫৯-১৬০)

হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাক এইসব অপরাধীদেরও ক্ষমা করে দেবেন। তবে এর জন্যে তিনি কয়েকটি শর্তারোপ করেছেন। সেগুলো হলো :

১. তাওবা করা। অর্থাৎ অতীতের অন্যায় ও অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

২. নিজেকে সংশোধন করে নেয়া। অর্থাৎ অপরাধের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। সেই অপরাধকে ঘৃণা করা এবং কখনো যেনো তার দ্বারা ঐ অপরাধ আর সংঘটিত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

৩. এতোদিন যে সত্য গোপন করে রেখেছিল, তা জানা, মানা এবং প্রচার ও প্রকাশ করা। তা প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করার সর্বাত্মক চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। তা জানা, মানা, প্রচার করা, প্রকাশ করা এবং প্রতিষ্ঠিত করার কাজে জান-মাল উৎসর্গ করা। এ কাজকে নেশা ও মিশন হিসাবে গ্রহণ করা।

আল্লাহ্র কিতাব ও বিধান গোপন করার জঘন্য অপরাধ যারা করবে, তারাও যদি এই তিনটি শর্ত পূরণ করে ক্ষমা চায়, তবে দয়াময়- রহমান তাদেরকেও ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা করাই তাঁর নীতি।

কিন্তু যারা নিজেদের এই জঘন্য অপরাধের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে না, তাওবা করবেনা, ক্ষমা চাইবেনা এবং আল্লাহ্র রহমতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেনা, তাদের জন্যে তো আল্লাহ্র লা'নত এবং অনন্ত আযাব অবধারিত। উপরোক্ত দুটি আয়াতের পরের দুই আয়াতেই আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لا خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ - (البقره/١٦٢-١٦١)

অর্থ : যারা (আমার অবতীর্ণ কিতাবে প্রদত্ত হুদা ও বাইয়্যেনাত গোপন করা থেকে) বিরত হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এই অস্বীকৃতির উপরই যাদের মৃত্যু হয়, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ অবধারিত এবং ফেরেশতাকূল ও সকল মানুষের অভিশাপ। চিরদিন থাকবে তারা তাতে। কখনো লঘু করা হবেনা তাদের শাস্তি এবং বিরাম বিরতিও দেয়া হবেনা তাতে। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৬১-১৬২)

❖❖❖

১২

আম্বিয়ায়ে কিরামের তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা

১. আম্বিয়ায়ে কিরামও তাওবা করেছেন

আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামও তাঁদের ভুলের জন্যে তাওবা করেছেন। তাওবার প্রধান ও মৌলিক অংশ তিনটি।

ক. ভুলের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া,

খ. ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং

গ. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসা।

নবীগণের মধ্যে যাঁরই কোনো ভুল হয়ে গিয়েছিল, তিনি সাথে সাথে এই তিনটি প্রক্রিয়ায় মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তাওবা করেছেন। কুরআন মজিদেই কয়েকজন সম্মানিত নবীর (আ.) তাওবার কথা উল্লেখ হয়েছে। আমরা কুরআন মজিদ থেকে তাদের তাওবার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

২. আদম আলাইহিস্ সালামের তাওবা

আল্লাহ্ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন। প্রথমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে কিছুদিন জান্নাতে বসবাস করতে দেন। এ উদ্দেশ্যে সেখানে আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতি কিছু বিধি নিষেধও আরোপ করেন। তাঁদের পরীক্ষার জন্যে সেখানে ইবলিসকেও প্রতারণার সুযোগ দেন।

দেখা গেলো, ইবলিস নানা কৌশলে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে তাঁরা ইবলিসের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে সাময়িকভাবে আল্লাহ্‌র আরোপিত বিধি নিষেধ লংঘন করে ফেলেন। যে গাছটির ফল খেতে আল্লাহ্ তাঁদের নিষেধ করেছেন, তাঁরা প্রতারিত হয়ে সে গাছটির ফল খেয়ে বসেন।

আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার সাথে সাথে তাঁদের শরীর থেকে জান্নাতী পোশাক খসে পড়তে থাকে। তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে থাকেন আর সেই সাথে সহসাই তাঁরা সচেতন হয়ে উঠেন এবং উপলব্ধি করেন তাঁরা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে ফেলেছেন। ফলে তাঁরা পেরেশান হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেদের এই অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চান, তাওবা করতে চান। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার ও

তাওবা করার ভাষা তাঁদের জানা ছিলনা। দয়াময় আল্লাহ্ তাঁদের এই অন্তরগত অনুশোচনার প্রেক্ষিতে তাঁদেরকে ক্ষমা চাওয়ার ও তাওবা করার ভাষা শিখিয়ে দেন। ফলে পৃথিবীর এই প্রথম মানব যুগল নিজেদের ভুলের জন্যে মানব ইতিহাসের প্রথম তাওবা করেন এভাবে:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

অর্থ : আমাদের প্রভু! আমরা তোমার হুকুম অমান্য করে আমাদের নিজেদের প্রতি যুলম করে ফেলেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" (সূরা ৭ আল আরাফ : আয়াত ২৩০)

দয়াময় আল্লাহ্ হযরত আদমের তাওবা কবুল করে নেন :

فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ : ফলে তিনি তার (আদমের) তাওবা কবুল করেন, কারণ তিনি তো অতীব ক্ষমাশীল তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩৭)

৩. মূসা আলাইহিস সালামের তাওবা

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনাবলী কুরআন মজিদে সূরা আল কাসাস, সূরা আশ শোয়ারা এবং সূরা তোয়াহাসহ বিভিন্ন সূরায় বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত আলোচিত হয়েছে।

ঘটনাক্রমে শিশুকাল থেকেই তিনি ফেরাউনের প্রাসাদে লালিত পালিত হন। সেখানেই বেড়ে উঠেন, বড় হন। তবে তিনি যে নবীর বংশধর মুসলিম এবং ইসরাঈল বংশের সন্তান, একথা সেখানকার নির্যাতিত বনি ইসরাঈলিরা জানতো। বিপদে পড়লে তারা তাঁর সহযোগিতা নিতো।

একদিন এক বনি ইসরাঈলি রাজার অনুসারী এক কাফির কিবতির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য চায়। তিনি তাকে সতর্ক করার জন্যে একটা থাপ্পড় বা ঘুষি দেন। কিন্তু এতে কিবতিটি মারা যায়। ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে হযরত মূসা আ. হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত হন।

এদিকে তাঁর হাতে একজন লোক নিহত হবার ঘটনায় তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দুঃখিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّه وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِه وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّه فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِه عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّه فَوَكَزَه مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ اِنَّه عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَه اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থ ঃ "মূসা যখন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হলো এবং তাঁর বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করি। এভাবেই আমি উত্তম লোকদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। একদিন সে এমন সময় শহরে প্রবেশ করে, যখন শহরবাসী ছিলো গাফিল (ঘুমে)। সেখানে সে দেখলো, দুজন লোক মারামারি করছে। একজন তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের, অপরজন শত্রু সম্প্রদায়ের। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ করলো। মূসা তাকে একটি ঘুষি মেরে হত্যা করলো। এ অবস্থা দেখেই মূসা বলে উঠলো : 'এটা শয়তানের কাজ। সে এক ভয়ংকর শত্রু এবং পথ ভ্রষ্টকারী।' মূসা বিনীত প্রার্থনা করলো: 'হে আমার প্রভু! আমি নিজের উপর যুল্ম করে ফেলেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কারণ তিনি তো বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান। মূসা এসময় অংগীকার করলো : 'আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করেছো, আমি এর পর আর কোনো অপরাধীর সাহায্যকারী হবোনা।" (সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ১৪-১৭)

মূসা আ. তাঁর তাওবায় -

১. লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছেন,

২. আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং

৩. অপরাধীদের আর কখনো সাহায্য না করার অঙ্গীকার করেছেন।

মূলত এটাই সত্যিকার তাওবা।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহ্কে দেখার আবদার

করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পাবেনা। তবে ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। অতপর ঐ পাহাড়ে আল্লাহ্ পাক তাঁর জ্যোতি প্রকাশ করলে হযরত মূসা আ. সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্কে দেখার এই ভুল আব্দারটির জন্যে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করেন :

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ لا قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ط قَالَ لَنْ تَرٰنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰنِىْ ج فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ج فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ : মূসা যখন আমার নির্ধারিত টাইমে সেখানে উপস্থিত হলো এবং তাঁর প্রভু তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে আবদার করলো : আমার প্রভু! আমাকে দর্শনের শক্তি দাও, আমি তোমাকে দেখতে চাই। তিনি বললেন : 'তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পাবেনা। তবে সামনের ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তখন তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' অতপর যখন তিনি সেই পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়টিকে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিলো; আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। তারপর যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো, বলে উঠলো: প্রভু! সমস্ত ক্রটি থেকে মুক্ত পবিত্র মহান তোমার সত্তা! আমি তোমার কাছে তাওবা করছি আর আমিই পয়লা বিশ্বাসী মুমিন। (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৪৩)

৪. ইউনুস আলাইহিস সালামের তাওবা

হযরত ইউনুস আ. একজন বনি ইসরাঈলি নবী হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তৎকালীন ইরাকের আসিরীয়দের নবী নিযুক্ত করেন। এ জাতির রাজধানী ছিলো নিনোভা। এটি একটি ঐতিহাসিক নগরী। এর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান রয়েছে। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে বর্তমান মুসেল শহরের ঠিক বিপরীতে এ ধ্বংসাবশেষের অবস্থান।

হযরত ইউনুস আ. দীর্ঘদিন যাবত আসিরীয়দের আল্লাহ্র পথে ডাকেন। কিন্তু তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র নবীকে তারা প্রত্যাখ্যান করে।

কোনো জাতি যখন ঈমান আনতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র নবীকে

সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব অবধারিত হয়ে পড়ে। হযরত ইউনুস আ. ভাবলেন, এখন এ জাতির উপর আল্লাহ্‌র আযাব এসে পড়া নিশ্চিত। তিনি তাদের প্রতি নিরাশ হয়ে এলাকা ত্যাগ করলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়াই তিনি এলাকা ত্যাগ করলেন। একজন নবীর জন্যে এটি ছিলো একটি বড় ভুল কাজ।

এলাকা ত্যাগের প্রাক্কালে নদী পার হতে গলে (সম্ভবত দাজলা নদী) ঘটনাক্রমে নৌকা থেকে তাঁকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। এসময় বিশাল এক মাছ এসে (সম্ভবত তিমি মাছ) তাঁকে গিলে ফেলে। তখন তিনি বুঝতে পারেন, তিনি ভুল করে ফেলেছেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়াই তিনি আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িত্বের এলাকা ত্যাগ করেছেন। ফলে মাছের পেটের মধ্যে থেকেই তিনি তাওবা করতে লাগলেন। দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর তাওবা কবুল করেন। কুরআনের ভাষায় :

وَذَا النُّونِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ز وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : আর মাছওয়ালার প্রতিও (স্নেহের সম্বোধন) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। সে যখন গোস্বা করে এলাকা ত্যাগ করেছিল আর ভেবেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবোনা, সে সময়টির কথা স্মরণ করো। সে (মাছের পেটের) অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমাকে ডাকলো : প্রভু! তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ (ত্রাণকর্তা) নেই। ক্রটিমুক্ত পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তো অপরাধ করে ফেলেছি (আমাকে ক্ষমা করে দাও)। তখন আমি তার তাওবা কবুল করেছি এবং কষ্ট থেকে তাকে উদ্ধার করেছি। এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করি।' (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৭-৮৮)

৫. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. প্রতিদিন শতবার তাওবা করতেন

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. দিনরাত্রি চব্বিশ ঘন্টাই বারবার আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাওবা করতেন। তিনি সাহাবীগণকেও বারবার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাওবা করার উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّى اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمْ

অর্থ : "হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাওবা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি দৈনিক শতবার তাওবা করি।" (সহীহ মুসলিম)

এ প্রসংগে সহীহ বুখারির একটি বর্ণনা নিম্নরূপ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "আল্লাহ্র শপথ! আমি একেকদিন সত্তরবারের অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।" (সহীহ্ আল বুখারি)

মূলত, রসূলুল্লাহ সা.-এর এই তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশেরই বাস্তবায়ন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

অর্থ : 'অতএব হে নবী! তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসার তাসবীহ্ করো আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অবশ্যি তিনি তাওবা কবুলকারী।' (সূরা আন নসর)

আল কুরআনের এই নির্দেশ এবং রসূল সা. এর বাস্তব কর্মনীতি সংক্রান্ত এই হাদিস দুটির আলোকে প্রত্যেক ঈমানদারই নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করে নিতে পারেন।

❖❖❖

(১৩)

সাহাবায়ে কিরামের তাওবা

রাদিয়াল্লাহু আনহুম

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. - এর সংগি সাথি সাহাবিগণ ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম মানবদল। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর তিনি নিজেই তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন 'রাদিয়াল্লাহু আনহুম - আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।'

তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, কখনো তাদের কারো দ্বারা যদি কোনো ভুল-ক্রটি বা অপরাধ সংঘটিত হয়ে যেতো, সাথে সাথে তিনি পেরেশান হয়ে পড়তেন। চরমভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতেন। আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে করে তাওবা করতে থাকতেন। দান সদকা করতে থাকতেন। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজিদে তাঁদের বিভিন্ন জনের তাওবা কবুল করার এবং গুনাহ্ মাফ করে দেয়ার ঘোষণা প্রদান করেছেন। হাদিসে তাঁদের বিভিন্নজনের তাওবার বিবরণ এসেছে। এখানে আমরা দুয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. হযরত মায়িয - এর তাওবা

সাহাবি হযরত মায়িয -এর দ্বারা যিনার অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। অপরাধ করে ফেলার পর তিনি বিবেকের দংশন, অনুতাপ ও অনুশোচনায় পেরেশান হয়ে উঠেন। চরম উদ্বিগ্নতা নিয়ে তিনি ছুটে আসেন আল্লাহ্র রসূল সা.-এর কাছে। এসে বলেন, আমার উপর দন্ড প্রয়োগ করুন, আমি (যিনার) অপরাধ করেছি।

রসূলুল্লাহ সা. তাঁর আত্ম স্বীকৃতির কারণে তাঁর উপর আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি (রজম) প্রয়োগ করতে বাধ্য হন।

হযরত মায়িয পাপ কাজ করে ফেলার পর কতোটা উদ্বিগ্ন ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন এ থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি স্বেচ্ছায় এসে মৃত্যু দন্ডের শাস্তি মাথা পেতে নেন।

হযরত মায়িয নিজেকে পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আল্লাহ্র কাছে হাযির হবার সিদ্ধান্ত নেন। এই গোপন পাপের জন্যে যদিও তাওবাই যথেষ্ট ছিলো, তারপরও অনুতাপ অনুশোচনা তাঁকে আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি পর্যন্ত ভোগ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর আন্তরিক তাওবার জন্যে নিজেই তাঁর জানাযা পড়ান

এবং তাঁকে তিনি সবসময় সুনামের সাথে স্মরণ করতেন।[১] তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বলেছেন :

اِسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِبْنِ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْقُسِّمَتْ بَيْنَ اُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ -

অর্থ : "তোমরা মায়িয ইবনে মালিকের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো। সে এমন এক তাওবা করেছে, এ ধরনের তাওবা যদি একটি উম্মতের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে তাদের জন্যে তা যথেষ্ট।"[২]

২. গামেদিয়ার তাওবা

গামেদিয়া ছিলেন একজন মহিলা সাহাবি। ঘটনাক্রমে তাঁর দ্বারা যিনার অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। অপরাধ করে ফেলার সাথে সাথে তিনি চরম অনুতপ্ত হয়ে পড়েন। অনুতাপ, অনুশোচনা এবং পেরেশানি ও উদ্বিগ্নতা তাঁকে চরম মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছিল। বিবেকের দংশন তাঁকে অস্থির করে তুলছিল।

তিনি পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে হাযির হবার সিদ্ধান্ত নেন। তাই তাওবা করার পরও অপরাধের শাস্তি ভোগ করার জন্যে দৌড়ে আসেন আল্লাহ্র রসূল সা. - এর কাছে। তাঁর কাছে এসে অপরাধ স্বীকার করে নিজের জন্যে (রজমের) শাস্তি দাবি করেন।

ব্যাভিচারের দ্বারা তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়ার কারণে রসূল সা. তাঁকে বাচ্চা প্রসব করার জন্যে অপেক্ষা করতে বলেন। কয়েক মাস পর তিনি বাচ্চা প্রসব করে রসূল সা. - এর কাছে হাযির হন এবং নিজের জন্যে (রজমের) শাস্তি দাবি করেন। রসূল সা. তাকে বাচ্চাকে দুধপান করাবার নির্দেশ প্রদান করেন এবং বাচ্চার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন।

বাচ্চার দুধ ছাড়িয়ে মহিলা পুনরায় রসূল সা. - এর কাছে এসে হাযির হন। বাচ্চা যে নিজেই খাবার খেতে শিখেছে সেটা প্রমাণ করে দেখান। অগত্যা রসূল সা. তাঁর উপর রজমের দন্ড প্রয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

রসূলুল্লাহ সা. নিজেই গামেদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার জানাযা পড়ান। জানাযা শুরুর আগে হযরত উমর রা. আপত্তির সূরে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এখন কি এই ব্যাভিচারিনীর জানাযা পড়ানো হবে? তখন রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন :

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ
لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

---

১. সহীহ বুখারি: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. - এর বর্ণনা।

২. সহীহ মুসলিম: বর্ণনা - বুরাইদা রা.।

অর্থ : "সে (গামেদিয়া) এমন এক তাওবা করেছে, তা যদি মদিনার সত্তরজন অধিবাসীর মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। যে মহিলা সেচ্ছায় নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র জন্যে উৎসর্গ করে দেয়, তার তাওবার চেয়ে উত্তম কিছু তুমি পেয়েছো কি?"[৩]

গামেদিয়াকে পাথর মারার সময় রক্তের ছিটা গায়ে এসে পড়ায় হযরত খালিদ বিন অলিদ তাঁকে কটুক্তি করেন। এ কথা রসূল সা. জান্‌তে পারলে তিনি হযরত খালিদকে তিরস্কার করে বলেন :

مَـهْلاً يَاخَـالِدُ فَـوَالَّذِى نَـفْـسِى بِيَـدِه لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَـهَـا صَاحِبُ مُكْسٍ لَغُفِرَلَه - (مسلم)

অর্থ : "তোমার উক্তি দু:খজনক হে খালিদ! কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, সে (গামেদিয়া) এমন এক তাওবা করেছে, এমন তাওবা যদি নিপীড়ক কর আদায়কারীরাও করে, তবে তাদেরও ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৪]

৩. কা'ব ইবনে মালেকের তাওবা

তবুকের যুদ্ধে যাত্রার সময়টি ছিলো কঠিন গরমের সময়। অপরদিকে এটি ছিলো ফল পাকা ও ফল পাড়ার সময়। তাই নানারকম বাহানায় মুনাফিকরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তিনজন খাঁটি মুমিন সাহাবিও আলস্য ও ঢিলেমীর কারণে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ তিনজনেরই একজন ছিলেন কা'ব ইবনে মালেক রা.।

কা'ব ইবনে মালেক এবং অপর দু'জন সাহাবি তাদের এই অপরাধের জন্যে যে অনন্য তাওবা করেছিলেন, তাতে শিক্ষা রয়েছে সকল মুমিনের জন্যেই। বৃদ্ধ বয়সে কা'ব যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর ছেলের কাছে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন সেই ইতিহাস। সেই শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস হলো :

কাব ইবনে মালেক রা. এর পুত্র আবদুল্লাহ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাব ইবনে মালেক রা. অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার পুত্রদের মধ্যে আবদুল্লাহ্‌র হাত ধরে তিনি চলাফেরা করতেন।

আবদুল্লাহ বলেন, তাবুকের জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না গিয়ে পিছনে রয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি আমার পিতা কাব ইবনে মালেক- এর বক্তব্য শুনেছি। কাব বলেন, তাবুকের জিহাদ ছাড়া আমি কোনো জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আলাদা ছিলাম না। তবে বদরের জিহাদ থেকেও আমি

---

৩. সহীহ মুসলিম: বর্ণনা - ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)।

৪. সহীহ মুসলিম: বর্ণনা বুরাইদা রা.।

দূরে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই জিহাদে যারা শরীক হননি তাদের কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমগণ কোরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা (বাহ্যত) অসময়ে মুসলমানদেরকে তাদের দুশমনদের সাথে সংঘর্ষের সম্মুখীন করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের উপর কায়েম থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তখন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম।

তবুকের জিহাদে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না যাওয়ার বিবরণ এই যে: এই জিহাদের সময় আমি যতোটা শক্তিশালী ও ধনবান ছিলাম এতোটা আর কোনো সময় ছিলাম না। আল্লাহ্র শপথ! এ জিহাদের সময় আমার দু'টি উট ছিলো, কিন্তু এর পূর্বে আমার দু'টি উট ছিলো না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলে গন্তব্য স্থানের কথা গোপন রাখতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক গরমের সময় তবুকের জিহাদে যান। সফর ছিলো অনেক দূরের। অঞ্চল ছিলো খাদ্য ও পানিবিহীন। আর শত্রুসৈন্যের সংখ্যাও ছিলো বেশি। তাই তিনি মুসলমানদের কাছে এই জিহাদের কথা খুলে বলে দিলেন, যাতে করে সবাই জিহাদের জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হতে পারেন। তিনি তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন। বহু মুসলিম মুজাহিদ এ জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। সে সময় তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য কোনো রেজিষ্ট্রি বই ছিল না। কাব রা. বলেন, যে লোক জিহাদে যোগদান না করে আত্মগোপন করতে চাইতো, সে মনে করতো যতোক্ষণ পর্যন্ত তার সম্পর্কে অহী নাযিল না হবে ততোক্ষণ তার ভূমিকা গোপন থাকবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ জিহাদে যান, তখন গাছে ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছপালার ছায়াও আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। আমি এসবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। যাহোক, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণও প্রস্তুতি শুরু করলেন। আমিও তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সকাল বেলা যেতাম বটে, কিন্তু কোনো কিছু না করেই ফিরে আসতাম এবং মনে মনে ভাবতাম, আমি ইচ্ছা করলেই প্রস্তুত হতে পারবো। এভাবে গড়িমসি করতে করতে অনেক দিন চলে গেলো, এমনকি লোকেরা সফরের জোর প্রস্তুতি করে ফেললো। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে রওয়ানা করলেন, কিন্তু আমি কোনো প্রস্তুতিই করলাম না। কিছুকাল আমার এই গড়িমসি চলতে থাকে। ওদিকে মুজাহিদগণ দ্রুত অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন এবং জিহাদও সন্নিকটে। আমি তৈরি ছিলাম না। আমি মনে মনে

বলতে থাকি, সেনাবাহিনী চলে যাক, আমি এক দু'দিন পরে পথে তাদের সাথে যোগ দেবো। কিন্তু তখনো একই অলসতা আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সময় পার হয়ে গেলো।

এ সময় যখন আমি মদিনায় থেকে গিয়েছিলাম, আমার মন ক্রমেই বিষিয়ে উঠছিল। কারণ আমি দেখছিলাম, যাদের সাথে এ শহরে আমি রয়েছি তারা হয় মুনাফিক, নয়তো দুর্বল, বৃদ্ধ ও অক্ষম লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ই অব্যাহতি দিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে যথারীতি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। তারপর তিনি লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে বসলেন। মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে লম্বা লম্বা কসম খেয়ে তাদের ওযর পেশ করতে থাকলো। এদের সংখ্যা ছিলো আশিজনের চাইতেও বেশি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রত্যেকের বানোয়াট ও সাজানো কথা শুনলেন। তাদের লোক দেখানো ওযর মেনে নিলেন এবং তাদের অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করুন। তারপর আমার পালা এলো। আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, এসো, তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম: 'আল্লাহ্র কসম! যদি আমি কোনো দুনিয়াদারের সামনে হাযির হতাম তাহলে অবশ্যি কোনো না কোনো কথা বানিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম। কথা বানিয়ে বলার কৌশল আমিও জানি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখন কোনো মিথ্যা ওযর পেশ করে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করেও নেই তাহলে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনাকে আমার প্রতি আবার নারাজ করে দেবেন। তবে যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি নারাজ হয়ে গেলেও আমি আশা রাখি আল্লাহ্ আমার জন্য ক্ষমার কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। আসলে পেশ করার মতো কোনো ওযরই আমার নেই। যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।' একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও এবং আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কোনো ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।' আমি উঠে নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। এখানে সবাই আমার পিছনে লাগলো। তারা আমাকে এ বলে তিরস্কার করতে থাকলো যে, তুমিও কোনো মিথ্যা ওযর পেশ করলে না কেন? এসব কথা শুনে আবার রসূলের কাছে গিয়ে কিছু বানোয়াট ওযর পেশ করার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন আমি শুনলাম আরো দু'জন সৎলোক (মুরারাহ ইবনে রুবাই এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া) আমার

মতো একই সত্য কথা বলেছেন, তখন আমি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করলাম এবং আমার সত্য কথার ওপর অটল থাকলাম।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ হুকুম জারি করলেন, আমাদের তিন জনের সাথে কেউ কথা বলতে পারবে না। অন্য দু'জন তো ঘরের মধ্যে বসে রইলো, কিন্তু আমি বের হতাম, জামাতে নামায পড়তাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। মনে হতো, এ দেশটি একদম বদলে গেছে। আমি যেনো এখানে একজন অপরিচিত, আগন্তুক। এ জনপদের কেউ আমাকে জানে না, চেনে না। মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে যথারীতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করতাম। আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠছে কিনা তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শুধু অপেক্ষা করাই হতো সার। তাঁর নজর আমার ওপর কিভাবে পড়ছে তা দেখার জন্যে আমি আড়চোখে তাঁর প্রতি তাকাতাম। কিন্তু অবস্থা ছিলো এই যে, যতোক্ষণ আমি নামায পড়তাম ততোক্ষণ তিনি আমাকে দেখতে থাকতেন এবং যেই আমি নামায শেষ করতাম অমনি আমার ওপর থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। একদিন ঘাবড়ে গিয়ে আমার চাচাত ভাই ও ছেলে বেলার বন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তার বাগানের পাঁচিলের ওপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহ্র সেই বান্দাটি আমার সালামের জবাবও দিলো না। আমি বললাম: 'হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি না?' সে নিরব রইলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। সে নিরব রইলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসম দিয়ে তাঁকে এ প্রশ্ন করলাম, তখন সে শুধুমাত্র এতটুকু বললো: 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।' একথায় আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি পাঁচিল থেকে নেমে এলাম। এ সময় আমি একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার নাব্তী বংশীয় এক ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাত করে। সে রেশমে মোড়া গাসসান রাজার একটি পত্র আমার হাতে দেয়। আমি পত্রটা খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিলো, 'আমরা শুনেছি, তোমার নেতা তোমার ওপর উৎপীড়ন করছে। তুমি কোনো নগণ্য ব্যক্তি নও। তোমাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো।' আমি বললাম, এ দেখি আর এক আপদ! তখনই চিঠিটাকে চুলোর আগুনে ফেলে দিলাম।

চল্লিশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তাঁর দূত এই হুকুম নিয়ে এলেন যে, নিজের স্ত্রী থেকেও আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে

দেবো? জবাব এলো, না, তালাক নয়, শুধু আলাদা থাকো। কাজেই আমি স্ত্রীকে বলে দিলাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ্ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।

এভাবে উনপঞ্চাশ দিন পার হয়ে পঞ্চাশ দিনে পড়লো। সেদিন সকালে নামাযের পর আমি নিজের ঘরের ছাদের ওপর বসেছিলাম। নিজের জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার জাগছিল। হঠাৎ এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললো: 'কা'ব ইবনে মালিককে অভিনন্দন।' একথা শুনেই আমি সাজদায় নত হয়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত হলাম, আমার ক্ষমার ঘোষণা জারি হয়েছে। এরপর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে পাল্লা দিয়ে আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, 'তোমাকে মোবারকবাদ! আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? বললেন, 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে' এবং এ সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আমি বললাম: 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমার সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহ্র পথে সাদকা করে দিতে চাই। এটাও আমার তাওবার অংশ।' বললেন: 'কিছু রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য ভালো।' এ বক্তব্য অনুযায়ী আমি নিজের খয়বরের সম্পত্তির অংশটুকু রেখে দিলাম। বাদবাকি সব সাদকা করে দিলাম। তারপর আল্লাহ্র কাছে অংগীকার করলাম, যে সত্যকথা বলার কারণে আল্লাহ্ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন সেই সত্যের উপর আমি সারা জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে যথার্থ সত্য ও প্রকৃত ঘটনা বিরোধী কোনো কথা বলিনি এবং আশা করি আল্লাহ্ আগামিতেও মিথ্যা থেকে আমাকে রক্ষা করবেন।"[৫]

আল্লাহ্ তা'আলা অহী নাযিল করে কা'ব ইবনে মালেক এবং অপর দু'জন খাঁটি মুমিনের তাওবা কবুল করার ঘোষণা দেন। নবী করীম সা. এবং তাঁর যেসব সাথি কঠিন সময় তাবুক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদেরকেও আল্লাহ্ মাফ করে দেয়ার এবং তাঁদের তাওবা কবুল করার ঘোষণা দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ
فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ

---

৫. সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

تَابَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ - وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا ط حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

অর্থ : "আল্লাহ্ তাওবা কবুল করে মাফ করে দিয়েছেন তাঁর নবীকে এবং সেইসব মুহাজির ও আনসারদের যারা নিদারুণ কঠিন সময়েও নবীর সহযোগিতা ও অনুসরণ করেছে। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের দিল বক্রতার দিকে আকৃষ্ট হতে যাচ্ছিল (কিন্তু সেদিকে অগ্রসর না হবার কারণে) আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করে তাদের মাফ করে দিয়েছেন। অবশ্যি আল্লাহ্ তাদের প্রতি উদার দয়াময়। আর যে তিনজনের বিষয় মুলতবি রাখা হয়েছিল, তাদের তাওবা কবুল করে নিয়ে তিনি তাদেরও মাফ করে দিয়েছেন। পৃথিবী তার নিজের ব্যাপকতা সত্ত্বেও যখন তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের নিজের জীবনও তাদের জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তারা জেনে নিয়েছিল যে, আল্লাহ্র হাত থেকে বাঁচার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ্রই আশ্রয় ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, তখন আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন, যাতে করে তারা তাঁর দিকে তাওবা করে (ফিরে আসে)। অবশ্যি আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল - করুণাময়। হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথি হয়ে থাকো।"[৬]

এ ঘটনার তাফসীর প্রসংগে তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণের উপকারে আসবে ভেবে সেই শিক্ষাগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করলাম :

"এ থেকে প্রথম যে শিক্ষাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে কুফর ও ইসলামের সংঘাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক। এ সংঘাতে কুফরের সাথে সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, সৎ উদ্দেশ্যে এবং সারা জীবনও নয় বরং কোনো একটি সময়ও যদি ভুল করে বসে, তারও সারা জীবনের ইবাদত - বন্দেগি ও দীনদারি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমনকি এমন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকও পাকড়াও হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না, যে বদর, ওহোদ, আহযাব ও হুনায়েনের ভয়াবহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছিল এবং যার ঈমান ও আন্তরিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র খাদ ছিলোনা।

৬. সুরা ৯ আত তাওবা: আয়াত ১১৭ - ১১৯।

দ্বিতীয় শিক্ষাটিও এর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটি হচ্ছে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। বরং অনেক সময় শুধুমাত্র গড়িমসি করতে করতে মানুষ এমন কোনো ভুল করে বসে যা বড় বড় গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত। তখন একথা বলে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, সে অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল, এ ঘটনা খুবই চমৎকারভাবে তার প্রাণসত্তা উন্মোচন করে দেয়। একদিকে রয়েছে মুনাফিকের দল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ছিলো সবার কাছে সুস্পষ্ট। এরপরও তাদের বাহ্যিক ওযরসমূহ শোনা হয় এবং সেগুলোর সত্যাসত্য এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ তাদের কাছ থেকে তো আন্তরিকতার আশাই করা হয়নি কোনো দিন। কাজেই এখন আন্তরিকতার অভাব নিয়ে অভিযোগ তোলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে রয়েছেন একজন পরীক্ষিত মুমিন। তার উৎসর্গীত প্রাণ কর্মকান্ডের ব্যাপারে কারো মনে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই। তিনি মিথ্যাও বলেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। কিন্তু তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হয়। এ ক্রোধের কারণ এ নয় যে, তার মুমিন হবার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, বরং এর কারণ হচ্ছে, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও সে মুনাফিক সুলভ কাজ করলো কেন? আসলে এভাবে তাকে একথাই বলা হচ্ছে যে, তোমরাই পৃথিবীর সারবস্তু। তোমাদের থেকে যদি মৃত্তিকা উর্বরতা লাভ করতে না পারে তাহলে উর্বরতা কোথা থেকে আসবে? তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ পুরো ঘটনায় নেতা যেভাবে শাস্তি দিচ্ছেন এবং ভক্ত যেভাবে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন আর এ সাথে সমগ্র দলটি যেভাবে এ শাস্তি কার্যকর করছে তার প্রত্যেকটি দিকই তুলনা বিহীন। এ ক্ষেত্রে কে বেশি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তা স্থির করাই কঠিন। নেতা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ক্রোধ বা ঘৃণার লেশমাত্র নেই। বরং গভীর স্নেহ ও প্রীতি সহকারে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। ক্রুদ্ধ পিতার ন্যায় তার দৃষ্টি একদিকে অনল বর্ষণ করে চলেছে ঠিকই, কিন্তু অন্য দিকে আবার তাকে প্রতি মুহূর্তে এ কথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তোমার সাথে কোনো শত্রুতা নেই বরং তোমার ভুলের কারণে আমার অন্তরটা ব্যথায় টনটন করছে। তুমি নিজের ভুল শুধরে নিলে তোমাকে এ বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি। ভক্ত শাস্তির তীব্রতায় অস্থির হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার পদযুগল আনুগত্যের রাজপথ থেকে এক চুল পরিমাণও টলছে না। সে আত্মম্ভরিতা কিংবা জাহেলি দাম্ভিকতারও শিকার হচ্ছে না। প্রকাশ্যে অহংকার করে বেড়ানো তো দূরের কথা, এমনকি নিজের প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে মনের গভীরে সামান্যতম অভিযোগও সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। বরঞ্চ

নেতার প্রতি ভালবাসায় তার মন আরো ভরে উঠছে। শাস্তির পুরো পঞ্চাশ দিন তার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি অধীর হয়ে যে জিনিসটি খুঁজে বেড়িয়েছে, সেটি হচ্ছে, নেতার চোখে তার প্রতি আগের সেই মমত্ব পূর্ণ দৃষ্টি বহাল আছে কিনা, যা তার সমস্ত আশা - আকাংখার শেষ আশ্রয় স্থল? সে যেনো একজন দুর্ভীক্ষপীড়িত কৃষক। আকাশের এক কিনারে যে ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছে সেটিই তার সমস্ত আশার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। তারপর দলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, তার অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা ও নৈতিক প্রাণ স্পন্দন মানুষকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দেয়। সেখানে এমন অটুক শৃংখলা বিরাজিত যে, নেতার মুখ থেকে বয়কটের নির্দেশ উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই অপরাধীর ওপর থেকে দলের সমস্ত লোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও কোনো নিকটতম আত্মীয় এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুও তার সাথে কথা বলছে না। স্ত্রীও তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে সে জিজ্ঞেস করছে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোনো সন্দেহ জেগেছে? কিন্তু যারা দীর্ঘকাল তাকে আন্তরিক ভাবে দেখে আসছিল তারা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে: 'আমাদের কাছ থেকে নয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে থেকে নিজের আন্তরিকতার সনদ নাও।' অন্যদিকে দলের নৈতিক প্রাণসত্তা এতো বেশি উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির উঁচু মাথা নীচু হবার সাথে সাথেই নিন্দুকদের কোনো দল তার নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে না। বরং শাস্তির এ পুরো সময়টায় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এ সাজাপ্রাপ্ত ভাইয়ের বিপদে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং পুনরায় তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল থাকে। ক্ষমার কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা অতি দ্রুত তার কাছে পৌছে তার সাথে সাক্ষাত করার ও তাকে সুসংবাদ দেবার জন্য দৌড়াতে থাকে। কুরআন যে ধরনের সত্যনিষ্ঠ দল দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এটি হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াত বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র দরবার থেকে যে ক্ষমা লাভ করেছিলেন এবং সেই ক্ষমার কথা বর্ণনা করার ভাষার মধ্যে যে স্নেহ ও করুণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে তাদের আন্তরিকতা। পঞ্চাশ দিনের কঠোর শাস্তি ভোগকালে তারা এ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভুল করার পর যদি তারা অহংকার করতেন, নিজেদের নেতার অসন্তোষের জবাবে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতেন, শাস্তিলাভের ফলে তেমনি বিক্ষুব্ধ হতেন যেমন স্বার্থবাদী লোকদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সামাজিক বয়কটকালে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যেতে রাজি কিন্তু নিজের আত্মাভিমানকে আহত করতে রাজি নই– এ নীতি অবলম্বন করতেন এবং যদি এ সমগ্র শাস্তিকালে দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াতেন এবং অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ লোকদের খুঁজে বের করে এক সাথে মিলিয়ে জোটবদ্ধ করতেন, তাহলে তাদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দল থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হতো এবং এ শাস্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের যোগ্য শাস্তিই দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো, যাও তোমরা নিজেদের অহম পূজায় লিপ্ত থাকো। সত্যের কালেমা বুলন্দ করার সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তোমাদের আর কখনো হবে না।

কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় ঐ তিনজন সাহাবি এ পথ অবলম্বন করেননি, যদিও এ পথটি তাদের জন্যে খোলা ছিলো। তারা বরঞ্চ আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথ অবলম্বন করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নীতি তাদের হৃদয় থেকে পূজা ও বন্দনা করার মতো সকল মূর্তি অপসারিত করেছে। নিজেদের সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম সাধনা করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছে। নিজেদের ফিরে যাবার নৌকাগুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে তারা ইসলামী জামাতে প্রবেশ করেন যে, পেছনে ফিরে যেতে চাইলেও আর ফেরার কোনো সুযোগ রাখেননি। এখানেই মার খাবেন এবং এখানেই মরবেন। অন্য কোথাও কোনো বৃহত্তম সম্মান ও মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পেলেও এখানকার লাঞ্ছনা ত্যাগ করে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবেন না। এরপর তাদেরকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে আর কী করা যেতো? এ কারণেই আল্লাহ্ তাদের ক্ষমার কথা বলেছেন অত্যন্ত স্নেহমাখা ভাষায়। তিনি বলেছেন: 'আমি তাদের দিকে ফিরলাম, যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।' এ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, প্রভু আগে ঐ বান্দাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তারা পালিয়ে না গিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাঁরই দোরগোড়ায় বসে পড়লো, তখন তাদের বিশ্বস্ততার চিত্র দেখে প্রভু নিজে আর স্থির থাকতে পারলেন না। স্নেহের আবেগে অধীর হয়ে তাদের দরজা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন।"[৭]

❖❖❖

৭. সাইয়েদ আবু আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, সূরা তাওবা, টীকা : ১১৯।

১৪

আল্লাহ্‌র ভয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা

১. আল্লাহ্‌ভীরুরাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী

যারা আল্লাহ্‌র প্রিয় দাস, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা, তাঁরা সব সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকেন। আল্লাহ্‌র একজন প্রিয় বান্দা এই ভাবনায় সব সময় সতর্ক থাকেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কোনো কাজ সংঘটিত হয়ে যায়না তো!

আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয়, আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দেবার ভয়, আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির ভয় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত রাখে। মূলত আল্লাহ্‌কে ভয় করার জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন:

رَأسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰه 'জ্ঞানের মাথা হলো আল্লাহ্‌র ভয়।'

সে কারণে প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরা সব সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকেন। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

অর্থ : 'আল্লাহ্‌কে তাঁর জ্ঞানী বান্দারাই ভয় করে। কারণ তারা জানে- আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী এবং মহা ক্ষমাশীল।' (সূরা ৩৫ ফাতির : আয়াত ২৮)

তাই, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবন যাপন করে, তারাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, আর যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, তারা অজ্ঞ, জাহিল। তারা হতভাগা।

২. আল্লাহ্‌ভীরুরাই হবে জান্নাতের অধিকারী

পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবন যাপন করে, আখিরাতে আল্লাহ্ পাক তাদেরকেই জান্নাতের অধিকারী বানাবেন। কারণ, তারা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ্‌র ভয়ে আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কাজ থেকে দূরে থাকে এবং তাঁর হুকুম পালন করে জীবন যাপন করে। ফলে এই আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জীবন হয়ে থাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং আল্লাহ্‌মুখী, জান্নাত অভিমুখী। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ـ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ
اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ـ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ـ

ادْخُلُوْهَا بِسَلْمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ - لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ -

অর্থ : সেদিন আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যে জান্নাতকে নিকটে আনা হবে, তাদের এবং জান্নাতের মাঝে থাকবেনা কোনো দূরত্ব। তাদের বলা হবে : এ হলো সেই জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তোমাদের প্রত্যেক আল্লাহ্‌মুখী এবং (পাপ থেকে নিজেকে) রক্ষাকারীর জন্যে। যারা না দেখেও দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবন যাপন করেছে এবং তাঁর প্রতি বিনীত অন্তর নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আজ তোমরা প্রবেশ করো (জান্নাতে) শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে। এটা তোমাদের অনন্ত জীবনের দিন। সেখানে তারা যা যা কামনা করবে সাথে সাথে সবই উপস্থিত পেয়ে যাবে, তাছাড়াও আমার কাছে রয়েছে আরো অধিক-অনন্ত। (সূরা ৫০ কাফ : আয়াত ৩১-৩৫)

সৃষ্টির সেরা আল্লাহ্‌ভীরু এই লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক আরো বলেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لا اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ - جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ.

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে এবং সঠিক শুদ্ধভাবে জীবনের কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে চিরন্তন জান্নাত - বাগ - বাগিচা, যেগুলোর নিচে দিয়ে প্রবহমান রয়েছে বিপুল ঝর্ণাধারা। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন তাদের প্রতি এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ পুরস্কার তার জন্যে যে তার মালিক ও প্রভু মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে। (সূরা ৯৮ আল বায়্যিনা : আয়াত ৭ - ৮)

৩. আল্লাহ্‌কে ভয় করার শুভ পরিণতি

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবন যাপন করে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বেঁধে দেয়া সীমা লংঘন করেনা, এমন মুত্তাকী আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমত থাকে অবারিত। যে কোনো সমস্যা ও মুসিবত থেকে বেরিয়ে আসার কোনো না কোনো পথ দয়াময় আল্লাহ্ এদের জন্যে খোলা রাখেন। আল্লাহ্‌ভীরুতার আদর্শে জীবন যাপন করার পথ আল্লাহ্ পাক এদের জন্যে সহজ করে দেন। তিনি তাদের গুনাহ্ খাতা মোচন করে বড় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ পাক আল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

অর্থ : যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে জীবন যাপন করবে, আল্লাহ্ তার জন্যে (সমস্যা ও মুসিবত থেকে) বের হবার পথ (exit) খুলে দেবেন। (সূরা ৬৫ আত-তালাক : আয়াত ২)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

অর্থ : আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার সমস্যার সহজ সমাধান করে দেন। (সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ৪)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا

অর্থ : 'আল্লাহ্কে যে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করে দেন আর বড় করে দেন তার পুরস্কার।' (সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ৫)

আল্লাহ্ ভীরুতার নীতির উপর অটল থাকার পরিণাম কতোইনা উত্তম, কতোইনা আনন্দের!

৪. আল্লাহ্ভীরু মানুষেরা দিনরাত ক্ষমা প্রার্থনা করে

আল্লাহ্ভীরু নেককার লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নিজেদের নেক আমলের জন্যে অহংকার করেনা। তারা নিজেদের ভুলত্রুটির জন্যে সবসময় চিন্তিত থাকে এবং দয়াময় আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কোনো ঈমানদার লোকই, তিনি যতো বেশি নেক আমলই করে থাকুন না কেন, নিজের গুনাহ খাতার ব্যাপারে পেরেশান না হয়ে থাকতে পারেননা। কোনো বড় নেককার ব্যক্তিও গুনাহ্ খাতা ও ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। কেউই আল্লাহ্র রহমত ছাড়া শুধুমাত্র নিজের আমলের দ্বারা মুক্তির আশা করতে পারেন না। একটি হাদিসে কুদ্সিতে মহান আল্লাহ্র বাণী উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে :

يَاعِبَادِيْ اِنَّكُمْ تَخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُا الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِي اَغْفِرُ لَكُمْ - (رواه مسلم)

অর্থ : 'হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন গুনাহ্ - খাতা - অপরাধ করে চলেছো, আর আমি তামাম অপরাধই ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো।' (সহীহ মুসলিম : বর্ণনা - আবু যর রা.)

কুরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.-কেও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা হাদিস থেকে জানতে পেরেছি, আল্লাহ্র রসূল সা. প্রতিদিন শতবার তাওবা করতেন, শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

তাই ঈমানদার নারী পুরুষের উচিত দিনরাত সবসময় আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা

প্রার্থনা করা। কারণ আল্লাহ্ পাক তো তাঁর দাসের প্রতি তাকিয়ে আছেন- সে এগিয়ে আসে কিনা, সে ক্ষমা চায় কিনা? রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিবেলা তাঁর (দয়া ও ক্ষমার) হাত প্রসারিত করে দেন- যাতে করে দিনের গুনাহ্গার অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তিনি আবার দিনের বেলায় তাঁর (দয়া ও ক্ষমার) হাত প্রসারিত করে দেন- যাতে করে রাতের গুনাহ্গার অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তিনি এমনটি করতে থাকবেন - যতোদিন না সূর্য তার অস্তাচল থেকে উদিত হয়।' (সহীহ মুসলিম : বর্ণনা-আবু মুসা রা.)

আর বান্দা যখন তার মালিক ও প্রভু মহান আল্লাহ্র কাছে অপরাধ স্বীকার করে, অনুতপ্ত হয়, ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন পরম দয়াময় সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেন। প্রিয় নবী সা. আমাদের জানিয়ে গেছেন :

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (بخارى ومسلم)

অর্থ : 'বান্দা যখন তার (প্রভুর কাছে) অপরাধ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন।' (সহীহ বুখারি ও মুসলিম : বর্ণনা - আয়েশা রা.)

আমাদের প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার, আমরা কেউই গুনাহ্ খাতার উর্ধ্বে নই। কোনো আদম সন্তানই পাপ মুক্ত নয়। তবে তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যারা নিজেদের গুনাহ্ খাতার জন্যে মহান আল্লাহ্র কাছে অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। প্রিয় নবী সা. বলেছেন :

كُلُّ بَنِى اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّائِبُوْنَ - ترمذى .

অর্থ : 'প্রতিটি আদম সন্তানই গুনাহ্গার - পাপী - অপরাধী। আর সর্বোত্তম অপরাধী হলো তারা, যারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায়।' (তিরমিযি, ইবনু মাজাহ : বর্ণনা - আনাস রা.)

৫. অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী ক্ষমা লাভ করে

হ্যাঁ, অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থীদের সব গুনাহ্ই আল্লাহ্ পাক মাফ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে নেক এবং বদ দু'রকম কাজ করারই যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন। দুধরনের কাজের প্রবণতাই তার মধ্যে শক্তিশালী। তবে নিজের মুক্তির জন্যে তাকে কেবল নেক কাজ নিয়েই আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হতে হবে। বদ বা পাপ আমল সাথে নিয়ে

পরকালের দিকে অগ্রসর হওয়া কোনো মুমিনের কাজ নয়। একজন মুমিনকে তো সব সময়ই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত। আর তাই সবসময়ই তাকে পাপমুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ্র একজন প্রিয় দাসের পাপ থেকে পবিত্র থাকার উপায় হলো:

১. পাপ না করা। (কিন্তু পাপ না করে নিষ্পাপ থাকা কোন্ বনি আদমের পক্ষে সম্ভব?)।

২. পাপের জন্যে দয়াময় আল্লাহ্র কাছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং করতে থাকা।

প্রথম পদ্ধতিটি কোনো মানুষের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। কোনো মানুষই পাপ না করা নিষ্পাপ নয়, নিষ্পাপ হতে পারেনা।

শুধুমাত্র দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই মানুষ পাপমুক্ত হতে পারে এবং পাপমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হতে পারে।

কারণ আল্লাহ্ পাক এতোই দয়াময় যে, মহান আল্লাহ্র কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলে তিনি বান্দাকে মাফ করে দেন। এমন কি বান্দা প্রকৃত তাওবা করলে সব গুনাহ্ই তিনি মাফ করে দেন।

বান্দা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হলেও তাকে মাফ না করে পাপে জর্জরিত রাখাটা দয়াময় আল্লাহ্র নিয়ম নয়। তিনি তাঁর অনুগত দাসদের পাকা কথা দিয়েছেন:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَن يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ ـ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَااُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُم مِّنْ قَبْلِ اَن يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُم لَا تَشْعُرُوْنَ ـ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَافَرَّطْتُّ فِى جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ـ اَوتَقُوْلَ لَوْاَنَّ اللّٰهَ هَدٰنِى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ اَوْتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْاَنَّ لِى كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ : হে নবী, আমার একথা জানিয়ে দাও: হে আমার বান্দারা, যারা সীমালংঘন করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো! আল্লাহ্র রহম থেকে নিরাশ হয়োনা। অবশ্যি আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ, তিনি তো ক্ষমাশীল দয়াময়। তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহ্র অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো তাঁর আযাব তোমাদের গ্রাস করার আগেই। কারণ, তখন তোমাদের সাহায্য করা হবেনা। তোমাদের প্রতি

তোমাদের প্রভুর অবতীর্ণ সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করো- তোমাদের অজ্ঞাতে হঠাৎ তাঁর আযাব তোমাদের গ্রাস করার পূর্বেই। যাতে করে তখন কাউকেও একথা বলতে না হয়: 'হায়, আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি তার জন্যে আফসোস! হায়, আমি তো বিদ্রূপকারীদের দলে ছিলাম।' অথবা কারো যেনো বলতে না হয়: 'আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত করলে আমি অবশ্যি মুত্তাকীদের দলে থাকতাম।' অথবা শাস্তির দৃশ্য দেখে কারো যেনো বলতে না হয়: 'হায়, একবার যদি আমি পৃথিবীর জীবনে ফিরে যেতে পারতাম, তবে অবশ্যি নেককার হয়ে আসতাম।' (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৫৩ - ৫৮)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে জানা গেলো, দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার প্রিয় দাসদের সব গুনাহ্ই মাফ করে দেবেন। তবে শর্ত হলো :

১. আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তাদের নিরাশ হওয়া যাবে না।
২. তাদের জীবনকে আল্লাহ্‌মুখী করে ফেলতে হবে।
৩. তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
৪. তাদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতির ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে হবে।
৫. আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনে তাদেরকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য ও গাফলতি ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাজে সদা সক্রীয় থাকতে হবে।
৬. নিজে সঠিক পথে চলার উদ্যোগ ও পদক্ষেপ না নিয়ে সঠিক পথে চালানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যাবেনা।
৭. উপরোক্ত সবগুলো কাজের পদক্ষেপই গ্রহণ করতে হবে ঠিক এই মুহূর্তে, এই পৃথিবীর জীবনে এবং জীবদ্দশায়। আর আপনাকে এ কথাটিও হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে যে, আপনার মৃত্যুর ক্ষণটি আপনার পিছেই লেগে আছে অনুক্ষণ।

এভাবে যারা জীবন যাপন করে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হবার কোনো কারণ তাদের নেই। এরা নিজেদের গুনাহ্ খাতা ও ভুল ত্রুটির জন্যে তাওবা করলে আল্লাহ্ পাক অবশ্যি তাদের তাওবা কবুল করবেন। এরাতো বারবার তাওবাকারী। দিনরাত তারা তাওবা করে। তাওবা করে করে তারা পাপমুক্ত হয়ে যায়। একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهٗ، (ابن ماجه)

অর্থ : পাপ থেকে তাওবাকারী (অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী) ঐ ব্যক্তির মতো, যার পাপ নেই।' (সুনানু ইবনু মাজাহ : বর্ণনা - আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.)

এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, একজন মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য হলো নিজের মুক্তির জন্যে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা এবং নিজের গুনাহ্‌র জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা।

আর এটাই পাপ থেকে পবিত্র হবার সঠিক পন্থা।

৬. আল্লাহ্র রসূল কী বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন?

প্রিয় নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. নিজে দিনরাত আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। সাহাবায়ে কিরামকেও সবসময় আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলতেন। তিনি কী বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে কী ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, সে সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করছি। এর ফলে আগ্রহীরা রসূল সা.-এর ভাষায়, কিংবা তাঁর শিখানো ভাষায় তাওবা করতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবেন।

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে বুস্র রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ : 'সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যে, যার আমলনামায় বেশি বেশি 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) পাওয়া যাবে।' (ইবনু মাজাহ, নাসায়ী)

২. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. প্রায়ই এ দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا ـ

অর্থ : 'আমার আল্লাহ্! আমাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো, যারা ভালো কাজ করলে আনন্দিত হয় এবং মন্দ কাজ করে ফেললে ক্ষমা প্রার্থনা করে।' (ইবনু মাজাহ, বায়হাকি)

৩. সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার :

শাদ্দাদ ইবনে আউস্ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার' (শ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রার্থনা) হলো, তুমি এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ - اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُؤُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِى فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

অর্থ : 'আমার আল্লাহ্! তুমিই আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ আমি স্বীকার করি। তোমার কাছে আমি স্বীকার করি আমার অপরাধ। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও! কারণ, তুমি ছাড়া তো গুনাহ্ ক্ষমা করার কেউ নেই।'

তিনি বলেছেন, বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে দিনের বেলা এই প্রার্থনা যে করবে, সে যদি সেদিন সন্ধ্যার আগে মারা যায়, তবে সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে রাত্রিবেলা এই প্রার্থনা করবে, সে যদি সে রাত্রে সূর্যোদয়ের পূর্বে মারা যায়, তবে সে জান্নাতবাসী হবে। (সহীহ আল বুখারি)

৪. আবু মূসা আশ্'আরি রা. থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, নবী করিম সা. প্রায়ই এ দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي خَطِيْئَتِي وَجَهْلِي وَاِسْرَا فِي فِي اَمْرِي وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّي وَهَزَلِي وَخَطَائِ وَعَمَدِي وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِي - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي - اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرِ -

অর্থ : 'আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করে দাও আমার অপরাধ, আমার অজ্ঞতা, আমার কার্যকলাপের সীমালংঘন আর আমার সেইসব অপরাধ যেগুলোর বিষয়ে তুমিই আমার চাইতে অধিক জানো। আমার আল্লাহ্! ক্ষমা করে দাও আমার মানসিক পাপ, শারীরিক পাপ, অনিচ্ছাকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত পাপ। এগুলো সবই আমার আছে। আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করে দাও আমার পূর্বের পাপ, পরের পাপ, গোপন পাপ, প্রকাশ্য পাপ এবং সেইসব পাপ যেগুলোর বিষয়ে তুমি আমার চাইতে অধিক জানো। তুমিই তো এগিয়ে দাও আর তুমিই তো পিছিয়ে দাও এবং তুমিই তো সর্বশক্তিমান।' (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

৫. রসূলুল্লাহ সা. নামাযের মধ্যে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তাকবীরে তাহরিমার পর তিনি এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ - اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ - ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعَهَا اِنَّه لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لاَحْسَنِ الاَخْلَاقِ لَايَهْدِي لاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ - وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئِ الاَخْلَاقِ - لَايَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلاَّ

اَنْتَ - لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّه بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ - اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

অর্থ : "আমার আল্লাহ্! তুমিই মহাবিশ্বের একমাত্র সম্রাট। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর যুল্ম করেছি এবং আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া তো অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই। আমাকে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্র অর্জনের পথ দেখাও, তুমি ছাড়া তো এ পথ দেখাবার আর কেউ নেই। আমার চরিত্র ও আচরণে যা কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, তুমি তা দূর করে দাও, তুমি ছাড়া তো তা দূর করার আর কেউ নেই। প্রভু! তোমার দরবারে আমি হাযির হয়েছি, বড় মেহেরবান তুমি, আর সমস্ত কল্যাণও তোমারই হাতে। অকল্যাণের দায়-দায়িত্ব তোমার নেই। আমি তোমারই ইচ্ছে মতো চলবো, তোমারই কাছে আমি ফিরে যাবো। বড়ই প্রাচুর্যময় তুমি, বড়ই আলীশান তুমি প্রভু! তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই আর তোমারই দিকে আমি মুখ ফিরালাম।"[১]

৬. তাকবীরে তাহরিমার পর তিনি কখনো এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الابْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ -

অর্থ: "আমার আল্লাহ্! আমার সমস্ত ভুল-ত্রুটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছো পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝে। আয় আল্লাহ্! তুমি পানি, বরফ আর শীতল জিনিস দ্বারা আমাকে আমার ভুলত্রুটি থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ওগো আল্লাহ্! আমাকে আমার গুনাহ খাতা থেকে ঠিক সেরকম ঝকঝকে ত্বকত্বকে পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেমন ময়লা ও দাগ থেকে সাদা কাপড় ধবধবে সাদা হয়ে উঠে।"[২]

৭. রসূলুল্লাহ সা. নামাযের সাজদায় গিয়ে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَا فِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ

---

১. ইবনুল কায়্যিম: যাদুল মা'আদ, ১ম খন্ড।
২. ইবনুল কায়্যিম: যাদুল মা'আদ, ১ম খন্ড।

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزَلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ ـ اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ

অর্থ : হে আল্লাহ্! ক্ষমা করে দাও আমার সব ভ্রান্তি, অজ্ঞতা, বাড়াবাড়ি- যা তুমি আমার চাইতে অধিক জানো। আমার আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমার সব সীমালংঘন, অক্ষমতা, অনিচ্ছাকৃত ভুল, ইচ্ছাকৃত ভুল এবং এরকম আরো যা কিছু আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আয় আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমার আগে পরের এবং গোপন ও প্রকাশ্যের সব গুনাহ। তুমিইতো আমার ত্রাণকর্তা। তুমি ছাড়া তো আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই।"[৩]

৮. সহীহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর রা.-কে নামাযে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ ـ

অর্থ : "হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুল্ম করেছি, তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা দান করো এবং আমাকে রহম করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"[৪]

৯. আবু মালিক আশজায়ী রা. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করতো, নবী করীম সা. তাকে প্রথমে নামায শিখাতেন এবং নামাযের মধ্যে এই দু'আ করতে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

অর্থ : 'আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে সঠিক পথে চালাও, আমাকে সুস্থ্য রাখো এবং আমাকে জীবিকা দাও।' (সহীহ মুসলিম।)*

❖❖❖

---

৩. ইবনুল কায়্যিম: যাদুল মা'আদ, ১ম খন্ড।

৪. সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম।

* এ গ্রন্থটির রচনাকাল হলো : জুন ২০০৪ থেকে জানুয়ারি ২০০৫ সাল।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরআন
২. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারি : সহীহ আল বুখারি
৩. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ নিশাপুরি : সহীহ মুসলিম
৪. আবু ঈসা তিরমিযি: সুনানু তিরমিযি
৫. আবু দাউদ আশআস্ ইবনু সুলাইমান : সুনানু আবু দাউদ
৬. আহমদ ইবনু শুয়াইব নাসায়ী : সুনানু নাসায়ী
৭. মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ : সুনানু ইবনু মাজাহ
৮. অলিউদ্দিন আল খতিব : মিশকাতুল মাসাবিহ্
৯. ইবনুল কায়্যিম : যাদুল মা'আদ
১০. ইমাম আল মুনযেরি : আত তারগীব ওয়াত তারহীব
১১. ইমাম নববী : রিয়াদ আস্ সালেহীন
১২. ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম
১৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন
১৪. কুরআনুল করীম (অনুবাদ) : ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১৫. The Noble Qur'an (English translation of the Quran by king fahd Complex for the printing of the Holy Quran.)
১৬. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ আত্ তাব্বারা : আল খাতায়া ফী নায্রিল ইসলাম
১৭. মুহাম্মদ বিন আহমদ: আয্-যুনূব ওয়া কাব্হি আসরিহা আলাল আফরাদ ওয়াশ্ শুয়ূব
১৮. Mohammad Qutb: False gods of Twentyeth century.
১৯. ড. ইউসুফ আল কারদাভী : আল হালাল ওয়াল হারাম
২০. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা
২১. আবদুস শহীদ নাসিম : আল কুরআনের দু'আ
২২. আবদুস শহীদ নাসিম : সিহাহ সিত্তার হাদিসে কুদসী
২৩. Milton Cowan : A Ditionary of Modern written Arabic
২৪. সাইয়েদ কুতুব : মুশাহিদাতুল কিয়ামত
২৫. আশেক এলাহী বুলন্দশহরি : মরণে কে বা'দ কেয়া হোগা
২৬. আবুল আ'লা মওদূদী : তাহরীকে ইসলামী কামিয়াবি কে শারায়েত

এই লেখকের অন্যান্য বই

মৌলিক রচনা

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ (বিভিন্ন সাইজে প্রকাশিত)
আল কুরআন: সহজ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ
তাদরিসুল কুরআন(একটি সেরা দারসুল কুরআন গ্রন্থ)
কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
আল কুরআন কি ও কেন?
জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন
আল কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়
Ways to Pay Homage to Al- Quran
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
তাদরিসুল হাদিস (একটি অনন্য সহিহ হাদিস সংকলন)
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল
সিহাহ সিত্তার হাদিসে কুদসি
হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
উম্মুস সুন্নাহ হাদিসে জিবরিল
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্ব নবীর চুক্তি ও ভাষণ
ঈমানের পরিচয়
ঈমান ও আমলে সালেহ
ইসলাম: পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
নামাযের সহীহ পদ্ধতি
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
ইসলাম ও মানবতা
ইসলামের পারিবারিক জীবন
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
তাকওয়া
পবিত্র জীবন
মুসলিম পুরুষ ও নারীর পোষাক
নফস কলব হাওয়া
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি
ইসলামে জ্ঞান চর্চা
মানুষের চিরশত্রু শ...
যিকির দো...
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ...
কুর...
ইসলামি ...
ইসলাম সম্প...
...যহা

চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
জানতে চাই (১ম ও ২য় খন্ড)
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
জীবন যৌবন সাফল্য
মানব সৃষ্টির সূচনা ও হযরত আদম আ.
হাজার বছরের সংগ্রামী নবী হযরত নূহ আ.
কাবা নির্মাতা হযরত ইবরাহিম আ.
মিশর শাসক হযরত ইউসুফ আ.
প্রিয় নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম আ.
যাকাত সাওম ইতিকাফ
যাকাত কী? কেন? কিভাবে?
কুরআন ও রমযান
সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল
রমযানের শিক্ষায় সুন্দর জীবন গড়ার উপায়
মুমিনের জীবনে শোকর ও সবর
সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা
মানব কল্যাণের ধর্ম ইসলাম
সুন্দর চরিত্র
সবরের পথ
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
বিপ্লব হে বিপ্লব (কাব্যগ্রন্থ)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদিস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)
ঝরে পড়া এক শেফালির কথা

অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ
এন্তেখাবে হাদিস
মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
ইসলা... আপনার কাছে কি চায়?
...রোযা ও ই'তেকাফ
...হজ্জ ও উমরা
... (মহিলা ফিকহ্)
... চিত্র
...য়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়
...গুণাবলী
...বস্থা
...হ দা'য়ী ইলাল্লাহ
...বকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামে দাওয়াতে নারী

এছাড়াও আরো অনেক বই

গুনাহ তাওবা ক্ষমা
মাওলানা আবদুস শ...
47372#1456163-1
R

প্রাপ্তিস্থান

বর্ণালি বুক সেন্টার
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬

বই মেলা
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০১৭৫৩৪২২২৯৬